সোভিয়েত নারীর প্রতিকৃতি

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
(প্রাইভেট) লিঃ

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৪

মুদ্রক
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীঅনিল মিত্র

সূচি

সোভিয়েত নারী সম্পর্কে আজগুবি কাহিনী

'রাশিয়া' হোটেলের কামরাটিতে ঢোকার সময় আমি বললাম:

-- আমরা যখন শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আপনি আমায় হাজার প্রশ্ন করেছেন, ম্যারিয়ন। তার উত্তর দেওয়ার জন্য আমার হাতে অবশ্য হাজার ঘণ্টা নেই, তবে আশা করি হাজারটি মিনিট তো হবেই।

-- তা মোটেই যথেষ্ট নয়, নাতাশা, — আপত্তি জানান ব্রিটিশ ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মী ম্যারিয়ন জেকসন যিনি এই গত রাত্রে বিমান যোগে লন্ডন থেকে মস্কো পেঁাছেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় আজ সকালে -- দু'ঘণ্টা আগে। মুখ থেকে তুষার-কণা মুছতে মুছতে ম্যারিয়ন আমার দিকে ফিরলেন এবং অবশেষে আমি তাঁর পূর্ণ মুখাবয়বটি দেখতে পেলাম। তাঁর চশমা পরা চোখের দৃষ্টি কিছুই এড়ায় না। কপালের উপর ঝুলে পড়েছে একগুচ্ছ কালো চুল। মনে হল, তাঁর চেহারা এবং এলিজাবেথ ডুগলাসের চেহারার মধ্যে কোথায় যেন মিল আছে। এলিজাবেথ ডুগলাসও একজন ব্রিটিশ মহিলা, সম্প্রতি সোভিয়েত দেশ সফরে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে ইংলন্ডে এমনকি সব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা পর্যন্ত তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বলতে অনুরোধ করে। এ বিষয়ে আমি ডুগলাসের প্রবন্ধটি পড়েছি।

ম্যারিয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেন যেন আডা ডাইসনের কথা মনে পড়ল। সম্প্রতি ওঁর প্রতিকৃতি দেখেছিলাম 'সোভিয়েত নারী' পত্রিকায়। ব্রিটিশ নারী সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদলের সদস্য ডাইসন পত্রিকার জন্য এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে বলেন: 'আপনাদের দেশের অনেকিছু সম্পর্কে আমাদের ছিল সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।'

তবে আজ আমার সামনে কোন ফোটো নয়, — জীবন্ত এক ব্রিটিশ

মহিলা। জীবনে এই প্রথম আমি ব্রিটেন থেকে আগত কোন নারীর সঙ্গিনী হওয়ার সুযোগ পেলাম। কয়েক সপ্তাহ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। আমি বুঝতেই পারছিলাম যে মতামত বিনিময় হবে একজন সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি এবং একজন উদ্যমী ব্যক্তির মধ্যে। সে মোটেই কোন সহজ সংলাপ নয়। 'আমি তাঁকে সত্য কথাই বলব, — ভাবলাম আমি। — কিন্তু তিনি কি তা বুঝবেন?'

— রুশ ভাষায় আমার তেমন একটা জ্ঞান নেই, — আমার দিকে তাকিয়ে ভেজা মাফলারটির পাক খুলতে খুলতে বলেন ম্যারিয়ন। -- তবে পেশাদার দুভাষী আমি নিই নি। ওদের অনেকেই আলোচ্য বিষয়ের প্রতি উদাসীন। আপনিই তো আমায় এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। কী বলেন, নাতাশা? তাছাড়া আমার নিজেরও চোখ রয়েছে। আমি নিজে স্বচক্ষে একটি প্রতিকৃতি দেখতে চাই। পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি। আপনাদের দেশের নারীর প্রতিকৃতি। সে নারী কীরূপ? তার চিন্তাধারা? তার বুদ্ধি? তার জীবন? তা জানতেই আমি আমার সমস্ত সময় ব্যয় করব।

--- কিন্তু ম্যারিয়ন, তাতে তো কেবল একটি দিকই জানা হবে, — বললাম আমি। -- কিন্তু ক্রেমলিনের গির্জাগুলোর স্বর্ণখচিত গম্বুজ? বলশয় থিয়েটার? ত্রেতিয়াকভ চিত্রশালা — আন্দ্রেই রুব্লিওভের 'ট্রিনিটি'? সব বিদেশী তাই দেখতে চায়। সেটাই তাদের নিয়ম।

— জীবনের একমাত্র কঠোর নিয়মটি হচ্ছে এই যে জীবনে কোন কঠোর নিয়মই নেই — তাই বলেছেন বার্নার্ড শ', — না হেসেই আপত্তি করেন ম্যারিয়ন এবং যোগ করেন, — তবে সম্ভব হলে আমরা সবকিছুই দেখব। আপনার আপত্তি নেই তো?

— সে তত সহজ নয়, — কোন প্রকার উৎসাহ ছাড়াই বললাম আমি। — তা একটা কোনকিছুতে মনোনিবেশ করা যাক না? আচ্ছা বলুন তো, সোভিয়েত নারীর বিষয়ে জানতে আপনি এত উৎসুক কেন?

— সমাজের সঙ্গে আমাদের, ব্রিটিশ নারীদের সম্পর্ক অন্য ধরনের। আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে বেকারত্ব। আমাদের দেশে বার্মিংহাম শহরের আঠারো বছর বয়সী মেয়েরা কাজ হারিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সে সব ঘটনা আজ আমাদের মর্মে মর্মে দগ্ধ করছে। ইংলন্ডে নারীদের বেতন পুরুষদের বেতনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কম; কেবল এক শতাংশ

ব্রিটিশ নারীই তাদের ছেলেমেয়েদের কিন্ডারগার্টেনে পাঠাতে পারে। আর আমাদের হাঘরে বুড়িরা বলে: 'বার্ধক্য মৃত্যুরই শামিল...'

আগেই বলে রাখছি, আমি কমিউনিস্ট নই। আমি নারী বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়ছি না এবং কমিউনিস্ট পত্রিকায়ও এ বিষয়ে কোনকিছু লিখছি না। 'কাজ চাই! অন্ন চাই! সমানাধিকার চাই!'—এ ধরনের কথা লিখিত পোস্টার হাতে আমি নারীদের মিছিলেও যোগ দিই না। এবং আমি হতাশাগ্রস্ত নিঃসঙ্গ মহিলাও নই যে বাড়িভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জেলে যেতে প্রস্তুত। আমি চরম ব্যবস্থা পছন্দ করি না। তবে আমরা খোলাখুলি কথাই বলব, কেমন নাতাশা? আপনাদের দেশেও সবকিছু আহামরি নয়। স্বচক্ষে আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি ফিল্ম দেখেছি—রুশ নারীরা রাস্তা পিচ করছে, নির্মাণক্ষেত্রে খেটে মরছে। এ সমস্তকিছুই কি নেতিবাচক মন্তব্যের কারণ নয়? ব্রিটিশ সাংবাদিকা এলিজাবেথ বাউয়ের তাঁর 'সোভিয়েত নারীদের পক্ষে সমতা বলতে কী বোঝায়?' প্রবন্ধটিতে বলেছেন যে পশ্চিমের দেশসমূহের মতো সোভিয়েত দেশেও নারী ও পুরুষের মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। আমি এ সবকিছু বুঝতে চাই। আপনি আমায় সাহায্য করবেন?

— আর পরে আপনি আমায় বলবেন: 'এ হচ্ছে কমিউনিস্ট প্রচার...'

আমরা উভয়ই মুখ কালো ক'রে নীরবে বসে থাকলাম। তবে সংলাপের শুরুতেই নিজেকে আমি রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে চাই নি। অতিথির সঙ্গে কথাবার্তায় গৃহকর্তাকে সর্বদাই সংযমী ও সহনশীল হতে হয়।

— অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ বাদই দেওয়া যাক, ম্যারিয়ন। আমরা জানি যে বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা সোভিয়েত ইউনিয়নে এসে মাঝেমধ্যে মোভি ক্যামেরা দিয়ে মহা আনন্দের সঙ্গে 'নারীদের জীবনের নানা দৃশ্য' তুলে থাকে। তারা সোভিয়েত নারীদের সম্পর্কে হামেশাই নতুন নতুন যতসব জঘন্য ও আজগুবি কাহিনী রচনা করে। তারা দেশে ফিরে গল্প করে: 'সোভিয়েত নারীরা কাজ করে কেবল পয়সার জন্য, অভাবের চাপে পড়েই তারা কলকারখানায় খাটতে যায়। সোভিয়েত নারীরা লেখাপড়া কমই করে, তাই ও-দেশে মেয়েদের শাবল আর বেলচা ধরা ছাড়া গতি নেই। আমরা স্বচক্ষেই তা দেখেছি, সে-ই যথেষ্ট (আসলে কিন্তু তারা আরও অনেককিছু দেখেছে, তবে খারাপ ও ভালর অনুপাতের

ব্যাপারে কেন যেন নীরব থাকে)। কোন্ পুরুষ সোভিয়েত নারীর এত খাটুনির পর তার সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতে চাইবে?'

তারা আরও বলে: 'সোভিয়েত দেশে শিশুরা বাড়ে অনাথের মতো। কিন্ডারগার্টেন আর ক্রেশগুলো মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তবে এটাই সব নয়। সোভিয়েত সংসদের অধিবেশনে নারীরা টুঁ শব্দটিও করতে পারে না—'মস্কোয় নিজেদের কোন মার্গারেট টেচ্‌চার নেই'। তদুপরি এই নারীরা তাদের নারীত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তাদের পোশাকপরিচ্ছদে তাদের সৌন্দর্যবোধের কোন পরিচয় মেলে না। কিন্তু তারও চেয়ে বেশি মারাত্মক যা তা হল এই যে রুশরা প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে সেকেলে ধারণা পোষণ করে থাকে।'—এর পরও কি আমরা, ম্যারিয়ন, শান্তভাবে কথা বলতে পারব? অবশ্যই পারব, তবে ভদ্রতার মুখোশ পরে। কিন্তু তাতে কী লাভ?

ম্যারিয়ন কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন এবং আগের চেয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন:

— পারব। আসুন মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে দিই! প্রতারণা পরিহার করি...

— আমরা না হয় তা পরিহারই করলাম, কিন্তু এক ব্রিটিশ কিশোর তো সেই প্রতারণায় বিশ্বাস করে বসে আছে যা আমায় ও আমার দেশকে আঘাত করে...

-- বুঝলাম না। আপনি কোন্ ব্রিটিশ কিশোরের কথা বলছেন, নাতাশা?

— ওর নাম মাইকেল। ও সোভিয়েত সরকারের কাছে একখানি চিঠি লিখেছিল। তা প্রকাশিত হয় 'পিওনেরস্কায়া প্রাভদা' নামক সংবাদপত্রে। সংবাদপত্রের সেই সংখ্যাটি আমার সঙ্গেই রয়েছে। এই তো চিঠিখানা:

'আমি স্কুলে পড়ি। আমার বয়েস ১৪ বছর। ...অদূর ভবিষ্যতে আপনারা যদি ব্রিটেনের উপর পারমাণবিক বোমা ফেলতে চান, তাহলে দয়া ক'রে সে কাজটি করবেন রাত্রিবেলায়। যদি গরমের ছুটির সময় করেন তো খুব ভাল হয়। আমি থাকি কর্নওয়ালে। আমার মনে হচ্ছে আপনারা বোমা ফেলবেন আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে, পশ্চিম দিকে। আমাদের এলাকায় হাওয়ার গতি যেহেতু উত্তর-পূর্ব দিকে, সেই হেতু তেজস্ক্রিয়তা আমাদের আক্রান্ত করতে পারবে না। ভবদীয়, মাইকেল টেটলি।'

— ম্যারিয়ন,— বললাম আমি। — 'লাল হুমকি' সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার এবং রুশ ট্যাঙ্কগুলো এই অল্পকালের মধ্যেই, এই আসছে শুক্রবার সকালেই বেলজিয়ামে ঢুকে পড়বে, আর তার ৪৮ ঘণ্টা পরে রাইন নদী কব্জা ক'রে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে ছুটে যাবে — এ ধরনের ভিত্তিহীন কথাবার্তা বহুকাল থেকেই বহু জাতিকে প্রতারিত করে আসছে...

— সে হচ্ছে পলিটিক্সের ব্যাপার। আমরা নারীদের কথা বলছি। এখানে আর ট্যাঙ্ক-ফ্যাঙ্ক কেন? — উদাসীনভাবে জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— হ্যাঁ ঠিকই, আমরা নারীদের কথা বলছি। সেই ব্রিটিশ মায়ের কথা যাঁর ছেলে মাইকেল বড় হচ্ছে ভয় আর মিথ্যার পরিবেশে। আমার দেশ সম্পর্কে আপনাকে বলতে গিয়ে আমি কর্নওয়ালের সেই মহিলাটির কথাও ভাবব। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, ম্যারিয়ন। আপনার সঙ্গে আলোচনা কালে আমি আপনার কাছে কোনকিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করব না। আমি যাকিছু বলব তা হবে সোভিয়েত নারী সম্পর্কে, আমার নিজের সম্পর্কে সত্য কাহিনী।

— কিন্তু আপনি নিরপেক্ষ হতে পারবেন না,— আপত্তি করেন নাছোড়বান্দা ম্যারিয়ন। — আপনি রুশ, এবং রুশদের বিষয়ে বলতে গিয়ে পক্ষপাতিত্ব করবেনই...

— তাজিক, আজারবাইজানী, ইহুদী নারীদের বিষয়েও আমি বলব — সোভিয়েত দেশে অন্যান্য জাতি ও জাতিসত্তার নারীরাও তো রয়েছে...

— সে যাই হোক না কেন, আপনার সোভিয়েত স্বদেশপ্রেম আপনায় বাধা দেবে...

— আপনিও তো ইংলন্ডের দেশপ্রেমিকা, এবং নিজ দেশ সম্পর্কে আপনি আমায় সত্য কথাই বলেছেন আর আমি তা বিশ্বাস করি। আপনি কি তা থেকে আমায় বঞ্চিত করতে পারেন?

— মানলাম... কিন্তু আপনি সাংবাদিকা, আপনার কথা বলার কায়দা ভাল জানা আছে।

— আপনি আমার বাক্‌পটুতা ভয় করেন, ম্যারিয়ন? সে বাক্‌পটুতা থাকবে না। আপনাকে আমি বিভিন্ন পেশার নারীদের কাছে নিয়ে যাব। সমাজবিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ। ...তারা নিজেরাই নিজেদের

কথা বলবে। তাহলে কী দিয়ে শ্রুর্ করা যায়? আপনি কীসে বেশি ইন্টারেস্টেড?

ম্যারিয়ন কিছ্ক্ষণ নীরব থাকেন। পরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন:

— তা কর্নওয়ালের সেই মহিলাকে আর তাঁর ছেলে মাইকেলকে আপনি কী বলবেন?

ম্যারিয়ন ও আমি জানলার কাছে আরাম কেদারায় বসে থাকি— বাইরে তুষারাচ্ছন্ন মস্কো নগরী। আমরা তখনও জানি না, আমরা পরস্পরকে পছন্দ করি কি না, আমাদের কে কত অভিমানী, কার কতটুকু রসিকতা বোধ আছে, আমাদের পারস্পরিক আস্থার মাত্রাটি কীর্প, পরস্পরের দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কতটা গভীর এবং উভয় পক্ষ থেকে অপ্রত্যাশিত কোনকিছ্ আশা করা যায় কি?

আমি ফোন ক'রে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করলাম। তারপর চা আর স্যান্ডউইচ খেয়ে গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে সি'ড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

স্তালিনগ্রাদের কথা স্মরণ কোরো

— কিশোর লেনিনপন্থী স্ট্রিট, — বললাম আমি ড্রাইভারকে। — ১২১ নং বাড়ি।

গাড়ির ভেতরে অন্ধকার-অন্ধকার ভাব — বাইরে খুব বরফ পড়ছে।

— আমার জন্ম হয় স্তালিনগ্রাদে, ম্যারিয়ন...

ম্যারিয়ন কেন যেন সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন।

— হ্যাঁ স্তালিনগ্রাদে। একদিন আমি সোভিয়েত নারী কমিটিতে হঠাৎ তার এক সদস্যার বিষয়ে উচ্চারিত একটা কথা শুনতে পাই: 'তিনি স্তালিনগ্রাদের জন্য লড়েছিলেন...' তখন আমার মনে এই মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা জাগে। এই ভাবে আমি পরিচিত হই নার্স গালিনা উত্কিনার সঙ্গে।

কিন্তু স্তালিনগ্রাদ লড়াইয়ের অংশগ্রহণকারিণী কিছুতেই ইণ্টারভিউ দিতে চান নি। 'যুদ্ধ জয়ে আমার কোন অবদান নাই বললেই চলে, যা করেছি তা সমুদ্রে বারিবিন্দুর মতো, — বলেন তিনি। — দশ লক্ষাধিক সোভিয়েত নারী তখন রণাঙ্গনে লড়ছিল। তাদের অনেকে ছিল বৈমানিক, প্যারাশুটিস্ট, বিমানধ্বংসী কামান-চালনাকারী এবং এমনকি ট্যাঙ্ক-চালক। তাদের মধ্যে বহু মহিলা ভূষিত হয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে, আরও বহু সহস্র মহিলা পেয়েছেন বিভিন্ন অর্ডার। আমার কোন অর্ডার নেই। আমি বীরাঙ্গনা নই, আমি কেবল আহতদের সেবাশুশ্রূষা করেছি, আহতদের ভোলগার বাঁ তীরে পাঠিয়েছি...'

এই কথাগুলো আমায় বলেন গালিনা উত্কিনা। আর আমি তাঁর কথা শুনছিলাম এবং স্মরণ করছিলাম আমার আপন শহরের রক্ষাকারিণীদের বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ভাসিলি চুইকোভের উচ্চারিত কথাগুলো। তখন ভাসিলি চুইকোভ ছিলেন

জেনারেল। স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে ৬২তম সৈন্য বাহিনীটি লড়ছিল তাঁরই অধীনে। তিনি বলেন: 'এই জায়গায় আর্টিলারি আর মর্টারের গুলি এসে পড়বে, বিমান থেকে অসংখ্য বোমা নিক্ষেপিত হবে, শত্রুরা এই জায়গাটি ঘিরেও ফেলতে পারে,—কিন্তু নারীরা এমনকি মৃত্যুর মুখেও বিনা আদেশে এক পা-ও পিছু হটবে না।'

...গালিনা উর্তাকিনা দরজা খুললেন। লম্বা গড়ন। চেহারা দেখে মনে হয় না খুব একটা মিশুক। গায়ে স্বহস্তে তৈরি শাদা পোশাক। কানে দুল। তাঁকে দেখে মিশ্র এক ধারণার সৃষ্টি হয়: খেলোয়াড় হিসেবে তিনি বয়স্কা, তবে নারী হিসেবে এখনও তরুণী।

— গালিনা, আপনি আমায় ইণ্টারভিউ দিতে চান নি। তবে আশা করি, এবার অন্তত একটি ইণ্টারভিউ দেবেন আমাদের অতিথির খাতিরে, ব্রিটিশ ছেলে মাইকেল টেটলির জন্য,—ম্যারিয়ন ও আমার মধ্যে আলাপের সারকথাটি বুঝিয়ে দিয়ে বললাম আমি।

ম্যারিয়ন গালিনার কাছে গেলেন:

— ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে আমার জন্ম কভেণ্ট্রি শহরে, আর কভেণ্ট্রি এবং স্তালিনগ্রাদ পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৪০ সালে জার্মান ফাশিস্টরা বিমান থেকে কভেণ্ট্রির উপর বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে। বহু লোক মারা যায়, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমি এসব কথা মায়ের কাছে শুনেছি। তখন আমার বয়েস ছিল মাত্র দু'বছর। কভেণ্ট্রির লর্ড-মেয়র একদা বলেছেন যে আমাদের শহর এবং স্তালিনগ্রাদের মধ্যে রয়েছে বিশেষ সম্পর্ক। আপনি জানেন, কভেণ্ট্রিতে আছে স্তালিনগ্রাদ স্কোয়ার...

— আর স্তালিনগ্রাদে আছে কভেণ্ট্রি স্ট্রিট, একেবারে ভোলগায় গিয়ে পড়েছে। স্তালিনগ্রাদে রক্ষিত আছে ব্রিটেনের রাজা ষষ্ঠ জর্জ কর্তৃক শহরকে উপহৃত তরবারি।

— ম্যারিয়ন,—বললাম আমি।—আমি জানতাম না যে আপনি কভেণ্ট্রি থেকে। আমার পক্ষে এ সবকিছু অপ্রত্যাশিত।

ম্যারিয়ন কিছুই বললেন না। তিনি জানলার কাছে বসে গালিনাকে জিজ্ঞেস করলেন:

— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আপনি কী হতে চেয়েছিলেন?

জবাবে গালিনা বলতে লাগলেন:

— আমার যৌবন ছিল হাসিখুশিতে ভরা, ভাবনাহীন, সচ্ছল।

যুদ্ধের আগে আমরা বাস করতাম দন তীরের রস্তভে। আমি তখন মেডিকেল ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। ইচ্ছে ছিল সার্জন হব। সাইকেল রেসিং-এ খুব আগ্রহ ছিল। ভাল স্কি-খেলোয়াড়ও ছিলাম। এক কথায়, শারীরিক দিক থেকে ছিলাম যথেষ্ট শক্তসমর্থ। জীবনে ছিলাম আশাবাদী। তাছাড়া আমার পারিবারিক জীবনও ছিল সুখের। অপূর্ব স্বামী, ছোট্ট একটি পুত্র-সন্তান...

আমার জন্য যুদ্ধ শুরু হয় এভাবে। গরমের ছুটি কাটানোর জন্য আমি চলে যাই লিথুয়ানিয়ায়, স্বামীর কাছে। তিনি ছিলেন সামরিক কর্মচারি। ১৯৪১ সালের ২২ জুন রাত ৩টা ২০ মিনিটের সময় আমাদের ছোট্ট শহরটির উপর বোমাবর্ষণ শুরু হয়। স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। কামানের গর্জনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। পড়শীরা আমায় বলল: 'যুদ্ধ...'

কম্বল দিয়ে মোড়া ছেলেটিকে হাতে নিয়ে খালি পায়ে বাড়ি থেকে ছুটে বেরলাম। এর পর মুহূর্তেই বোমাবর্ষণের ফলে বাড়িটি ভেঙে পড়ল। ব্যাপারটি ঘটল আমার চোখের সামনে। জঙ্গলে পালিয়ে গেলাম। ওখানে বোমাবর্ষণের সময় ভীতসন্ত্রস্ত এক তরুণী মহিলার প্রসব বেদনা শুরু হয়। আমাকেই পোয়াতী খালাস করতে হল। ছেলে জন্মাল। প্রসূতি নবজাতককে নিয়ে আমাদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। আর ওই পথের উপর পড়ছিল বোমা...

আমি রস্তভে ফিরলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক দপ্তরে গেলাম। আমাকে নিযুক্ত করা হল নার্স ট্রেনিং কোর্সের পরিচালিকা। যুদ্ধে লড়তে যায় আমার পুরো পরিবার। স্বামী ফ্রন্টে, বাবা স্বেচ্ছা-সৈনিকদলে। ১৭ বছর বয়সী বোন হল সিগন্যালার। ভাইয়ের বয়েস ছিল মাত্র ১৪ বছর। নিজের বয়েসের সঙ্গে আরও দু'বছর 'যোগ ক'রে দিয়ে' বাপ এবং বোনের মতো সেও স্বেচ্ছায় যুদ্ধে চলে যায়।

— আপনি স্তালিনগ্রাদে এলেন কী করে?—জানতে চান ম্যারিয়ন।—অনেক নারী কি ওখানে লড়েছে?

— আমি সামরিক কর্মী হই। নার্স হিসেবে কাজ করি হাসপাতালে। তারপর বিমান রেজিমেণ্টে চলে যাই। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে খবর পেলাম—স্বামী নিখোঁজ। আমায় ফ্রণ্টে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম। পাঠানো হল স্তালিনগ্রাদে।

আপনি জানেন যে শত্রুর বিরুদ্ধে সামূহিক বিজয়ে স্তালিনগ্রাদ

লড়াইয়ের অবদান অপরিসীম। ভোলগা ও দন নদীর মধ্যাঞ্চলে ফাশিস্ট জার্মানি মোতায়েন করে পঞ্চাশটি ডিভিশন। ভোলগা তীরে লড়াই চলে পুরো ছ'মাস। সে ছিল প্রচণ্ড লড়াই। দেশের কত বীর সন্তান যে তাতে প্রাণ দেয় তার কোন হিসাব নেই।

স্তালিনগ্রাদের জন্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে এমন সব বিমানধ্বংসী বাহিনী, বৈমানিকদের রেজিমেণ্ট আর সিগন্যাল কোর যা গঠিত হয় কেবল মেয়েদের নিয়ে। লড়াই যখন শহরের সীমানায় চলে আসে, দেশপ্রেমিকারা লড়ে ট্র্যাক্টর আর লোহা কারখানার কাছে, মামায়েভ টিলায়, রাস্তায় রাস্তায়।

স্তালিনগ্রাদের জন্য লড়াই শুরু হওয়ার আগে শহরের ৭৫ হাজার মেয়ে মিলিটারি-মেডিকেল ট্রেনিং পায়। যখন কঠোর লড়াই আরম্ভ হয়, স্তালিনগ্রাদের হাসপাতালগুলোতে শত শত স্বেচ্ছাসেবিকা আর নার্স আহতদের সেবাশুশ্রূষা করে। একশোটি অবধি নারী স্যানিটারি গ্রুপ আহত লোকবাহী ট্রেনগুলো খালাস করত।

সমস্ত ধরনের অস্ত্র থেকে নিরবচ্ছিন্ন গুলিবর্ষণের মধ্যে ডাক্তার আর নার্সরা প্রতি রাত্রে তিন হাজার আহত লোককে ভোলগা পার ক'রে বাঁ তীরে পাঠাত।

স্তালিনগ্রাদে আমার 'সংগ্রামী হাতেখড়ি' হয়। মনে আছে, কীভাবে আমরা লড়ি ভোলগার ডান তীরের সংকীর্ণ একটুকরো জমির জন্য। যোদ্ধারা বলত: 'ভোলগার পেছনে আমাদের জন্যে মাটি নেই!' প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে আমরা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা দিই, তাদের টেনে বার করি বিধ্বস্ত সুড়ঙ্গ-ঘর আর ভূগর্ভস্থ আশ্রয় স্থল থেকে, পাঠাই দেশের অভ্যন্তর ভাগে।

১৯৪৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। ওই দিনটিতে স্তালিনগ্রাদে অবরুদ্ধ জার্মান সৈন্যদের উচ্ছেদ কার্য শেষ হচ্ছিল। আহত যোদ্ধাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় আমিও গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়ি। শরীরের এগারোটি জায়গায় জখম হয়। আমায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় ভোলগার অপর তীরে এক হাসপাতালে...

— আর তারপর কীভাবে আপনার জীবন চলে?—আমার সাহায্য ছাড়াই ভাঙাচোরা রুশ ভাষায় প্রশ্ন করেন ম্যারিয়ন।

— চারটি বছর শয্যাশায়ী ছিলাম। হাসপাতালের শাদা ছাদই ছিল আমার 'আকাশ'। ডাক্তাররা বললেন: 'আপনি চলতে পারবেন, তবে

সারা জীবন খুব কুঁজো হয়েই হাঁটতে হবে—আপনার মেরুদণ্ডটি সম্পূর্ণ বিকল...'

আমি নিজের সমস্ত মনোবল একত্র ক'রে শরীরচর্চা করতে লাগলাম, চলার চেষ্টা করলাম। বিছানা থেকে উঠে হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু দশ বছর পর আবার শয্যাশায়ী হলাম। মাথার ভেতরের পুরনো জখম ফের জানান দিল। ডাক্তাররা আমায় পড়তে, লিখতে, ফিল্ম দেখতে এবং অবশ্যই কাজ করতে বারণ করলেন। কেবল একটি ব্যাপারে তাঁদের কোন আপত্তি ছিল না,—তা হল বোনার কাজ।

আমি নিটিং কোর্সে শিক্ষকতা করতে লাগলাম। ফের বিয়ে করলাম। এখন আমি বিভিন্ন পেশার নারীদের—নার্স আর ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার আর স্থপতিদের বোনার কাজ শেখাই। আমার হাতের এই কাঁটা আর সুতো দিয়ে আমি কেবল কাজই করি না, জীবনকেও উপলব্ধি করতে পারি।

স্তালিনগ্রাদ লড়াইয়ের পর অতিবাহিত হয় প্রায় চল্লিশটি বছর। এবং প্রতি বছর কয়েক মাস আমি কাটাই হাসপাতালে। যুদ্ধ আমায় চিররোগী করে রেখেছে। তবে আমি সোজা হয়ে চলতে শিখেছি...

গালিনা কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তারপর লেখার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটি শিশুর একখানি ফোটো এনে ম্যারিয়নকে দেখতে দিলেন:

-- এটা হচ্ছে বারো বছরের মেয়ে তানিয়া সাভিচেভার ফোটো। সে লেনিনগ্রাদে থাকত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৯০০ দিন ফাশিস্টরা শহরটি অবরোধ করে রাখে। আজ লেনিনগ্রাদ ২০টিরও বেশি বিদেশী শহরের সঙ্গে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। তার মধ্যে আছে ড্রেসডেন, ম্যাঞ্চেস্টার, মিলান, গ্দানস্ক ইত্যাদি। কিন্তু সে হচ্ছে আজ। আর তখন, ১৯৪১ সালে, জার্মানদের নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণ আর গুলিবর্ষণের মধ্যে সাভিচেভদের পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, অনাহারক্লিষ্ট তানিয়া তার ডায়েরিতে লিখে যায় তার আপনজনের—বড় বোন, দিদিমা, ভাই, মা আর দুই কাকার মৃত্যুর তারিখগুলো। এই তো তার হাতে লেখা রয়েছে: 'জেনিয়া মারা গেল ১৯৪১ সনের ২৮ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের সময়,' 'দিদিমা মারা গেলেন ১৯৪২ সনের ২৫ জানুয়ারি বিকেল তিনটায়,' 'লিওশা মারা গেল ১৯৪২ সনের ১৭ মার্চ ভোর ৫টায়,' 'মা মারা গেলেন ১৯৪২ সনের ১৩ মে সকাল ৭টা ৩০

মিনিটের সময়।' আর এই হচ্ছে শেষ লেখাটি: 'সাভিচেভরা মৃত। সবাই মারা গেল। বেঁচে আছে কেবল এক তানিয়া।' কিন্তু তানিয়াও আর বেশি দিন বাঁচল না। তাকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না। এরূপই হচ্ছে সাভিচেভদের পরিবারের মর্মন্তুদ কাহিনী। এরূপই হচ্ছে ক্ষুধা আর অনাহারে শুকিয়ে মরা ছয় লক্ষাধিক লেনিনগ্রাদবাসীর মর্মন্তুদ কাহিনী।

অথচ পশ্চিম আজ বলে যে আমরাই নাকি 'সামরিক হুমকি' দিচ্ছি। তারা আমাদের সেই সব জখমের কথা ভুলে গেছে যা আজও শুকায় নি। আপনাকে আমি আঘাত দিতে চাই না, মিসেস জেকসন, কিন্তু বলতে বাধ্য যে আজ ব্রিটেনে হেরমান হেরিঙের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে ব্যবসা চলছে, হিটলারী ফ্যাশনের বাদামী পোশাকপরিচ্ছদ আর 'তৃতীয় রাইখের' খাঁটি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেচাকেনা চলছে। শোনা যাচ্ছে ক্রেতারও অভাব নেই। তা এটাই প্রমাণ করে যে তরুণরা তাদের 'বীরত্ব' প্রদর্শন করতে চায়। আর ব্রিটিশ ফাশিস্টদের তো এমনকি নিজস্ব ফুয়েররও আছে—জন টিন্ডল্... এ সবকিছু শুনলে আমার চেঁচাতে ইচ্ছে করে: 'হে মানুষ, থামো, স্তালিনগ্রাদের কথা, লেনিনগ্রাদের কথা একটি বার স্মরণ কোরো...

'আমরা মরতে চাই নি, আমরা মারতে চাই নি...'

— গালিনা উতকিনা ছিলেন নার্স, তিনি একটি বারও গুলি ছুঁড়েন নি। তবে ম্যারিয়ন, আজ সন্ধ্যায় আমি এমন এক মহিলার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব যিনি স্বহস্তে প্রতিহিংসার দানব রূপে শত্রুদের হত্যা করেছেন। 'রহস্যময় রুশ চরিত্রের' এই দিকটির সঙ্গে পরিচিত হতে নিশ্চয়ই আপনার আগ্রহ আছে। তদুপরি, নাদেজ্‌দা পপোভা—আজ সন্ধ্যায় আমরা তাঁর কাছেই যাব—যখন নটিংহ্যামে গিয়েছিলেন, একজন তরুণী ব্রিটিশ সাংবাদিকা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন: 'আচ্ছা ম্যাডাম পপোভা, যুদ্ধে তো আপনি রক্তপাত দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, নিজে লোক মেরেছেন, এই শান্তির সময়ে আপনার একঘেয়ে লাগে না?'

...আমরা পপোভার ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং বেলটি টিপলাম। নাদেজদা পপোভা নিজেই দরজা খুললেন। তাঁর মাথার চুলগুলো বাদামী, চোখদুটি

আকাশের মতো নীল। তিনি প্রাণোচ্ছল মহিলা, কেবল স্ফীত মুখ আর ফ্যাকাশে চেহারা দেখে বোঝা গেল তিনি অসুস্থ, তিনিও হাসপাতালের রোগী ঘরের সঙ্গে পরিচিত।

...চা খেতে বসলাম। নাদেজদা পপোভার পাশে আরও একজন লোক বসে ছিলেন — বিমান বাহিনীর লেফটেনেন্ট-জেনারেল সেমিওন খার্লামভ। ম্যারিয়নের অনুরোধে আমি আলাপ আরম্ভ করি।

— প্রথম বার আপনি কবে বিমান নিয়ে আকাশে উঠেন? — আমি জিজ্ঞেস করি গৃহকর্ত্রীকে।

— স্কুলে থাকতেই আমি ফ্লাইং ক্লাবে ভর্তি হই, প্যারাশুটে ক'রে বিমান থেকে ঝাঁপ দিই। পরে হলাম খেলোয়াড়-বৈমানিক, কাজ করি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে। সে ১৯৪০ সনের কথা, তখন আমি দনেৎস্কে। ফাশিস্টরা যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে আমার বয়েস ছিল উনিশ বছর। স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে ফ্রন্টে চলে যাই, হলাম মিলিটারি পাইলট। আমরা মরতে চাই নি, আমরা মারতে চাই নি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে শত্রু ঢুকে পড়ে... গত কালকের স্কুলছাত্রী, কলেজ-ছাত্রী, কলকারখানার শ্রমিকারা তখন হল আমার সহসংগ্রামী — নির্ভীক বৈমানিক। আমাদের জনগণের দুর্দশাই আমাদের লড়তে বাধ্য করে।

— কবে এবং কোথায় আপনি প্রথম বার বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করেন?

— ১৯৪২ সনের মে মাসে। ফাশিস্টদের উপর আমায় বোমা ফেলতে হয় আমারই আপন দনবাস অঞ্চলে। সে হচ্ছে কয়লাঞ্চল। প্রথমে আমি ছিলাম সেকশন কমান্ডার, তারপর হই নারী বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন কমান্ডার। আমরা রাত্রিবেলা বোমাবর্ষণ করতাম। আমার সঙ্গে লড়েছে চমৎকার নারী বৈমানিকরা: কাতিয়া পেস্কারিওভা, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরদ্বয় — মাশা স্মির্নোভা, জেনিয়া জিগুলেঙ্কো...

সর্বদাই আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। লড়তে গিয়ে আমরা কত বান্ধবীকে হারিয়েছি। বোমাবর্ষণের পর ফিরে এসে তাদের জন্য কাঁদতাম এবং ফের বিমান নিয়ে লড়তে চলে যেতাম।

— আর আপনার বিমানে গোলাগুলি লেগেছিল?

— হ্যাঁ, লেগেছিল। একবার আমার উড়ন্ত বিমানে আগুন ধরে। মাটির কাছে পেঁছতেই ঝাঁপ দিই। পড়ি গম খেতে। জানি না, কীভাবে বেঁচে গেলাম। ঘটে তা ১৯৪২ সালে, রস্তভের কাছে।

...জীবন সর্বদাই মৃত্যুর চেয়ে শক্তিশালী। যুদ্ধের সময়ই আমি প্রথম প্রেমে পড়ি...

— সে কী করে ঘটল?

— আমার বিমানটি যেদিন ভূপাতিত হয়, সেদিন আমি আমার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সাহায্য করি আহত এক বৈমানিককে। তিনি জ্বলন্ত ফাইটার প্ল্যান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই বৈমানিকের নাম— সেমিওন খার্লামভ। গৃহকর্ত্রী লেফটেনেণ্ট-জেনারেল খার্লামভের দিকে তাকালেন। আর উনি তখন নীরবে স্ত্রীর গল্প শুনছিলেন।

— প্রায় সারা যুদ্ধই আমরা এক বাহিনীতে ছিলাম—বলে যান নাদেজদা পপোভা।—ককেশাস, ক্রিমিয়া, বেলোরুশিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানি—এরূপ ছিল আমাদের পথ।

— ১৯৪৫ সালের ৯ মে বিজয় দিবস আপনারা কোথায় উদ্‌যাপন করেন?

— বার্লিনে। সে হচ্ছে আমাদের বিয়েরও দিন। আমরা আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলাম—যুদ্ধ শেষ হলেই বিয়ে করব।

১৯৪৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বৈমানিকদ্বয় নাদেজদা পপোভা আর সেমিওন খার্লামভ সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত হন। একই নির্দেশে। সেই সন্ধ্যায় ম্যারিয়ন ও আমি কথা বলি দুজন বীরের সঙ্গে। নাদেজদা পপোভার সামরিক পদকগুলো যেকোন পুরুষের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারে: লেনিন অর্ডার, তিনটি লাল পতাকা অর্ডার, পিতৃভূমির যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দুটি অর্ডার... দুই বীর সব মিলিয়ে ১৫৮৪ বার বিমান নিয়ে লড়তে যান।

এখন নাদেজদা পপোভা ও সেমিওন খার্লামভ পেন্সনে আছেন। এই দুই প্রখ্যাত বৈমানিকের দিকে তাকিয়ে আমি উইনস্টন চার্চিলের সেই উক্তিটি স্মরণ না করে পারলাম না: 'সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী ছাড়া আর এমন কোন শক্তি ছিল না যা হিটলারী সামরিক যন্ত্রের শিরদাঁড়া ভাঙতে পারত...'

— এখন আমি ঠাকুর্মা,—হাসেন গৃহকর্ত্রী।—আমাদের ছোট্ট একটি নাতি আছে। আমার ছেলের জন্ম হয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু'বছর পরে। ও ইঞ্জিনিয়র, আর বৌমা—ডাক্তার।

— প্রাক্তন বৈমানিকা শান্তির সময়ে কী করছেন? — জানতে চান ম্যারিয়ন।

এবার আমি সে কথাই বলব।

নাদেজদা পপোভা হচ্ছেন প্রবীণ যোদ্ধাদের সোভিয়েত কমিটির সদস্য। এই কমিটিতে আছেন প্রাক্তন বৈমানিক, স্নাইপার, পার্টিজান আর ফাশিস্ট বন্দী শিবিরের কয়েদীরা। নাদেজদা পপোভা তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন বিশ্ব শান্তির জন্য সংগ্রামে।

তাঁকে দেখা যায় কলকারখানায়, স্কুলে, পাইওনিয়র প্রাসাদে। আমি বেতার মাধ্যমে তাঁর কণ্ঠ শুনেছি, তাঁকে দেখেছি টেলিভিশনে। নাদেজদা পপোভা প্রায়ই বিদেশে যান। ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, ইতালি, পোল্যাণ্ড গণপ্রজাতন্ত্র, হল্যাণ্ড, কিউবা প্রভৃতি দেশ তাঁর দেখা। ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর প্রশংসা ক'রে একবার তাঁকে বলেন: 'সাবাস, কম্পানিয়েরো নাদেজদা...'

বিদায় জানানোর সময় নাদেজদা পপোভা আমায় ও ম্যারিয়নকে বললেন:

— মানুষের সমস্ত দুর্দশার মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্দশা হচ্ছে যুদ্ধ। আমি খুবই আশঙ্কিত: যুদ্ধের সম্ভাবনা এখনও দূর হয় নি। অথচ আমরা, নারীরা লড়েছিলাম ইউরোপে শাশ্বত শান্তির জন্য...

হিরোশিমার ঘণ্টি

ম্যারিয়ন ও আমি দুপুরবেলা হোটেলেরই রেস্তোরাঁয় খেতে গেলাম। হঠাৎ ইরিনা ব্লখিনার সঙ্গে দেখা। এই মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয় এক বছর আগে, সোভিয়েত নারী কমিটিতে। তারপর কয়েক বার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে মাইক্রো-বায়োলজিস্টদের সিম্পোসিয়মে, সোভিয়েত পার্লামেন্টের অধিবেশনগুলোতে। ব্লখিনা হচ্ছেন গোর্কি শহরের এপিডেমিওলজি ও মাইক্রো-বায়োলজি ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা, সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমির করেসপণ্ডিং মেম্বার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি। বাদামীচুলো শান্তশিষ্ট মহিলাটির চেহারা দেখে মোটেই মনে হয় না যে তিনি বিশাল একটি ইনস্টিটিউটের পরিচালিকা। গায়ে কালো পোশাক, মুখে নম্র ক্লান্ত হাসি।

এই ধরনের উচ্চ পদস্থ সোভিয়েত নারীদের বিষয়ে মার্কিন প্রাবন্ধিক উইলিয়ম ম্যান্ডেল- ইনি ছয় বার সোভিয়েত দেশ সফর করেন এবং নিউ ইয়র্কের এনকোর প্রেস থেকে 'সোভিয়েত নারী' নামে একখানি বইও প্রকাশ করেন — লেখেন: 'আমার মনে হয়, উচ্চ পদস্থ সোভিয়েত নারীরা তাঁদের মার্কিন সমকর্মীদের চেয়ে অনেক বেশি সহৃদয় ও দয়ালু।'

...মাইক্রো-বায়োলজিস্ট ইরিনা ব্লখিনার সঙ্গে আমি ম্যারিয়ন জেকসনের আলাপ করিয়ে দিই। আমরা একসঙ্গে বসে খেলাম, একসঙ্গেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরলাম। বিদায় নিতে চাইলাম। এমন সময় ম্যারিয়ন ব্লখিনাকে কফি খেতে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তাঁর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে চান।

ইরিনা ব্লখিনার হাতে সময় ছিল। তিনি নিজের কামরায়ই আমাদের নিয়ে গেলেন।

-- মিসিস ব্লখিনা,--বলেন ম্যারিয়ন,—কী ধরনের পরিবারে আপনার জন্ম হয়?

-- আমার জন্মকর্ম চিকিৎসকের পরিবারে। আমার তরুণ বয়সের অন্যতম অম্লান স্মৃতি- শাদা স্মক পরিহিত বাবার বিরাট চেহারা, প্রসূতি সদনের রৌদ্রোজ্জ্বল করিডর। নবজাতকদের কামরা থেকে ভেসে আসত বহু কণ্ঠের সুরেলা 'উ-য়া, উ-য়া' ধ্বনি... আমি তখন মেডিকেল ইনস্টিটিউটের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। বাবা আমার দিকে ফিরে হাসিমুখে বলেন: 'একবার কানটি পেতে শোন, কী মধুর সঙ্গীত...'

-- আপনি গোর্কি শহরে কাজ করেন। শহরটি যতদূর মনে হয়, ভোলগা তীরে, তাই না? তা আপনি মস্কোয় কেন?

— তার কারণ, আমার আরও একটি স্মৃতি আছে, তাও শিশুদের সঙ্গে জড়িত। সেই দিনটির কথা মনে আছে যখন মিউজিয়মে দেখতে পাই একটি ঘণ্টি। তা পাওয়া যায় জাপানের হিরোশিমা শহরের বোমা-বিধ্বস্ত, জ্বলে যাওয়া একটি স্কুলের ভস্মস্তূপে। বহুকাল এই ঘণ্টিটি বেজে শিশুদের স্কুলে আসার আমন্ত্রণ জানায় নি... আমি ঘণ্টিটির দিকে তাকিয়ে রই, যেন শুনতে পাই এক প্রলয়ের পদধ্বনি,—পারমাণবিক যুদ্ধের সংকেত। গতকাল আমি এ বিষয়েই কথা বলেছি 'সোভিয়েত নারী' পত্রিকার সম্পাদনালয়ে। বিভিন্ন পেশার নারীরা—আইনজ্ঞা, শিক্ষিকা, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নারী যোদ্ধারা একত্র মিলিত হয়ে সমবেত কণ্ঠে

বলেন: 'নিউট্রন বোমা নিপাত যাক!' আমরা ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্টের কথা স্মরণ করি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানী শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর পারমাণবিক বোমা ফেলে। আমরা তেজস্ক্রিয়তা-জনিতে সেই জীববৈজ্ঞানিক ক্ষয়ক্ষতির কথা বলি যার দরুন এত বছর পরে আজও লোক মারা যাচ্ছে। আমরা বলি সেই শিশুদের কথা যারা তেজস্ক্রিয়তার ফলে অসুস্থ ও পঙ্গু হয়ে জন্মলাভ করছে। তারা জন্মেছে, জন্মাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও জন্মাবে। সে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

একজন চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী হিসেবে এ বিষয়ে বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি, কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজ আলোচিত হচ্ছে নিউট্রন অস্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক নরহত্যার সম্ভাবনাগুলো। নিউট্রন বোমা উৎপাদনের স্বপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে তারা বলছে যে এ বোমা বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের কোনরূপ ক্ষতি ঘটাবে না, তা কেবল জীবন্ত সমস্তকিছু -- মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি ধ্বংসের জন্য নির্মিত হবে। নিউট্রন বোমার এই সমস্ত 'সুগুণের' কথা বলতে গিয়ে তার সমর্থকরা যেন সত্য কথাটি ভুলে যায়।

-- জীববিজ্ঞানী হিসেবে আপনি কী বলতে পারেন?

- সত্যটি হচ্ছে এরূপ: নিউট্রন অস্ত্রের ব্যবহার বংশগতির উপর দীর্ঘকালীন প্রভাব ফেলবে। রক্তের ব্যাধি, শৈশব ও কৈশোর থেকে বিষাক্ত টিউমার, অকাল মৃত্যু, কানাখোঁড়া বিকৃত-মস্তিষ্ক শিশুদের জন্ম, অধোগতি... বিশ্ব বৈজ্ঞানিক কর্মী ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট এ. বুরোপ ৩১টি দেশের চার লক্ষ বিজ্ঞানীর তরফ থেকে বলেন যে মানব সংহারের এই বিভীষিকাময় অস্ত্র—নিউট্রন বোমার আবির্ভাবে বিশ্ব শান্তি বিপন্ন হবে।

তাই পৃথিবীর জাতিসমূহের স্মরণ রাখা উচিত ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি তাদের দায়িত্বের কথা। এ পৃথিবীকে তাদের রক্ষা করতে হবে পারমাণবিক প্রলয় থেকে।

ম্যারিয়ন মন দিয়ে ইরিনা ব্লখিনার কথাগুলো শুনেন। তারপর বলেন:

— কিন্তু আমাদের ইংলণ্ডে 'সোভিয়েত হুমকি' সম্পর্কে, আপনাদের দেশ যে প্রথম ধ্বংসাত্মক আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সে বিষয়ে লোকে অনেক বলাবলি করছে। অথচ প্রাচীনকালের ইতিহাসবিদ সালিউস্টিয়াস সতর্ক করে দেন: যুদ্ধ শুরু করা সহজ, কিন্তু তা শেষ

করা খুবই কঠিন... এই কথাগুলো যখন বলা হয় তখন পৃথিবী পারমাণবিক অস্ত্রের কথা জানত না...

ইরিনা ব্রুখিনা উঠে দাঁড়ালেন, কিছু যেন বলতে চাইলেন, তবে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। পরে ম্যারিয়নের দিকে ফিরলেন:

— এর জবাব আপনি পাবেন আগামীকাল। সকালবেলা দেখা করা যাক...

মাইকেল এবং ম্যারিয়নের উদ্দেশে

পরদিন সকালবেলা ইরিনা ব্রুখিনা আমাদের নিয়ে গেলেন নেমিরোভিচ-দানচেঙ্কো স্ট্রিটে। ওখানে সোভিয়েত নারী কমিটি। আজ — তাই আমাদের বলেন ব্রুখিনা — নিরস্ত্রীকরণ সপ্তাহ উপলক্ষে কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর অধিবেশন বসবে। নিরস্ত্রীকরণ সপ্তাহটি পালিত হচ্ছে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে।

...অধিবেশন কক্ষে ঢুকতেই আমি সভাপতিমণ্ডলীর মঞ্চে দেখতে পেলাম পরিচিত একটি মুখ — বিশ্বের প্রথম মহিলা মহাকাশচর, সোভিয়েত নারী কমিটির সভানেত্রী ভালেন্তিনা নিকোলায়েভা-তেরেশকোভাকে।

...অধিবেশনের শুরুতে ধ্বনিত আহ্বানটি ম্যারিয়ন অনুবাদ ছাড়াই বুঝতে পারেন: 'সময় অপেক্ষা করছে না, যুদ্ধের দিকে উন্মত্ত ধাবন এক্ষুণি থামাতে হবে।' তারপর ভাষণ দেন বিভিন্ন পেশার নারীরা। আমি তাঁদের কথাগুলো নোট করি।

বক্তৃতা মঞ্চে উঠলেন মারিনা চেচনেভা। খাটো মহিলাটি। সারা বক্ষঃদেশ জুড়ে মেডেল। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর।

— আমি প্রাক্তন বৈমানিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফাশিস্টদের হাত থেকে আমার মাতৃভূমির আকাশ রক্ষা করেছি। আজ আমি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় প্রতিদিন ১০০ কোটিরও বেশি ডলার ব্যয়িত হচ্ছে, বিভিন্ন দেশের সৈন্য বাহিনীতে কাজ করছে ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক। পেণ্টাগন নিউট্রন অস্ত্রের 'মূল অংশগুলো' উৎপাদন করতে এবং পশ্চিম ইউরোপে সে-অস্ত্র স্থাপন করতে চাইছে। এতে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার গতিই বৃদ্ধি হবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের

জন্য অস্ত্র-প্রতিযোগিতা নিবারণ ও নিরস্ত্রীকরণ হচ্ছে তার পররাষ্ট্র নীতির মুখ্য এক ধারা।

নিজেই বিচার করুন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা নিবারণের উদ্দেশ্যে, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে, সামরিক ব্যয় হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন শতাধিক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছে। সোভিয়েত দেশের সংবিধান দ্বারা যুদ্ধের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বৈধভাবে সুদৃঢ় করা হয়েছে সমাজতন্ত্রের সহজাত শান্তি নীতি। সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রধান লেওনিদ ব্রেজনেভ নিউট্রন বোমা উৎপাদন থেকে বিরত থাকার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন: 'ব্যাপারটি যাতে প্রথম বা দ্বিতীয় আঘাত অবধি না গড়ায়, পারমাণবিক যুদ্ধ যাতে মোটেই না বাধে সেই উদ্দেশ্যেই আমরা আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি... পার্টির তরফ থেকে এবং সমগ্র জনগণের তরফ থেকে আমি ঘোষণা করছি: আমাদের দেশ কখনও আগ্রাসনের পথ অনুসরণ করবে না, কখনও অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না।'

তারপর বক্তৃতা মঞ্চে উঠেন নারীদের পত্রিকা 'রাবোৎনিৎসা'র ('শ্রমিক রমণী') প্রধান সম্পাদিকা ভালেন্তিনা ভাভিলিনা। তিনি বলেন:

— আমরা সোভিয়েত নারীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের আত্মীয়স্বজনদের হারিয়ে কত দুঃখকষ্ট আর লাঞ্ছনা ভোগ করেছি। ওই যুদ্ধে প্রাণ দেয় দুই কোটিরও বেশি সোভিয়েত নাগরিক, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জাতীয় সম্পদ, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় শত শত শহর, সত্তর সহস্রাধিক গ্রাম আর বসতি।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর অনেক বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজও বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন বয়েস এবং বিভিন্ন জাতির লোকেরা আমাদের পত্রিকার সম্পাদনালয়ে হাজার হাজার চিঠি লেখে। তারা দাবি করে: 'যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করা হোক!' শান্তিতে বসবাস করতে ইচ্ছুক এই লোকেরা তাদের ছেলেমেয়ে আর নাতিনাতনীদের শান্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত করছে। তারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে নিজেদের প্রধান এক কর্তব্য বলে গণ্য করে। আমি সম্প্রতি দেশ সফর ক'রে ফিরেছি। সফরের সময় অসংখ্য নারীপুরুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তারা সবাই বলে: পৃথিবীতে যত অধিক সংখ্যক লোক নিরস্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হবে, শান্তি ততই বেশি সুদৃঢ় হবে।

পরবর্তী বক্তা—সোভিয়েত শান্তি তহবিলের সম্পাদিকা ভেরা ইভানোভা:

— ৬০-এর বছরগুলোর গোড়াতে জনগণের উদ্যোগে গঠিত হয় সামাজিক এক সংগঠন—সোভিয়েত শান্তি তহবিল। আজ এর কাজে অংশগ্রহণ করছে প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ সোভিয়েত নাগরিক। তহবিলে অর্থ আসে শ্রমিক, বিজ্ঞানী, যৌথখামারী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিবিদ, ছাত্র আর পেন্সনভোগীদের কাছ থেকে। সে অর্থ দিয়ে কী করা হয়?

সোভিয়েত শান্তি তহবিল প্রাপ্ত অর্থের মোটা একটি অংশ ব্যবহার করে শান্তির জন্য, অস্ত্র-প্রতিযোগিতা রোধকরণের জন্য, নিরস্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের উদ্যোক্তা হচ্ছে সোভিয়েত নারী কমিটি, সোভিয়েত শান্তি কমিটি, প্রবীণ যোদ্ধাদের সোভিয়েত কমিটি এবং অন্যান্য সংগঠন।

একটি উদাহরণ দিই। কুড়ি লক্ষ রুবল বরাদ্দ করা হয় হ্যানয় শহরে মাতৃত্ব আর শৈশব রক্ষা সংক্রান্ত চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণের জন্য। কেন্দ্রটির সাজসরঞ্জামের খরচাও এতে অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানেই লেখা রয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের আন্তর্জাতিক কর্তব্যের কথা—অন্যান্য দেশের জাতিসমূহের সঙ্গে মৈত্রী বিকশিত করা উচিত, শান্তি রক্ষা ও সুদৃঢ় করা উচিত।

— আর ইনি হচ্ছেন, ম্যারিয়ন, অনেক সন্তানের জননী,—ভাষণরত অন্য এক মহিলার দিকে দেখিয়ে বললাম আমি।—ল্যবের্ৎসি শহরের কৃষিযন্ত্রনির্মাণ কারখানার লেদ্‌মেশিন চালিকা — আনাস্তাসিয়া মাকার্ৎসেভা।

তাঁর কথাগুলো আমি নোট করে নিই: 'আমরা মায়েরা চাই না যে আমাদের ছেলেমেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাক। মানবজাতির ডুবোজাহাজে, সামরিক বিমানে ও নিউট্রন বোমায় কোন প্রয়োজন নেই। তাদের চাই ভাল বাসস্থান, শিশু লালনাগার, কিন্ডারগার্টেন, স্কুল, হাসপাতাল... আমাদের এরই জন্য সংগ্রাম করতে হবে।'

আরও একজন বক্তা। তিনি হলেন রসায়নশাস্ত্রে ডক্টরেট, অধ্যাপিকা তাতিয়ানা ফ্রুঞ্জে:

— আজ পৃথিবীতে যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত রয়েছে প্রায় ৫ কোটি লোক। তাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানীও আছেন যাঁরা মানবতার কথা ভুলেই যাচ্ছেন। সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। প্রশ্ন দাঁড়ায়:

মানব প্রতিভা কেন এমন সব ভাবধারা সৃষ্টি করে যার বাস্তবায়ন মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী করে তুলে। নিউট্রন বোমা—এ হচ্ছে বিশ্বজোড়া বর্বরতা, যার দরুন দুনিয়াতে জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। অথচ মানব মেধা মৃত্যুর নয়, জীবনের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। তিরিশ বছরেরও বেশিকাল আগে, ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে, শান্তি-সংগ্রামীদের প্রথম বিশ্ব মহাসভায় ফ্রেদারিক জোলিও-ক্যুরি বলেছিলেন: 'আমরা এখানে সমবেত হয়েছি যুদ্ধ-প্ররোচকদের কাছে শান্তি প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে নয়, তাদের উপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।'

পরে, পড়ে শোনানো হয় সোভিয়েত নারী কমিটির ঘোষণা-পত্র। তাতে বলা হয়: 'অস্ত্র-প্রতিযোগিতা এমন এক সংকটজনক অবস্থায় এসে পেণছেছে, যখন মানবজাতির অস্তিত্বই বিপদাপন্ন হয়েছে। আজকের দিনের সবচেয়ে বড় দাবিটি হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণ। নিরস্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রাম হচ্ছে সবার এবং প্রত্যেকের মহৎ কর্তব্য।

'পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা দূরীকরণের জন্য, মানুষের সর্বোচ্চ অধিকার—শান্তির পরিবেশে বাঁচার অধিকারটি রক্ষার জন্য সোভিয়েত নারীরা... তাদের পক্ষে সম্ভবপর সমস্তকিছু করে যেতে বদ্ধপরিকর।'

ম্যারিয়ন, এ হচ্ছে সোভিয়েত নারীর প্রতিকৃতিতে তুলির প্রথম রেখা...

'...সমগ্র বিশ্বের নারীদের পক্ষে এটা গুরুত্বপূর্ণ...'

আমরা এবার মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমের নতুন একটি আবাসিক এলাকায়। জায়গাটির নাম---তিওপ্লি স্তান। ওখানেই আমি থাকি। ওই সন্ধ্যায় আমি ম্যারিয়ন ও আমার এক বান্ধবী ইয়েলেনা ইর্মোলিয়ানোভাকে আমার বাড়িতে আসতে বলেছিলাম। ইয়েলেনা ইর্মোলিয়ানোভা---ইতিহাস বিজ্ঞানের ডক্টরেট, অধ্যাপিকা, নারী প্রশ্নের ইতিহাস সংক্রান্ত অনেকগুলো বইয়ের লেখিকা।

এর আগের দিনও ম্যারিয়ন আমার বাড়িতে এসেছিলেন। বইয়ের আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে আন্দাজের উপর ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের রচনাবলি থেকে লাল একটি খণ্ড হাতে নিলেন।

— লেনিন?—জিজ্ঞেস করেন তিনি।—সম্প্রতি আমি হার্বার্ট ওয়েল্সের 'কুয়াশাচ্ছন্ন রাশিয়া' বইটি পড়েছি। তাতে লেনিনের কথা আছে। ওয়েল্স ওঁকে 'ক্রেমলিনের স্বপ্নদর্শী' বলে অভিহিত করেছেন।

— আপনার হাতে, ম্যারিয়ন, লেনিনের রচনাবলির ২৫তম খণ্ডটি। ঠিক এই খণ্ডটিতেই আছে তাঁর 'নারী-শ্রমিকাদের প্রতি' নামক প্রবন্ধটি। ১৯২০ সাল। প্রসঙ্গত, ওই বছরই ওয়েল্স লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সেই প্রবন্ধটি। লেনিনের একটা কথা আমি আপনার জন্য অনুবাদ করে দিতে পারি। 'আইনসঙ্গত সমতার মানেই জীবনে সমতা নয়। আমাদের প্রয়োজন, নারী-শ্রমিকারা যেন কেবল আইনসঙ্গত সমতাই নয়, পুরুষ-শ্রমিকদের সঙ্গে জীবনেও সমতা অর্জন করে।'

— লেনিন নারী সমস্যা নিয়ে ভাবতেন, তিনি বৈষম্যের বিরোধিতা করতেন?

— তাঁর পঞ্চাশটিরও বেশি প্রবন্ধে আলোচিত হচ্ছে নারী সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটি। এই প্রবন্ধগুলো একত্র করলে তা নারীদের

অসমানাধিকার দূরীকরণের নির্দিষ্ট একটি কর্মসূচির আকার ধারণ করে।

-- সে কর্মসূচিটি কী? আমি তার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। কিন্তু তার জন্য সময় দরকার, নাতাশা,--একেকটি খণ্ড খুলতে হবে আর সমস্ত প্রবন্ধ অনুবাদ করতে হবে...

— না, আমরা ভিন্ন উপায় অবলম্বন করব। আমাদের সাহায্য করবেন ইয়েলেনা ইমেলিয়ানোভা।

অধ্যাপিকা ইমেলিয়ানোভার গল্পটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারের মতো শোনাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ম্যারিয়ন গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে শুনেন।

— নারীদের সমানাধিকারের সমস্যাটি হচ্ছে এক ঐতিহাসিক সমস্যা,--শুরু করেন তিনি।--এই সমস্যাটি আলোচ্যসূচি থেকে বাদ পড়বে একমাত্র তখনই, যখন পক্ক হয়ে উঠবে তা সমাধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামাজিক পূর্বশর্তগুলো, এর মানে, দূর হবে বৈষম্যের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর অন্যান্য কারণসমূহ। নারীর সমানাধিকারের জন্য কীভাবে লড়া যায় এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেনিন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেন ইউরোপে এবং প্রাক্-বৈপ্লবিক রাশিয়ায় নারীদের অবস্থা। তিনি নারীদের সমানাধিকার সম্পর্কে মার্কসবাদী ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সেই ভাবধারার আরও বিকাশ ঘটান।

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় নারীদের 'দ্বিতীয় শ্রেণীর' মানুষ বলে গণ্য করা হত। সমাজে তাদের কোন অধিকারই ছিল না। দেশের পূর্বাঞ্চলগুলোর নারীদের লেনিন সবচেয়ে অধিকারহীন, সবচেয়ে নির্যাতিত বলে অভিহিত করেন। নারীদের কেনা যেত, বেচা যেত। এক নারীর বিনিময়ে একপাল ভেড়া পাওয়া যেত। নারীরা ছিল বাড়ির দাসী।

ইমেলিয়ানোভা বইয়ের তাকের কাছে গিয়ে লেনিনের কয়েকখানি বই নিলেন।

— নারীদের সমানাধিকার অর্জন করা যায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমে, সমাজের মৌলিক রূপান্তর সাধনের মাধ্যমে। এর জন্য সর্বাগ্রে ধ্বংস করতে হয় মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ, বিকশিত করতে হয় দেশের অর্থনীতি, সম্পন্ন করতে হয়

সাংস্কৃতিক বিপ্লব। 'এর দ্বারা এবং একমাত্র এরই দ্বারা,—জোর দিয়ে বলেন লেনিন,--উদ্‌ঘাটিত হয় নারীর পূর্ণ ও প্রকৃত মুক্তির পথ...'

সেই সঙ্গে লেনিন মেহনতী নারীদের মধ্যে দেখতে পান বৃহৎ এক সামাজিক শক্তি যার যথোপযুক্ত ব্যবহার ব্যতিরেকে বিপ্লবের মূল সমস্যাবলি সমাধান করা অসম্ভব। তিনি বলেছেন: 'সমস্ত মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করা গেছে যেকোন বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে নারীরা সেই বিপ্লবে কতটা অংশগ্রহণ করছে তার উপর।'

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর প্রথম মাসগুলোতেই নারীদের অসমতা সমর্থনকারী সমস্ত আইন বাতিল করে দেওয়া হয়। তাদের রাজনৈতিক সমানাধিকার ঘোষিত হয় ১৯১৮ সালের প্রথম সোভিয়েত সংবিধানে। ১৯১৭-১৯১৮ সালে গৃহীত অনেকগুলো আইনের বলে সোভিয়েত রাষ্ট্র শ্রমাধিকারের ক্ষেত্রে, নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে, বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত অধিকারের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমস্ত পার্থক্যের বিলোপ ঘটায়, নারীদের শ্রম রক্ষা, মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষার ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সমান শ্রমের জন্য সমান মজুরী নির্ধারণ করে।

নারীদের অবস্থার সঙ্গে জড়িত প্রথম বৈধ দলিলগুলোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন লেখেন: 'অন্যান্য সমস্ত সবচেয়ে অগ্রণী দেশের চেয়ে সোভিয়েত ক্ষমতা এই দিয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে যে সে তার আইনগুলোতে নারীদের অসমানাধিকারের সামান্যতম ইঙ্গিতও রাখে নি। ...পুরুষের অবস্থার সঙ্গে নারীর অবস্থার সমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর সমস্তকিছুই আমরা করেছি, এবং এ জন্য আমরা সঙ্গত কারণে গর্ববোধ করতে পারি।'

তবে লেনিন মনে করতেন যে নারীদের পূর্ণ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল বিধানিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়। তাঁর সমস্ত রচনায় নতুন সমাজ নির্মাণের কাজে নারীদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। লেনিন লেখেন: '...সমাজতান্ত্রিক সমাজের খোদ নির্মাণকার্য শুরু হবে একমাত্র তখনই, যখন আমরা নারীর জন্য পূর্ণ সমতা অর্জন ক'রে নারীরই সঙ্গে নতুন কাজে হাত দেব...'

এর জন্য প্রয়োজন ছিল নারীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, তাদের নতুন

আইনকানুন ব্যবহার করতে শিক্ষাদান, উৎপাদনী অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিকরণ এবং বিদ্যমান সমস্ত কুসংস্কারের বিলোপ সাধন।

লেনিন মনে করতেন যে নারীদের বাস্তব সমানাধিকারের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। তিনি বলেন যে 'নারীর পূর্ণ মুক্তির জন্য এবং পুরুষের সঙ্গে তার প্রকৃত সমতার জন্য প্রয়োজন সামাজিক অর্থনীতি, প্রয়োজন নারীরা যেন সাধারণ উৎপাদনী শ্রমে অংশগ্রহণ করে। তাহলেই নারীরা পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করবে।'

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানা এবং অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশের ভিত্তিতে নারীদের শ্রমাধিকার বাস্তবায়নের প্রকৃত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ১৯৩০ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারত্বের বিলোপ ঘটেছে, জাতীয় অর্থনীতিতে সমস্ত কর্মক্ষম মানুষের কাজ মিলেছে।

বিকশিত সমাজতন্ত্রের পরিবেশে আজ দেশে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী শ্রমের সর্বোচ্চ মান অর্জিত হয়েছে—প্রতি দ্বিতীয় কর্মীই নারী। সমস্ত কর্মক্ষম নারীর ৯৩ শতাংশই শিক্ষা লাভ করছে কিংবা কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

সামাজিক শ্রম—এ কেবল নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতারই ভিত্তি নয়। সমাজতন্ত্রের আমলে সমতা এবং সঙ্ঘবদ্ধতার গুণাবলি সমৃদ্ধ এই সামাজিক শ্রম নারীদের পেশাগত সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে, তাদের সৃজনী ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করে, নাগরিক ও রাজনৈতিক পক্বতা এনে দেয়।

নারীদের সমানাধিকারের মানে হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনায়ও তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, বিকশিত করে তুলতে হবে তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক সক্রিয়তা। রাশিয়ার সক্রিয় নারী কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন বলেন: 'আমাদের জন্য তা খুবই মূল্যবান। তা সমগ্র বিশ্বের নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তা প্রমাণ করছে তাদের সামর্থ্য, সমাজের পক্ষে তাদের কাজের বিপুল তাৎপর্য।'

রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে নারীদের অংশগ্রহণের প্রশ্নাদিতে লেনিন বিশেষ মনোযোগ প্রদান করতেন। তিনি লেখেন: 'কেবল রাজনৈতিক জীবনেই নয়, প্রাত্যহিক সমাজ সেবায়ও স্বনির্ভর অংশগ্রহণের ব্যাপারে নারীদের আকর্ষণ করতে না পারলে কেবল সমাজতন্ত্রই নয়, পূর্ণ এবং সুদৃঢ় গণতন্ত্রের বিষয়েই কোনকিছু বলা উচিত নয়।'

তবে এর মানে মোটেই এ ছিল না যে প্রাক্-বৈপ্লবিক রাশিয়ায় সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত নিরক্ষর নারী অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পর সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের হাল ধরতে পেরেছিল। 'আমরা ইউটোপীয় নই,— লেখেন লেনিন।—আমরা জানি যে যেকোন অনভিজ্ঞ শ্রমিক এবং যেকোন পাচিকাই এই এক্ষুণি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম নয়... কিন্তু আমরা... দাবি করছি, রাষ্ট্র নাকি **পরিচালনা করতে** পারে... কেবল বড়লোকেরা এই কুসংস্কারটি অনতিবিলম্বে দূর করা হোক। ...আমরা দাবি করছি, রাষ্ট্র প্রশাসনের ব্যাপারে **শিক্ষাদানের কাজ** যেন পরিচালনা করে সচেতন শ্রমিক আর সৈনিকরা, এবং সমস্ত মেহনতী, সমস্ত দরিদ্রদের যেন সত্বর এই শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে **শুরু করা হয়।**'

ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে সমাজতন্ত্র বাস্তবে কোটি কোটি নারীকে রাষ্ট্র প্রশাসনের, সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছে। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা—সর্বোচ্চ সোভিয়েতে যে-নির্বাচন হয়ে গেল তাতে শত শত নারী সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন।

এভাবেই বাস্তবে পরিণত হয় নারীদের মুক্তিদানের কর্মসূচিটি যার রচয়িতা ছিলেন 'ক্রেমলিনের স্বপ্নাদর্শী'।

— এবার, ম্যারিয়ন, আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে এরূপ স্বপ্ন দেখার সার্থকতা রয়েছে...

নিজের জীবনে পরীক্ষিত আইন

— আসুন ম্যারিয়ন, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন আমার সহকর্মী—সাংবাদিক ভালেরি তেলেগিন।

— ম্যারিয়ন জেকসন।

— আমি আপনায় বলে রাখি, আমার সহকর্মীকে আমাদের সম্পাদনালয়ে 'সুদর্শন তেলেগিন' বলে অভিহিত করা হয়। বহু বছর আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করছি। গতকাল দুপুরবেলা আমরা একসঙ্গে খাচ্ছিলাম। তখনই আমি ভালেরিকে বললাম, নতুন সোভিয়েত সংবিধান সম্পর্কে আপনি আমায় কত শত প্রশ্ন করেছেন। ভালেরি বললেন, ব্রিটিশ অতিথির সত্যিই এ বিষয়ে আগ্রহ থাকলে তিনি ওই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। সোভিয়েত গণতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নাদির উত্তর দিতে তেলেগিন সর্বদা প্রস্তুত,—এ হচ্ছে তাঁর প্রিয় ক্ষেত্র...

— আমরা তাহলে শুরু করতে পারি? খুব একটা তাড়াহুড়ো করছি না তো?—জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— মোটেই না,—হেসে বলেন তেলেগিন। তাঁর একটি সহজাত গুণ ছিল: তিনি যেকোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে সহজেই কথা বলতে পারেন, যেন তাকে চেনেন বহুকাল।

ম্যারিয়ন তাঁর দিকে মুখ ক'রে বসলেন।

— সংবিধান গৃহীত হয় সুদীর্ঘ কালের জন্য,—শুরু করেন ম্যারিয়ন।—কিন্তু আপনাদের দেশে সোভিয়েত শাসনের মাত্র ৬০ বছরে গৃহীত হয়েছে চারটি সংবিধান। শেষটি, যদি ভুল না ক'রে থাকি, ১৯৭৭ সালে।

— অক্টোবর মাসে,—যোগ করেন তেলেগিন।

— এত ঘন ঘন সংবিধান গ্রহণের কারণটি কী?

— নতুন সংবিধানটি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে চতুর্থ সংবিধান। আমাদের প্রতিটি সংবিধান সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিকাশের ক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে আপন আপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রথম সংবিধানটি গৃহীত হয় ১৯১৮ সালে। তা আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে অক্টোবর বিপ্লব প্রসূত রাষ্ট্রটি। সেখানে বিরাজ করে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।

দ্বিতীয় সংবিধানটি—অর্থাৎ ১৯২৪ সালে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানটি ছিল বহুজাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান যা আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্রাতৃপ্রতিম প্রজাতন্ত্রসমূহকে তাদের ইচ্ছানুসারে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ করে।

১৯৩৬ সালের সংবিধানে প্রতিফলিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে শোষক শ্রেণীসমূহের বিলোপের ঘটনাটি, তাতে ঘোষিত হয় সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়।

কিন্তু জীবন এগিয়ে যায়। ১৯৩৬ সালের সংবিধান গ্রহণের পরবর্তী চল্লিশ বছরের মধ্যে সোভিয়েত সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে, বিশ্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে শ্রেণী শক্তির বিন্যাসে গভীর পরিবর্তন ঘটে যায়। এতে দেশের নতুন সংবিধান গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

— মুখ্য পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।

— প্রথমত, তিরিশের বছরগুলোর মাঝামাঝি সময়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যে-সমস্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন তার পরিবর্তে শহরে ও গ্রামে প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত এবং পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক মালিকানার উপর স্থাপিত এক পরিপক্ক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধিকারী। তা গড়ে উঠে গত ৪০ বছর ধরে।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজজীবনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে শ্রমিক শ্রেণী। তাদের নেতৃত্বে সমস্ত শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সাধিত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে সমাজের সামাজিক সমজাতিত্ব। বিলোপ পাচ্ছে কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য, শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে শ্রম-পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য। অভিন্ন লক্ষ্য ও আদর্শের ভিত্তিতে আমাদের দেশের শতাধিক জাতি আর জাতিসত্তাকে

নিয়ে গঠিত হয়েছে মানুষের নতুন এক ঐতিহাসিক জাতিগোষ্ঠী— সোভিয়েত জনগণ।

তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজ বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। সোভিয়েত দেশ বহু আগেই নিরক্ষরতা দূর করেছে। বর্তমানে কর্মরত জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে।

চতুর্থত, ব্যাপক বিকাশ লাভ করেছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোক কোন না কোনভাবে আপন রাষ্ট্র ও সমাজের কাজকর্ম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করছে। এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে কেবল সোভিয়েতসমূহেরই কাজে অংশ নেয় ২২ লক্ষ প্রতিনিধি এবং ৩ কোটিরও বেশি স্টাফবহির্ভূত সদস্য।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের রাষ্ট্র তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন ক'রে পরিণত হয়েছে মেহনতী মানুষের সর্বজনীন রাষ্ট্রে। অর্জিত সাফল্যাদির উপর নির্ভর ক'রে সোভিয়েত রাষ্ট্র এখন কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বদলে গেছে বিশ্বের গোটা সামাজিক-রাজনৈতিক চেহারা। সমাজতন্ত্র পরিণত হয়েছে বিশ্ব ব্যবস্থায়। প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর ধ্বংসস্তূপের উপর দেখা দিয়েছে অনেক নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এর ফলে নতুন বিশ্বযুদ্ধ এড়ানোর বাস্তব সম্ভাবনা গড়ে উঠেছে, যদিও এজন্য এখনও প্রচুর প্রয়াস প্রয়োজন।

নতুন পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সমাজের সামনে উপস্থিত এই সমস্ত পরিবর্তন ও কর্তব্য নতুন সংবিধানে স্থান লাভ করেছে।

— নতুন সংবিধানটির খসড়া কে প্রস্তুত করেছে?—জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেছে বিশেষ এক কমিশন যার নেতৃত্ব দেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লেওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ। এই খসড়ায় সাধারণীকৃত হয়েছে সোভিয়েত ইতিহাসের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা এবং তা (অর্থাৎ খসড়াটি।—অনু.) সেই অভিজ্ঞতাকে নতুন সারে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। নতুন সংবিধানের খসড়া আধুনিক যুগের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে।

বুনিয়াদী আইনের খসড়ায় প্রধান নতুনত্বটি কিসে? এই প্রশ্নটির

উত্তর দেন লেওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ,—১৯১৯ সালের ২৪ মে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে। তিনি বলেন: 'খসড়ার নতুনত্বটির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ ও গভীরতা সাধন।'

— আইনের দিক থেকে সংবিধান গ্রহণের কাজটি কীভাবে সম্পন্ন হয়?

— ১৯১৯ সালের ৪ জুন সংবিধানের খসড়াটি প্রকাশিত হয় সর্বজনীন আলোচনার জন্য, এবং কেবল এর পরই, সমস্ত সংশোধন ও মতামত বিবেচনা ক'রে দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন সংস্থা—সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত তা অনুমোদন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বুনিয়াদী আইনে আরও বিকাশ লাভ করেছে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থা—সোভিয়েতসমূহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপের গণতান্ত্রিক নীতি, নির্ধারিত হয়েছে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ সুদৃঢ়করণের উপায়। সামাজিক সংগঠন এবং মেহনতী মানুষের কর্মিদলসমূহ দেশের জীবনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সংবিধানে তারও ব্যাপক প্রতিফলন ঘটে।

১৯৩৬ সালের সংবিধানে সোভিয়েত মানুষের অধিকার সম্পর্কিত যে-সমস্ত ধারা ছিল তা অনেক সমৃদ্ধ করা হয়েছে, সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে সমাজের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব। সমানাধিকারের সাধারণ নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাসমূহ বিকশিত ও প্রসারিত করা হয়েছে। এই সমস্ত অধিকারের মধ্যে আছে: শ্রমের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার ইত্যাদি। পূর্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা, এবং একই সঙ্গে কোনরূপ হামলা অথবা আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি থেকে এই সমস্ত অধিকার রক্ষার বিষয়ে বৈধ ও অন্যান্য নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছে।

'সামাজিক বিকাশ এবং সংস্কৃতি' নামক আলাদা একটি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ সাধন, জনগণের শ্রম আর জীবনের পরিবেশের উৎকর্ষ সাধন হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আর সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় রাষ্ট্রীয় গঠনের কথা বলতে গেলে এটা উল্লেখ করতে হয় যে সংবিধানে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ফেডারেটিভ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করা হয়েছে।

কার্যক্ষেত্রে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি কাল ধরে এরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেমন সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের তেমনি তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে, দেশের সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ আর মিলন ঘটাচ্ছে।

সবশেষে, এই সর্বপ্রথম সোভিয়েত সংবিধানে 'পররাষ্ট্র নীতি' নামক বিশেষ একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধারাবাহিকভাবে শান্তির নীতি অনুসরণ করছে, জাতিসমূহের নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণের জন্য, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির রক্ষা' নামক ভিন্ন একটি পরিচ্ছেদও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই প্রথম।

এ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন বুনিয়াদী আইনের কয়েকটি মাত্র ধারা। তা থেকে আমাদের সংবিধান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা মেলে।

নতুন বুনিয়াদী আইন হচ্ছে সোভিয়েত আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য এক ভিত্তিস্বরূপ। পরে অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের সংবিধানগুলো প্রণয়নে ও অনুমোদনে তা বিশেষ সাহায্য করেছে। নতুন বুনিয়াদী আইন হচ্ছে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিধি-সংহিতার মূল ভিত্তি।

— আমি একটি ব্যাপার বুঝতে পারলাম না, — বলেন ম্যারিয়ন। — সবাই জানে যে প্রত্যেকটি দেশের থাকে কেবল একটিমাত্র সংবিধান। আর আপনি বললেন, আপনাদের দেশে একাধিক সংবিধান গৃহীত হয়েছে। ১৯১৯ সালে বুনিয়াদী আইন অনুমোদনের অনতিকাল পরেই তা ঘটেছে। কিছুই বুঝি না... আপনাদের এখানে কতটা সংবিধান?

— এক রাষ্ট্রে ৩৬টি সংবিধান।

— ৩৬টি কেন?

— সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত ফেডারেটিভ পদ্ধতিতে। তাতে রয়েছে ১৫টি অঙ্গ এবং ২০টি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র। এবং সমস্ত প্রজাতন্ত্রের আছে নিজস্ব সংবিধান।

— আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান সংবিধানের সঙ্গে কোন একটি অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রের — যেমন উজবেকিস্তানের সংবিধানের তুলনা করতে চাই।

ভালেরি তেলেগিন টেবিলের ড্রয়ার খুলে প্রথমে বার করলেন ছোট্ট

একখানি বই, আর তারপর 'প্রাভদা ভস্তকা' ('প্রাচ্যের সত্য') নামক সংবাদপত্র। সংবাদপত্রটি দেখিয়ে বললেন:

— এতে ছাপা হয়েছে উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংবিধান। আর এটা হচ্ছে দেশের বুনিয়াদী আইন। বুনিয়াদী আইন এবং ১৫টি অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রের সংবিধানগুলোর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। সোভিয়েত সমাজের এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠনই হচ্ছে এর কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবিধানগুলোতে যথেষ্ট প্রভেদও রয়েছে। অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রসমূহের সংবিধানে যথাসম্ভব পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তাদের স্থান, তাদের জাতীয় ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের কর্ম পদ্ধতি। তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে দেশের বুনিয়াদী আইনের চেয়ে উজবেকিস্তানের সংবিধানে অধিক সংখ্যক ধারা রয়েছে।

— আর নারী সম্পর্কিত ধারাগুলোতে কোন পার্থক্য আছে কি? — সজীব হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন। — যেমন, রুশ আর উজবেক নারীদের কথাই ধরুন।

— এ ব্যাপারে নাতাশাই আমার চেয়ে ভাল বলবেন, — হাসেন ভালেরি। — তাঁকেই বলতে দিন।

— সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের নারীর সমানাধিকার সম্পর্কিত ৩৫ ধারার সঙ্গে উজবেকিস্তানের বুনিয়াদী আইনের ৩৩ ধারার তুলনা করলে মিল এবং কিছু পার্থক্য উভয়ই লক্ষ্য করা যাবে। মিলটি হচ্ছে এই যে উক্ত ধারাগুলোতে নারী এবং পুরুষের সমানাধিকারের উল্লেখ রয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে যে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, শ্রমের ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ব্যাপারে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

তবে উজবেকিস্তানের সংবিধানে অতিরিক্ত একটা ধারা রয়েছে: 'শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এবং পরিবারে নারীদের সমানাধিকারের নীতি লঙ্ঘন আইনত দণ্ডনীয়।'

— এই ধারাটির মানে কী?

— আমি বহুবার উজবেকিস্তানে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রবীণ লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। একবার আমি আমাদের শতাব্দীর

সমবয়সী এক উজবেক মহিলার সঙ্গে আলাপ করি। তাঁর নাম—সাদাপ্‌খন। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, সংবিধানের এই ধারাটি সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন। সাদাপ্‌খন মন দিয়ে আমার কথা শুনে বলেন:

— এখানে আমার অতীতের কথা মনে পড়ে। তুমিই ভেবে দ্যাখো: তেরো বছর বয়সে জোর ক'রে আমার বিয়ে দেওয়া হয়, আর স্বামীর ঘরে আমি ছিলাম চতুর্থ স্ত্রী। আমি লেখাপড়া জানতাম না, সব সময় চার দেয়ালের মধ্যে থাকতাম, পদে পদে আমায় অপমান আর লাঞ্ছনা সইতে হত, আমায় মানুষ নয় জিনিস ভাবা হত। যখন সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম হয়, তখন আমার বয়েস ছিল সতেরো বছর, কিন্তু কেবল সাতাশ বছর বয়সে আমি বোরখা ছুঁড়ে ফেলি। তারপর অপ্রিয় স্বামীটিকে ছেড়ে লেখাপড়া করতে আরম্ভ করি। লোকে আমায় নিয়ে হাসাহাসি করত। তুমি তো জানোই কুসংস্কার কী মারাত্মক জিনিস। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা আমায় নিজের পছন্দমতো বিয়ে করতে বাধা দিতে পারে নি। আমার ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত। তাদের মধ্যে আছে আমার মেয়ে মেলিখন। ওর সম্পূর্ণ ভিন্ন অদৃষ্ট: ও ইতিহাস বিজ্ঞানের ডক্টরেট, উজবেক বিজ্ঞান আকাদমির ইতিহাসবিদ্যা ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর। সংবিধানের এই নারী সংক্রান্ত ধারাটি আমার মেলিখনকে, সমস্ত উজবেক নারীকে অতীতের অবিচার থেকে রক্ষা করছে। সে অতীতকে আমি ভুলে যাই নি...

আমি নোটবইটি খুললাম।

— আর এই শুনুন, কী বলেছেন উজবেকিস্তানের আইন মন্ত্রী মাম্‌লাকাৎ ভাসিকভা:

— সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম বছরগুলোতেই মধ্য এশিয়ায় পণপ্রথা ও বহুদার প্রথার বিরুদ্ধে, মেয়েদের বাধ্যতামূলক বিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিবাহের বয়েস বৃদ্ধির বিষয়ে (তরুণীদের জন্য ১৬ বছর, আর তরুণদের জন্য—১৮) বিভিন্ন ডিক্রি (আইন) জারি করা হয়। এই সমস্ত আইন ভঙ্গ করা ছিল ফৌজদারী অপরাধের সমান এবং দোষী ব্যক্তি কঠোর দণ্ড ভোগ করত। সোভিয়েত ক্ষমতা একেবারে শুরু থেকেই নারীদের সমানাধিকার দান করে। ১৯২৭ সালে গৃহীত হয় উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রথম সংবিধান এবং তা জাতীয় ভিত্তিতে এই সমানাধিকারকে সুদৃঢ় করে।

১৯৩৭ সালে গৃহীত হয় উজবেকিস্তানের অন্য একটি সংবিধান। তা

শ্রম ও মজুরির ক্ষেত্রে, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, সামাজিক বীমা এবং বিশ্রামের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করে।

একই সঙ্গে এরূপ একটা ধারাও যুক্ত করা হয়: 'নারীদের প্রকৃত মুক্তিলাভ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দান (অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, পণগ্রহণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে, কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে, রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে মেয়েদের অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া) আইনত দণ্ডনীয়।'

উজবেকিস্তানের ১৯৩৭ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে প্রস্তুত হয় উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্রম বিষয়ক বিধি (তাতে পুরো একটি অধ্যায় জুড়ে নারীদের শ্রমরক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে), উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত বিধি। এই বিধিতে বলা হয়েছে যে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে পুরুষ ও নারীর স্বেচ্ছামূলক বৈবাহিক মিলনের ভিত্তিতে, এবং দাম্পত্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনে সমান অধিকার (ব্যক্তিগত ও সম্পত্তি বিষয়ক অধিকারও তার অন্তর্গত) উপভোগ করবে।

প্রজাতন্ত্রের নতুন বুনিয়াদী আইনে — যাতে প্রতিফলিত হয়েছে বিকশিত সমাজতন্ত্রের সাফল্যাদি---এই সমস্ত ধারা সাংবিধানিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সংবিধানের ৩৩ ধারায় এবার জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ ও সম্ভাবনার বিষয়ে বলা হচ্ছে।

— এ হচ্ছে আইনে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে? বাস্তব জীবনে উজবেক নারীরা কি সমানাধিকার উপভোগ করে?

— আজ উজবেকিস্তানের জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার ৪২ শতাংশই হচ্ছে নারী। প্রজাতন্ত্রে প্রত্যেক দ্বিতীয় শিক্ষক, প্রত্যেক তৃতীয় ইঞ্জিনিয়র—নারী, বৈজ্ঞানিক কর্মীদের মধ্যে ১২ হাজার নারী, অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক দ্বিতীয় জনই নারী। প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে আছেন ১৫১ জন মহিলা প্রতিনিধি।

— তাহলে ওই অতিরিক্ত ধারাটি কিসের জন্য?

— অতীতের অনেক কুসংস্কার এখনও জানান দেয়। সেই জন্যই উজবেকিস্তানের সংবিধানের ৩৩ ধারায় অতিরিক্ত একটা দফা যেন 'রক্ষা পত্রের' কাজ করে। তা নারীর সমানাধিকারের সামান্যতম লঙ্ঘনও ঘটতে দেয় না। এবার সবকিছু বুঝলেন তো ম্যারিয়ন?

— আরও একটি প্রশ্ন, নাতাশা। আপনার সহকর্মী চারটি সোভিয়েত সংবিধানের বিষয়ে স্মরণ করতে গিয়ে বলেন যে প্রতিটি সংবিধান হচ্ছে গণতন্ত্র বিকাশের পথে নতুন এক ধাপ। নারীদের ক্ষেত্রে কি সে কথা বলা যায়? সোভিয়েত শাসনের সমস্ত পর্যায়ে তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো বদলেছে কি? যদি বদলে থাকে, তাহলে কীভাবে? আমি বড্ড বেশি কৌতূহলী, তাই না?

— মোটেই না। তবে আপনার এ প্রশ্নের ভাল উত্তর দিতে পারবেন রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদের সহ-সভাপতি লিদিয়া লিকোভা।

...আমরা লিকোভার অফিস ঘরে। বর্তমানে দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে আসীন এই মহিলাটির জন্ম হয় বিপ্লবের আগে, এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। ১৯৩২ সালে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। তাঁর চোখের সামনেই দেশে কত পরিবর্তন ঘটে, বদলে যায় নারীর প্রতি সম্পর্ক, খোদ নারীদের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। শিক্ষিকা লিকোভা অর্থশাস্ত্রের পি-এইচ. ডি। বহু বছর তিনি দেশের সর্ববৃহৎ প্রজাতন্ত্র — রাশিয়া ফেডারেশনের সামাজিক ভরণপোষণ বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদের সহ-সভাপতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি।

...লিদিয়া লিকোভা আমাদের দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, এবং অভ্যর্থনা জানাতে একটু এগিয়ে এলেন। বেঁটে চেহারা, চোখগুলো কালো। তাঁর সঙ্গে আমার বহু বছরের পরিচয় আছে। তাঁর প্রধান তিনটি গুণ হচ্ছে — বুদ্ধি, উদ্যম ও প্রাণোচ্ছলতা।

লিকোভা আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সেই জন্যই টেবিল থেকে ছোট্ট একখানি বই নিয়ে আমাদের দেখালেন। সে এখন এক বিরল বই, তার পাতাগুলো হলদেটে হয়ে গেছে। ওটা — ১৯১৮ সালে গৃহীত প্রথম সোভিয়েত সংবিধান।

— তাহলে আসুন, — বলেন লিকোভা, — নতুন সংবিধানের সঙ্গে এর

তুলনা করে দেখা যাক। তুলনা করা কঠিনই হবে, কেননা আমাদের জীবন এবং আমাদের আইনকানুন অনেক বদলে গেছে। তবে আসল কথাটি হচ্ছে এই যে ১৯৭৭ সালের বুনিয়াদী আইনে রক্ষিত ও বিকশিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সংবিধানেরই বৈশিষ্ট্যসমূহ। আমরা যেকোন ধারাই নিই না কেন, দেখতে পাব যে তার উৎস হচ্ছে প্রথম সোভিয়েত আইনগুলো। অনেক ধারাতেই 'নারী' কথাটি নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সমস্ত ধারা নারীদের অধিকার রক্ষা করে। যেমন ধরুন ১৯১৮ সালের সংবিধানের একটা ধারা যাতে বলা হয়েছে 'শ্রমিক ও দরিদ্রতম কৃষকদের পূর্ণ, সর্বাঙ্গীণ এবং অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হবে'। যখন দেশের অধিকাংশ নারী নিরক্ষর ছিল তখন এই ধারাটি দেখা দেয়। আর ৬৪ ধারা 'উভয় লিঙ্গের' নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করে। তখনকার দিনে এ ছিল এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার: প্রাক্-বৈপ্লবিক রাশিয়ায় নারীদের এমনকি পাসপোর্ট পর্যন্ত ছিল না — তাদের নাম লেখা হত স্বামীর পাসপোর্টে।

এক কথায়, প্রথম সোভিয়েত সংবিধান জাতি ধর্ম লিঙ্গ নির্বিশেষে বৈধভাবে নিশ্চিত করে মানুষের সমতা... তা রাশিয়ার নারীদের প্রকৃত সমতা অর্জনের সম্ভাবনা গড়ে দেয়। আমি এই সংবিধানের প্রায় সমবয়সী, তা আমায় শিক্ষালাভের এবং কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। তা আমার সামনে ভবিষ্যতের দ্বার খুলেছে। প্রথম সোভিয়েত বুনিয়াদী আইন আমার জীবনে এরূপ প্রভাব ফেলে।

— পরবর্তীকালের সংবিধানগুলোতে, যেমন ১৯৩৬ সালে গৃহীত সংবিধানে, নারীদের অধিকার সংক্রান্ত ধারাসমূহ কীভাবে সংশোধিত ও বিকশিত হয়?

— ১৯৩৬ সালের সংবিধানে নারীর অবস্থা ও অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। ১৯৩০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারত্বের পূর্ণ বিলোপ ঘটানো হয়। আর বেকারত্বের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হত সর্বাগ্রে নারীরা। শুরু হল বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। মেয়েরাও বাদ পড়ল না। এক কথায়, কেবল কাগজেপত্রেই নয়, কার্যক্ষেত্রেও নারীদের অসমতা দূর করা হয়।

— আপনার মতে, সর্বাগ্রে কীসে প্রকাশ পায় মেয়েদের প্রতি ১৯৩৬ সালের সংবিধানের গণতান্ত্রিকতা?

— তাতে লেখা হয় যে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের নীতির

ভিত্তিতে 'পুরুষের সঙ্গে নারীকেও শ্রমের ক্ষেত্রে, মজুরির ক্ষেত্রে, বিশ্রাম, সামাজিক বীমা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেওয়া হবে, রাষ্ট্র মা ও সন্তানের স্বার্থ রক্ষা করবে, যে-সমস্ত নারী বহু সন্তানের মা এবং যে-সমস্ত সন্তানবতী নারীর স্বামী নেই তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে সহায়তা পাবে, নারীদের অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় সবেতন ছুটি দেওয়া হবে, নির্মিত হবে ব্যাপক সংখ্যক প্রসূতি সদন, শিশু লালনাগার ও কিন্ডারগার্টেন'। এভাবে সুনিশ্চিত হয় নারীদের কেবল রাজনৈতিকই নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকারও।

-- নতুন সংবিধানে ওই সমস্ত অধিকার কীরূপ বিকাশ লাভ করেছে?

-- চল্লিশ বছরে নারীদের অবস্থা অনেক বদলে গেছে। আজ জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত কর্মীদের অর্ধেকই নারী এবং তারা প্রধানত সেই সমস্ত ক্ষেত্রে খাটছে যেখানে বিশেষ বিশেষ পেশা আয়ত্ত করতে হয়। বর্তমানে সমস্ত সোভিয়েত ছাত্রদের অর্ধেকই হচ্ছে রমণীকুলের প্রতিনিধি -এ কি আমাদের সাফল্য নয়? অথবা অন্য একটি ব্যাপার লক্ষ্য করুন: উচ্চ ও মাধ্যমিক বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে ৫৯ শতাংশ হচ্ছে নারী। এখন হাজার হাজার নারী বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় পদে আসীন রয়েছে, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধিদের মধ্যে তারা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এসব ব্যাপার আমাদের কাছে আজ আর অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

নতুন সংবিধানের ৩৫ ধারায়—যেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের বিষয়ে বলা হচ্ছে—অধিকতর উচ্চ পর্যায়ে এই সমস্ত অধিকার কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সমান সুযোগদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩৬ সালের সংবিধানে তা ছিল না। 'নারীরা যাতে মাতৃত্বের সঙ্গে শ্রমের সঙ্গতি ঘটাতে পারে তেমন পরিবেশ' গড়ার বিষয়েও কোন ধারা ১৯৩৬ সালের সংবিধানে স্থান পায় নি।

নতুন সংবিধানের বহু ধারাতেই নারীর বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা সরাসরিভাবে নারীর অবস্থার সঙ্গে জড়িত। আগে যেখানে কেবল শ্রমের অধিকারের বিষয়ে বলা হত, সেখানে আজ মানুষের বৃত্তি, দক্ষতা ও শিক্ষা অনুসারে পেশা নির্বাচনের অধিকারের

কথা বলা হচ্ছে। আগে বলা হত কেবল শিক্ষালাভের অধিকারের বিষয়ে, আর এখন বলা হচ্ছে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে, পেশা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার, বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক বিকাশের বিষয়ে। পূর্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণাকারে সূত্রবদ্ধ হয়েছে সোভিয়েত দেশের নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা, ঘোষিত হয়েছে প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিকের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের অধিকার এবং এরূপ অংশগ্রহণের নির্দিষ্ট রূপেরও উল্লেখ রয়েছে।

— আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে বহুজাতিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র— রাশিয়া ফেডারেশন সরকারের সদস্য। নারীদের সমানাধিকার বিষয়ক সাংবিধানিক ধারাসমূহ যে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হচ্ছে তার প্রমাণ হিসেবে কোন তথ্য হাজির করতে পারেন কি?

— রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দশটি জাতীয় অঞ্চলে এখন কাজ করছে ৭৬ হাজার নারী। এরা সবাই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ। এখানে আমি তাদের কথা উল্লেখ করছি এই ষাট বছর আগেও যাদের বাপ-দাদার নিজস্ব কোন লিপি পর্যন্ত ছিল না। এরা হল: নেনেৎস ও দল্‌গান, এভেঙ্ক ও চুকচা, বুরিয়াৎ ও ইয়াকুৎ...

রাশিয়া ফেডারেশনের ছাত্রদের মধ্যে নারীর ভাগ গোটা দেশের চেয়ে সামান্য বেশি— ৫২ শতাংশ। রাশিয়ায় শিক্ষক ও ডাক্তারদের যথাক্রমে ৭৯ ও ৭৪ শতাংশ হচ্ছে নারীরা।

— আপনি হচ্ছেন নারীদের শ্রম ও জীবনযাত্রা এবং মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষা বিষয়ক কমিশনের সভাপতি। সম্প্রতি এ ধরনের দুটি কমিশন গঠিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের উভয় কক্ষে। তার কারণটা কী?

— এখানে সংবিধানের একটা ধারার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। তাতে নারী পুরুষের মধ্যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'নারীর শ্রম ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদি' গ্রহণের বিষয়ে, 'মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষার জন্য আইনগত নিশ্চয়তা, বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থন জোগানোর' বিষয়ে বলা হচ্ছে...

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সমস্ত কমিশনই এবং বিশেষ ক'রে শিল্প ও নির্মাণ বিষয়ক, গণ-শিক্ষা বিষয়ক, স্বাস্থ্যরক্ষা ও

সামাজিক ভরণপোষণ বিষয়ক, তরুণ সম্প্রদায় বিষয়ক কমিশনগুলো নারীদের শ্রম ও জীবনযাত্রার প্রশ্নে, মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষার প্রশ্নে সর্বদাই গভীর মনোযোগ দিয়ে আসছে।

সোভিয়েত সমাজে এবং তরুণ বংশধরদের গড়ে তোলার কাজে নারীদের ভূমিকার কথা বিবেচনা ক'রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে উভয় কক্ষে নারীদের শ্রম ও জীবনযাত্রা এবং মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষা বিষয়ক বিশেষ কমিশনগুলো গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। প্রতিটি কমিশনে ৩৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন, এবং তাঁদের অধিকাংশই নারী।

নারীদের অধিকার সংক্রান্ত আইনাদি ঠিকমতো মেনে চলা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিই হচ্ছে এই কমিশনগুলোর দায়িত্ব। নারীর স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে জড়িত প্রশ্নাদিতে জনসমাজের প্রতিনিধিরা যে-সমস্ত উদ্যোগ দেখান তার প্রতি ভবিষ্যতেও আমরা সর্বাঙ্গীণ সমর্থন জানাব। নারীদের অবস্থা সম্পর্কিত নতুন আইনাদি প্রস্তুতিও হচ্ছে কমিশনগুলোর কর্তব্য,—পরে এই সমস্ত আইন বিবেচিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে এবং তার সভাপতিমণ্ডলীতে। নতুন আইনকানুন সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করেন কেবল আইনজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞরাই নয়, জনগণও, আর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে—নারী-প্রতিনিধিরাও। এতেই নিহিত রয়েছে সোভিয়েত আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকতা।

সোভিয়েত সংবিধানে আমার একটি পঙ্‌ক্তি

— আমায় বলা হয়েছে যে নতুন আইন প্রণয়নে জনগণ, খোদ নারীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। আইন সৃষ্টির বিষয়ে কি একটু বাড়িয়ে বলা হয় নি, নাতাশা?

— জানেন ম্যারিয়ন, সম্প্রতি আমি প্রাক্তন এক তাঁতিনীর ইন্টারভিউ নিই। বর্তমানে তিনি ইভানভো বয়ন কারখানার ডাইরেক্টর, সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি যাঁর প্রস্তাব সংবিধানের বাস্তব পঙ্‌ক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর নাম জোয়া পুখোভা। তিনি বাস করেন ইভানভো শহরে, তবে আপনি তাঁর নিজের গল্প শুনতে পারেন। আমি পুখোভার কণ্ঠস্বর টেপ-রেকর্ডারে বাণীবদ্ধ করে রেখেছি।

আমরা নীরবে পরস্পরের দিকে তাকালাম। আমি টেপ-রেকর্ডারটি চালিয়ে দিলাম। শোনা গেল আমার কণ্ঠ। প্রথম প্রশ্ন:

— পশ্চিমের দেশসমূহের পার্লামেণ্টের মহিলা প্রতিনিধিরা দুঃখ ক'রে বলেন যে তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম — আঙ্গুলে গণা যায় — এবং তাঁদের পার্লামেণ্টে ঢুকতে দেওয়া হয় 'যদি তাঁরা ওখানে কিছু না বলে চুপ ক'রে বসে থাকেন'। পশ্চিমের পর্যবেক্ষকরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের মহিলা প্রতিনিধিদের বিষয়েও বলেন যে তাঁরাও নাকি পার্লামেণ্টে ওই একই ধরনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। তা কি সত্যি?

-- না, বরং, একেবারে উল্টো,—শোনা যায় জোয়া পুখোভার কণ্ঠ। --একটি বাস্তব ঘটনার কথা বলি। আমি সংবিধান কমিশনের সদস্য ছিলাম। সোভিয়েত রাষ্ট্রের নতুন বুনিয়াদী আইন প্রণয়নে সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করেছি। পুরো চারটি মাস ধরে চলে খসড়া সংবিধানের দেশজোড়া আলোচনা। সোভিয়েত মানুষ খসড়ার ধারাগুলোর বিষয়ে প্রায় চার লক্ষ প্রস্তাব পেশ করে। প্রতিনিধি হিসেবে আমিও একটি প্রস্তাব পেশ করি।

প্রতিনিধি ভালেন্তিনা নিকোলায়েভা-তেরেশ্‌কোভার সঙ্গে মিলে আমি বললাম যে নারীর সমানাধিকার সংক্রান্ত ৩৫ ধারাটি নতুন একটি উপ-ধারা দিয়ে বর্ধিত করা হোক যাতে অল্পবয়স্ক সন্তানের মায়েদের কাজের সময় ক্রমে ক্রমে হ্রাসকরণের বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি হিসেবে আমার কাছে বহু নারী অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে চিঠি লেখে। প্রদত্ত প্রস্তাবটি নতুন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

— কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে এ হচ্ছে এক অসাধারণ ঘটনা...

— সেই সঙ্গে সাধারণও বটে। এর পেছনে রয়েছে প্রতিনিধি হিসেবে আমার সুদীর্ঘ বছরের কাজ—আমি পর পর চার বার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছি। ইভানভো বয়নশিল্প অঞ্চলের, দেশের সমগ্র বয়নশিল্পের কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করাই হচ্ছে আমার কাজ।

বয়নশিল্পের আরও বিকাশের উদ্দেশ্যে আমি কিছু প্রস্তাব পেশ করি। মেশিন নির্মাতাদের স্বয়ংচালিত তাঁত-মেশিনের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে বিভিন্ন সুপারিশ দিই। অনেকগুলো প্রস্তাব লঘু শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের স্থায়ীভাবে ধরে রাখার ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহায্য করেছে।

তাঁতিনী হিসেবে আমি কাজ করেছি কুড়ি বছর। উৎপাদনী এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতা এখন আমার খুব কাজে লাগছে। অন্যান্য মহিলা প্রতিনিধিদের বিষয়েও একই কথা বলা যায়। তাঁরা সক্রিয় রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজস্ব উৎপাদনী এবং চাকুরিগত দায়িত্বও পালন করে যান। সংবিধান অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নে পেশাদার পার্লামেণ্ট সদস্য নেই।

এবং ফের প্রশ্ন:

— বিংশ শতাব্দী জার্মান দার্শনিক কাণ্ট এবং অস্ট্রীয় দার্শনিক ফ্রেইডের তত্ত্ব 'লুফে নেয়'। কাণ্ট বলেন, যেকোন সমাজে নারীদের অসমানাধিকার নাকি তাদের জীবতাত্ত্বিক (বায়োলজিকেল) প্রকৃতির দ্বারা চিরকালের জন্য নির্ধারিত। আর ফ্রেইড নাকি 'প্রমাণ করেন' তাদের অপকর্ষ। আপনি একাধিক বছর কারখানার ডাইরেক্টরের পদে আসীন রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আপনার কী মতামত?

— অবশ্যই পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহে নারীদের চিরন্তন জীবতাত্ত্বিক অপকর্ষের দোহাই দিয়ে সর্বতোপায়ে নারী বৈষম্যের ন্যায্যতা প্রমাণ করা খুবই সহজ। এ হচ্ছে মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহাপরাধ। প্রকৃত সত্যটি খোঁজা উচিত অন্যত্র: অপকৃষ্ট হচ্ছে সেই সমাজ যেখানে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আকারে নারী বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে।

আমার পরিবারের উদাহরণের ভিত্তিতেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। প্রাক্-বৈপ্লবিক রাশিয়ার কোটি কোটি নারীর মতো আমার কৃষাণী দিদিমাও ছিলেন নিরক্ষর, পরিবারে এবং সমাজে তিনি এমনকি মৌলিক মানবিক অধিকারগুলো থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। মা-র যখন জন্ম হয় তখন ১৯১৮ সালে গৃহীত প্রথম সোভিয়েত সংবিধান জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ঘোষিত করে।

আমার মা নিজের চোখে দেখেছেন দেশে কীভাবে দূর করা হয় বেকারত্ব, মানুষের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা, নারীদের ক্ষেত্রে কুসংস্কার। দেখেছেন, ১৯৩১ সালে কীভাবে 'রান্নাঘর ছেড়ে কারখানার মেশিনের কাছে' গিয়ে দাঁড়িয়েছে, গভীর জ্ঞান প্রয়োজন এরূপ পেশা আয়ত্ত করেছে দশ লক্ষাধিক নারী। তখন ৩০-এর বছরগুলোর গোড়াতে তাদের অনেকেই অধিক উৎপাদনশীল শ্রমের জন্য আন্দোলন শুরু করে। যেমন, মারিয়া ও এভদোকিয়া ভিনোগ্রাদোভা—উভয়ই তাঁতিনী—এক অভিনব পরীক্ষা চালিয়ে বিপুল কৃতিত্বের পরিচয় দেন: তাঁরা ২৪টির জায়গায়

১০০টি আর তারপর ২১৬টি মেশিনে কাজ করতে শুরু করেন। তার জন্য মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় নি, প্রয়োজন হয় কেবল ভাল হিসাব আর কাজের প্রতি সৃজনমূলক মনোভাব। তাঁতিনীদ্বয় শিল্প আকাদমি সমাপ্ত করেন, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে।

আমি ১৯৩৬ সালের সংবিধানের সমবয়সী,--ওই সংবিধান নারীদের প্রকৃত সমানাধিকার সুনিশ্চিত করে। আমার জীবনীতে অসাধারণ কোনকিছু নেই। আমি গ্রামের মেয়ে, অনাথ (বাবা মারা যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ফ্রণ্টে)। চলে আসি ইভানভো শহরে, কারখানায় কাজে ভর্তি হই, উৎপাদন স্কুল শেষ করি, হই তাঁতিনী। কাজ না ছেড়ে সমাপ্ত করি তরুণ শ্রমিকদের সান্ধ্য স্কুল। শিক্ষার্থী হিসেবে অনেক সুযোগসুবিধা লাভ করি। আমার বিয়ে হয় এক শ্রমিকের সঙ্গে। ছেলেদের জন্মের পর শেষ করি টেক্সটাইল টেকনিকেল কলেজের কোরেসপণ্ডেন্স কোর্স। কেন আমি লেখাপড়া করি? ডিপ্লোমা লাভের উদ্দেশ্যে? 'বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার' বাসনার বশবর্তী হয়ে? না, কলেজ সমাপ্তির পরও আমি তাঁতিনী হিসেবে কাজ করতে থাকি। অনেক সময় রাত্রিবেলা ঘুমের ক্ষতি ক'রে কীসের জন্য আমি এত বই পড়ি? জ্ঞানার্জনের বাসনার বশবর্তী হয়ে। নিজের দক্ষতার স্ফুরণ ঘটাতে চাই, কাজের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চাই।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আমার শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় নি। তা বৃদ্ধি পায় ধীরে ধীরে। 'নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো চাই!'—আমার এই স্লোগানটি ইভানভো জেলার সীমানা ছেড়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আমায় অপ্রত্যাশিতভাবে বয়ন কারখানার ডাইরেক্টর নিযুক্ত করা হল। প্রথমে বেশ ইতস্তত করি—সামলাতে পারব কি?

— যা-ই বলুন, দেশে নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম...

— কিন্তু বছরে বছরে তাদের সংখ্যা বাড়ছে। তার কারণ, নারীদের ক্ষমতা ও প্রতিভার প্রতি অনাস্থার অবসান ঘটানো হয়েছে। এখন তারা যেকোন ক্ষেত্রে—উৎপাদনে, বিজ্ঞান চর্চায় কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতা প্রকাশের বাস্তব সুযোগ লাভ করছে। শ্রমের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভে

নারীকে কেবল তার সহজাত ক্ষমতাগুলোই সাহায্য করে না, সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং সোভিয়েত সমাজের নৈতিক আবহাওয়াও এ ব্যাপারে তার সহায় হয়। আজ পাঁচ লক্ষেরও বেশি মহিলা হচ্ছেন বিভিন্ন কর্মশালার পরিচালক, নির্মাণক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক, শিল্প প্রতিষ্ঠান আর রাষ্ট্রীয় খামারের অধিকর্তা, যৌথ খামারের সভাপতি।

নতুন সংবিধানের ৩৫ ধারায় উচ্চতর পর্যায়ে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার বাস্তবায়নের কথা বলা হচ্ছে। এ ধারাটি আগের সংবিধানেও ছিল, তবে এবার তা অনেক বিকশিত করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির ব্যাপারে সমান সুযোগসুবিধা প্রদান বিষয়ক ধারাটিও আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক সংশোধন বলে মনে হচ্ছে।

— ডাইরেক্টর হিসেবে এখন আপনার মনোবাসনা কী?

— কারখানায় কাজকর্ম ভালই চলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি চাই যে কাজকর্ম আরও ভালভাবে চলুক। কারখানার সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত পুনর্গঠনের ব্যাপারে আমার একটা পরিকল্পনা আছে। এরই মধ্যে গড়ে উঠছে ৬৩,০০০ বর্গ মিটার আয়তনের নতুন একটি উৎপাদনী ভবন। শিগগিরই আমাদের এখানে চালু হবে প্রকৌশলিক প্রক্রিয়া এবং উৎপাদন পরিচালনার স্বয়ংচালিত ব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দিক থেকে, শ্রম ও কর্মীদের জীবনযাত্রার পরিবেশের দিক থেকে, উৎপাদনের ফলপ্রসূতার দিক থেকে ভবিষ্যতে আমাদের কারখানা হবে বয়নশিল্পের এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান।

— লেখাপড়া এবং শ্রমের সঙ্গে মাতৃ কর্তব্য পালন করা নারীদের পক্ষে মোটেই সহজ কাজ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে ৯৩ শতাংশ কর্মক্ষম নারী কাজ করছে কিংবা শিক্ষালাভ করছে। এর কারণটি কী?

— আমার মতে এর দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, সোভিয়েত নারীরা কর্মিদলে নিজেদের পূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করতে অভ্যস্ত। দ্বিতীয়ত, — এবং এটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ, — সোভিয়েত রাষ্ট্র মাতৃত্বকে সামাজিক এক কর্তব্য বলে গণ্য ক'রে নারী ও মাতার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়।

— সমাজতত্ত্ববিদ'রা বলেন: যে-সমস্ত পরিবারে ছেলেমেয়ে রয়েছে সেখানে গৃহস্থালির কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরা ঢের বেশি সময় খরচ করে। আপনার পরিবারে আপনায় কে সাহায্য করে?

— আমার পরিবারের দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে আমি বলতে পারি: যখন পুরুষরা সংসারের কিছুটা দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেয়, তখন নারীরা অনেকটা হালকা বোধ করে। ওই সমস্ত পরিবারে কোন অসমতা থাকে না। আমার স্বামী আমায় খুব সাহায্য করতেন। রাষ্ট্রের কাছ থেকেও সহায়তা মিলত। আমার ছেলেরা যখন ছোট ছিল, তখন তারা প্রথমে শিশু লালনাগারে আর পরে কিণ্ডারগার্টেনে যেত। বড় হওয়ার পর তারা গ্রীষ্ম যাপন করত শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত পাইওনিয়র শিবিরে।

আজ আমি ডাইরেক্টর, স্বামী শ্রমিক, কিন্তু পরিবারে আমাদের রয়েছে সমানাধিকার। সমস্ত ব্যাপারে আমরা সলাপরামর্শ করি, সংসারের সমস্ত কাজ সমানভাবে ভাগাভাগি করি। আমাদের ছেলেরাও অবশ্য আমাদের সাহায্য করে। পাভেল পাওয়ার ইনস্টিটিউটের ছাত্র, কলিয়া স্কুলে পড়ে। রাতের খাবার তৈরি করি সবাই মিলে। আমার স্বামী চমৎকার রান্না করেন। বিশেষত মাছের ডিশ তাঁর হাতে ভাল উৎরায়। আর ছেলেরা প্রায়ই বাসনপত্র ধোয়, ফ্ল্যাট ঝাড়ু দেয়। আমাদের বাড়িতে বিশেষ একটি নোটবই আছে, ওতে আমরা কাকে কী করতে হবে তা লিখে রাখি। প্রত্যেকে বাড়ি ফিরে নোটবইটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়: কোথায় যেতে হবে, কী কিনতে হবে?

আমি চাকরি না করলে এরূপ সহমিতালি সম্ভব হত না, —সবকিছুই নিজে করার চেষ্টা করতাম।

— আপনি প্রায়ই বিদেশে যান। অন্যান্য দেশের সংবিধানে নারীর সমানাধিকার সংক্রান্ত ধারাসমূহের সঙ্গে সোভিয়েত নারীদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো তুলনা ক'রে আপনি কী বলতে পারেন?

— আমি পৃথিবীর বহু দেশে গেছি এবং জানি: আজ অনেকগুলো রাষ্ট্রের সংবিধানে নারী মুক্তি এবং নারীর সমানাধিকার বিষয়ক ধারাসমূহের কোন বাস্তব মূল্য নেই। দৈনন্দিন জীবনে নারীরা বৈষম্যমূলক নীতির শিকারে পরিণত হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে আজ অবধিও নারীর সমানাধিকার সম্পর্কে আলাদা কোন ধারা নেই। 'নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিলটি' আমায় দেখানো হয়। এটি প্রস্তুত করেন প্রগতিশীল মার্কিন নাগরিকরা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত 'আশার বিলটি' মার্কিন সংবিধানে স্থান পায় নি। কংগ্রেসে তা

অনুমোদিত হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই আমি মেয়েদের বলতে শুনি: 'নারীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজের অধিকারের জন্য পৃথিবীতে সংগ্রাম চালানো উচিত...'

মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহাপরাধ। কীভাবে তার অবসান ঘটানো যায়?

— সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ আন্তর্জাতিক মঞ্চে মেহনতী নারীদের অধিকার ও তাদের মানবিক মর্যাদা রক্ষার্থে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচেষ্টার কল্যাণে নারীর অধিকার বিষয়ক ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে, গৃহীত হয়েছে জাতিসংঘ ও তার বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো — আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠন আর ইউনেস্কোর দ্বারা, — ম্যারিয়ন জেকসনের সঙ্গে এই কথাগুলো দিয়ে আলাপ শুরু করেন ইতিহাস বিজ্ঞানের ক্যান্ডিডেট ইয়েলেনা ক্লিনোভা। আমাদের কথাবার্তা চলে সোভিয়েত নারী কমিটির একটি কক্ষে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবে জাতিসংঘের চার্টারে একটা ধারা অন্তর্ভুক্ত হয় যাতে বলা হয় যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অভিব্যক্ত হওয়া উচিত 'মানবাধিকারের প্রতি, বিশেষত শ্রমাধিকার ও শিক্ষার অধিকারের প্রতি, এবং সেই সঙ্গে জাতি ধর্ম ভাষা লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে'।

১৯৪৮ সালে গৃহীত হয় মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে তাতে যুক্ত হয় জাতি ধর্ম লিঙ্গ নির্বিশেষে শ্রম ও শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত, রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো। ঘোষণাপত্রের কয়েকটি উপ-ধারা নারীর অধিকার বিষয়ক কনভেনশনের ভিত্তি রচনা করে। কনভেনশনটি গৃহীত হল, তাতে ৮১টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর দান করে।

১৯১৯ সালে জাতিসংঘ গ্রহণ করে নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলোপ সাধন বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি (বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গতভাবে 'মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহাপরাধ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে)। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের) প্রতিনিধিরা আগে গৃহীত

অন্যান্য আন্তর্জাতিক কনভেনশনের নীতিগুলো ব্যবহার ক'রে ঘোষণাপত্রটি সীমিত রাখার প্রয়াস পান। সোভিয়েত ইউনিয়নের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাতে বেশকিছু সংশোধন আনা হয়। এর ফলে নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে কী কী করতে হবে সে সম্পর্কিত কিছু ধারা দিয়ে দলিলটি সমৃদ্ধ করা হয়।

ঘোষণাপত্রটি অবশ্যই কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি নয় এবং তা পুঁজিতন্ত্রের পরিবেশে ফলপ্রসূভাবে নারীদের অধিকার রক্ষা করতে পারে না। ঠিক সেই কারণেই বর্তমানে এমন একটি দলিল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যা স্বাক্ষর করলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো যথোচিতভাবে তাদের জাতীয় আইনসমূহ পরিবর্তিত করতে এবং নারী ও পুরুষের প্রকৃত সমানাধিকার সৃষ্টি করতে বাধ্য থাকবে।

জাতিসঙ্ঘ যাতে নারীদের প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্যের বিলোপ বিষয়ক একটি কনভেনশন গ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ১৯১৯ সালে নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের ২৫তম অধিবেশনে এই দলিলটির খসড়া আলোচনা ও অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় এ ক্ষেত্রে অনেকছিুই করা হয়েছে। ফলে তাতে মাতৃত্ব রক্ষা বিষয়ক আইনের সমর্থনে, সমান শ্রমের জন্য পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান মজুরি লাভের অধিকার রক্ষার্থে, নারীর শ্রম রক্ষা বিষয়ক আইনের সমর্থনে, শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানাদির অভাব পূরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিধি অন্তর্ভুক্ত হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের তত্ত্বাবধানে মেহনতী নারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে-সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে তা প্রস্তুতি ও অনুমোদনের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। তার মধ্যে আছে 'শ্রম ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য সংক্রান্ত কনভেনশন' এবং 'পেশা সংক্রান্ত পলিসি বিষয়ক কনভেনশন'। প্রথমটি হচ্ছে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে, সামাজিক পলিসি আর শ্রম সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বুনিয়াদী দলিল। দ্বিতীয় কনভেনশনটি জাতি ধর্ম বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাইকে পেশাগত শিক্ষালাভের অধিকার দানের দাবি জানায়।

একটি পরিসংখ্যানমূলক তথ্য লক্ষ্য করুন। সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের সদস্য হয়েছে ১৯৫৪ সালে। তখন থেকে সে মেহনতী নারীদের অধিকারের সঙ্গে জড়িত সমস্ত প্রধান দলিল সহ সর্বমোট ৪০টি কনভেনশন অনুমোদন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনে আছে ১৯৩৪ সাল থেকে। অথচ এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে অনুমোদন করেছে কেবল ৭টি কনভেনশন। তদুপরি এর মধ্যে এমন একটি কনভেনশনও নেই যা মেহনতী নারীদের অধিকারের সঙ্গে জড়িত।

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ গ্রহণের পর ১৫ বছর কেটেছে। ওই দলিলসমূহে লিখিত আছে যে ভীতি ও অভাব মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিত্বের আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে একমাত্র সেই ধরনের পরিবেশ গড়লে যাতে প্রত্যেকে উপভোগ করতে পারবে নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো। এ সমস্তকিছু, স্বভাবতই, নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, — সংখ্যায় তারা সমগ্র মানবজাতির অর্ধেক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি দুটি অনুমোদন করেছে। অথচ পশ্চিমের অনেকগুলো রাষ্ট্র আজও এই সমস্ত চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করছে।

যেই মুহূর্তেই আমরা নারীদের প্রকৃত অবস্থার দিকে এবং আন্তর্জাতিক জীবনে তাদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাবস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই মুহূর্তেই পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহে প্রকৃত 'গণতন্ত্র' আর 'সামাজিক ন্যায়বিচারের' বিষয়ে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিষয়ে — যেখানে নাকি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা হয় — সমস্ত মিথ্যা প্রচারের আসল উদ্দেশ্যটি আমরা বুঝতে পারি।

কী হব?

আজ সকালে ম্যারিয়ন ও আমি মস্কোর ২০৯ নং স্কুলে যাই। সাধারণ দশবার্ষিক স্কুল, এ ধরনের স্কুল মস্কোয় অনেক।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ভেরা বচার্‌নিকোভা আমাদের একটি ক্লাসে নিয়ে যান।

সঙ্গীতের ক্লাস নিচ্ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সুরকার, মস্কো সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান আকাদমির সদস্য, সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর দ্‌মিত্রি কাবালেভ্‌স্কি। তিনিই 'সাধারণ স্কুলসমূহের জন্য সঙ্গীত সংক্রান্ত পাঠ্যসূচিটি' রচনা করেন। সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে এ হচ্ছে এক অভিনব ব্যবস্থা। কাবালেভ্‌স্কি কার্যক্ষেত্রে দেখতে চান পাঠ্যসূচিটি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কতটা গ্রহণযোগ্য, কীভাবে তারা তা আয়ত্ত করছে... এই পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে কয়েক বছর লেগেছিল। তার শুরু এভাবে: ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসের একটি দিনে কাবালেভস্কি ২০৯ নং স্কুলে আসেন, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম সঙ্গীতের ক্লাস নেন। তাঁর নিজের কথায়, 'প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে আমি শিখতে এসেছি'। তখন কেউ যেন তামাসা করে কাবালেভ্‌স্কিকে ডন্‌ কুইক্সোট্‌ বলে অভিহিত করে।

আর তিনি বছরের পর বছর প্রতি সপ্তাহে এই স্কুলে আসেন আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গীতচর্চা করেন। কাবালেভ্‌স্কি মনে করেন শিশুদের মনপ্রাণ 'সঙ্গীতে ভরপুর' থাকা চাই। সঙ্গীতের সাহায্যে শিশুর অন্তর্জগৎ গড়া উচিত, সমৃদ্ধ করা উচিত তার আত্মিক জগৎ, সঙ্গীত সংস্কৃতির সম্পদের সঙ্গে পরিচিত করা উচিত বিশ্বের জাতিসমূহকে।

তাঁর মতে, সঙ্গীত গড়ে তুলে উচ্চ নৈতিক গুণসম্পন্ন মানুষ, যাদের থাকে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি।

কাবালেভস্কির ক্লাসে আমাদের উপস্থিতিতে ছেলেমেয়েরা গান গাইছিল বিভিন্ন ভাষায় — রুশ, জাপানী, স্পেনিশ...

ভেরা বচারনিকোভা বললেন: 'কাবালেভস্কির সঙ্গীতের ক্লাসে আসেন মস্কোর বিভিন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্ররা, অন্যান্য শহরের শিক্ষকরা। এখানে কেবল লেকচার দেওয়া হয় না, হাতে-কলমে সঙ্গীত শেখানো হয়...'

স্বনামধন্য সঙ্গীতবিদের আছেন অনেক শিষ্য। তাঁর পাঠ্যসূচি অনুসরণ করছেন সোভিয়েত স্কুলগুলোর ৬০০০ সঙ্গীত-শিক্ষক।

সুরকার বেতার ও টেলিভিশন মাধ্যমে 'শিশুদের জন্য সঙ্গীতের আসর' পরিচালনা করেন, তিনি শিশুদের জন্য সঙ্গীত বিষয়ক বই লেখেন...

স্কুলে সঙ্গীতের ক্লাসের পর আমি ম্যারিয়নকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই। চা খেতে খেতে কথা বলি।

— আচ্ছা নাতাশা, বলতে পারেন ওই যে ছেলেমেয়েরা গান গাইছিল তারা বড় হলে কী হবে? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন। — পেশাদার সঙ্গীতবিদ?

— আমরা তা জানি না। সঙ্গীতবিদ হতেও পারে এবং তা না-ও হতে পারে। তবে আসল ব্যাপারটি এখানে নয়। সঙ্গীত জগতের সংস্পর্শে এসে — এবং তা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল — শিশু সাহিত্য, চিত্রকলা আর মঞ্চশিল্পকে ভালবাসতে শেখে... প্রথমে সৃষ্টির জগৎ, তারপর শুরু হয় পেশা আয়ত্ত এবং আত্ম-উপলব্ধির পালা। শিশু তার ইচ্ছানুযায়ী যেকোন ধরনের শিক্ষা লাভ করতে পারে।

— ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা লাভ করতে কেউ বা কোনকিছু তাদের বাধা দিতে পারে কি?

— না, তা সম্ভবই নয়। এবার...

— এবার মানে?

— এই একটু দেখুন না...

আমি ম্যারিয়নের সামনে একখানি ফোটো রাখলাম। এ ধরনের ফোটো প্রায়ই চোখে পড়ে আধুনিক বিদেশী সংবাদপত্রগুলোতে। অনুরূপ একখানি ফোটো সম্প্রতি আমি দেখেছি এক ব্রিটিশ সংবাদপত্রে। তা

তোলা হয় লন্ডনে নারীদের মিছিলের সময়। তাদের হাতের পোস্টার-গুলোতে লেখা ছিল: 'অন্ন চাই! কর্ম চাই! সমানাধিকার চাই!'

আর এই ফোটোখানি তোলা হয় রাশিয়ায়, ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রাক্কালে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে মোটরগাড়িগুলো থামিয়ে দিয়ে নারীরা প্রবল উদ্যমের সঙ্গে মিছিল করে চলেছে। তাদের হাতের পোস্টারগুলোর কোন-কোনটিতে পড়া যাচ্ছে: 'নারীদের ভোটাধিকার দিতে হবে!', 'অন্ন, শান্তি আর সমানাধিকার চাই!'

-- কিন্তু এর সঙ্গে শিক্ষার কী সম্পর্ক?

-- এই মিছিলে অংশ নেয় বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকারা, ধোপানী, দরজি আর রাঁধুনিরা। নারীরা বিদ্রোহ করে বারো ঘণ্টার ক্লান্তিকর কর্মদিনের বিরুদ্ধে, পুরুষের সঙ্গে তুলনায় দ্বিগুণ কম মজুরির বিরুদ্ধে, সমাজে ও পরিবারে অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে... এর সঙ্গে শিক্ষার কী সম্পর্ক?

জানেন ম্যারিয়ন, মস্কোর ঐতিহাসিক জাদুঘরের মহাফেজখানায় আমি একটা বয়ন কারখানার বেতনের খাতা দেখতে পাই। এই নারীরাও সেই কারখানায় কাজ করত। খাতায় কেবল কয়েকটি স্বাক্ষরই ছিল। অধিকাংশ শ্রমিকাই ছিল নিরক্ষর, তাই বেতন পাওয়ার সময় তারা সবাই টিপ সহি করেছে। 'এরূপ অসভ্য দেশ, যেখানে আপামর মানুষ শিক্ষা, আলো ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এত বেশি বঞ্চিত, -- এরূপ দেশ ইউরোপে রাশিয়া ছাড়া আর একটিও নেই.' — ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে দুঃখ করে লেখেন লেনিন।

যে দেশের অধিকাংশ নারী লিখতে-পড়তে পারত না, ৮০ শতাংশ নারী নিযুক্ত ছিল কায়িক শ্রমে, চল্লিশটিরও বেশি জাতি ও জাতিসত্তার নিজস্ব কোন লিপি ছিল না, সেই দেশেই বিজয় লাভ করল অক্টোবর বিপ্লব।

— আমি অত নির্বোধ নই, — বলেন ম্যারিয়ন। — জানি যে এতগুলো জাতির প্রায় সমস্ত মানুষের নিরক্ষরতা রাতারাতি দূর করা অসম্ভব। তার জন্য সময় দরকার, বৈপ্লবিক লম্ফঝম্পই যথেষ্ট নয়...

— 'ভেস্তনিক ভস্পিতানিয়া' (শিক্ষা সমাচার) নামক রুশ পত্রিকাটির সঙ্গে আপনার মতের অনেকটা মিল আছে। ১৯১২ সালে পত্রিকাটি লেখে: 'তুর্কিস্তানের (বর্তমান কিরগিজিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিয়া ও উজবেকিস্তান) জাতিগুলোর নিরক্ষরতা দূর করতে লাগবে ৪৬০০

বছর।' আর বৈজ্ঞানিক হিসাব অনুসারে, রাশিয়ার নারীদের সর্বজনীন সাক্ষরতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৮০ বছর। সন্দেহবাদীদের হাতে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। কিন্তু খোদ জীবন সে-সমস্ত যুক্তি নাকোচ করে দিয়েছে। রাশিয়ার কৃষকদের নিরক্ষরতা সম্পর্কে আমার জানা আছে কেবল বই পড়ে কিংবা চলচ্চিত্র দেখে নয়, মায়ের গল্প থেকেও। আমার মা মানুষ হন নিরক্ষর এক কৃষক পরিবারে। বিপ্লবের পর তিনি মস্কো চলে আসেন। জীবনে সেই প্রথম বার গ্লোব দেখেন। পরে আমার মা বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেন।

— কিন্তু কোটি কোটি মানুষের নিরক্ষরতা কীভাবে দূর করা গেল?

— সবকিছু শুরু হয় সর্বজনীন সাক্ষরতা সংক্রান্ত ডিক্রি দিয়ে। ডিক্রিটি স্বাক্ষর করেন লেনিন, ১৯১৯ সালে। উচ্চ শিক্ষা সহ সমস্ত ধরনের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে গঠিত হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিষয়ক সর্বরাশিয়া জরুরী কমিশন। দেশে দেখা দেয় অনেকগুলো স্কুল, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র। রাষ্ট্র এ বাবদ বরাদ্দ করে প্রচুর পরিমাণ অর্থ, পাঠ্যবই আর বর্ণ-পরিচয় ছাপায়, কাগজ আর খাতা উৎপাদন করে, স্কুলগুলোতে জ্বালানি ও কেরোসিনের জোগান দেয়।

এ হচ্ছে সেই সময়কার কথা যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল, যখন ১৪টি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনী সোভিয়েত দেশের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটাতে প্রয়াস পাচ্ছিল। তার উপর ছিল দুর্ভিক্ষ, ধ্বংসের তাণ্ডব। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণের শিক্ষার সমস্যাটি পরিণত হয় অন্যতম প্রধান সমস্যায়।

ওই সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লোগানটি ছিল: 'প্রত্যেক সাক্ষর ব্যক্তি একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে লিখতে-পড়তে শেখাবে।' ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে লেখাপড়া শেখাত, নাতিনাতনীরা — দাদা-দিদিমাকে।

আমার নোটবইয়ে আ. আর্খিপোভা নামে এক শ্রমিকার কয়েকটা কথা লেখা রয়েছে। ওই কথাগুলো তিনি বলেন ২০-এর দশকের শেষ দিকে: 'আমি কারখানায় কাজ করছি ৩৭ বছর। ৫০ বছর বয়স অবধি ছিলাম নিরক্ষর। এখন লিখতে-পড়তে পারি। আমি গণ-আদালতের সদস্য নির্বাচিত হই। গত চার বছর ধরে শহর সোভিয়েতের সদস্য। কেবল সূর্য, চন্দ্র আর বিদ্যুৎ-ই মানুষকে আলো জোগায় না, শিক্ষাও মানুষকে আলোক দান করে থাকে...'

— কবে আপনাদের দেশে নিরক্ষরতার অবসান ঘটে?

— ৩০-এর বছরগ্নলোতে। তখন কারখানায় কারখানায় স্কুল খোলা হয়, আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাটি ছিল বেশ বড়। দেশের টেকনিকেল স্কুল আর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগ্নলোতে তাদের জন্য সিট রিজার্ভ থাকত।

বিদায় বোরখা

-- আপনি কেবল রুশ নারীদের কথাই বললেন। তা মধ্য এশিয়ার মুসলমান নারীদের বিষয়ে কী বলবেন? বোরখা পরা মেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া শেখা হয়তো সম্ভব ছিল না?..

-- হ্যাঁ ম্যারিয়ন, বোরখা মুসলমান মেয়েদের কেবল আপাদমস্তকই আবৃত করে রাখত না, তাদের সারা দুনিয়া থেকেও বিচ্ছিন্ন করে রাখত। প্রাচ্য তার সুন্দরীদের নিয়ে গর্ব করত, তাদের চোখের তারা আর চন্দ্রবদন নিয়ে গান বাঁধত, এবং একই সঙ্গে তাদের নিয়ে ব্যবসা করত, — প্রাচ্যে নারীকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হত না, জিনিস হিসেবে। 'নারীর দৌড় চৌকাঠ থেকে চুলো অবধি, আর চুলো থেকে কবর অবধি', — এই নিয়ম মেনেই মেয়েরা মানুষ হত। ৯ থেকে ১৩ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত (অন্য কথায় টাকা নিয়ে বেচে দেওয়া হত), এবং তারপর থেকে তারা পরিণত হত স্বামীর সম্পত্তিতে, আর স্বামীরা তাদের সঙ্গে যদৃচ্ছা ব্যবহার করতে পারত। এমনকি বউদের মেরে ফেললেও স্বামীদের কিছু হত না...

এবার শুনুন দুশান্বে শহরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষা মুনজিফা গাফারভার সঙ্গে আমার বাণীবদ্ধ আলাপ। গাফারভা মধ্য এশিয়ায় প্রথম মহিলা দার্শনিক, মুসলমান নারীদের শৃঙ্খলমোচনের সমস্যা নিয়ে তিনি অনেকগুলো বই লিখেছেন। এই ভদ্রমহিলা বাস করেন তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশান্বে শহরে। তাঁর স্বামীও দার্শনিক। পরিবারে তিন সন্তান। বড় ছেলে তাহির — গণিতবিদ, ছোট ছেলে সাদি — যন্ত্রচালক, মেয়ে জারিনা — ইঞ্জিনিয়র।

আমি টেপ-রেকর্ডারটি চালালাম। ঘরে মুনজিফার কণ্ঠ শোনা গেল:

'প্রাচ্যের নারীদের শত্রু ছিল দুটি: তাদের প্রতি সামন্ততান্ত্রিক-বাঈ মনোভাব এবং বশ্যতার মনস্তত্ত্ব, নিজস্ব অপকর্ষ সম্পর্কে চেতনা। সোভিয়েত ক্ষমতা তার বিলোপ ঘটাতে সাহায্য করেছে।

...১৯২৮ সাল মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রসমূহের জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচিত করে। তখন দাসত্বের বিরুদ্ধে, মুসলমান নারীদের অন্দরমহলে রাখার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। ওই সময় তাজিকিস্তানের সর্বত্র নারীরা বোরখা খুলে ফেলতে আরম্ভ করে। জানেন, আমার শৈশবের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি হচ্ছে: আমাদের প্রাচীন হজেন্ত শহরের একটি স্কোয়ারে অন্যান্য নারীদের মতো আমার মা-ও তাঁর বোরখাটি ছিঁড়ে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেন। অনাবৃত মুখে প্রতিদিন সকালে তিনি সেলাই কারখানায় যেতেন। লেখাপড়া করতে লাগলেন -- আমার ভাল মনে আছে কীভাবে মা রাত্রে বই পড়তেন, খাতায় লিখতেন...

অর্ধ শতাব্দী আগে দেশের পূর্বে -- যেখানে নারীরা ছিল নিরক্ষর -- শুরু হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ। নারীদের জন্য খোলা হয় শিক্ষা কেন্দ্র, ক্লাব, ছোট ছোট মেয়েদের জন্য খোলা হয় বোর্ডিং স্কুল। আমার মা চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত পরামর্শ পেতেন একটি নারী ক্লাবে, বই নিতেন গ্রন্থাগার থেকে। দেখা দেয় প্রথম কিণ্ডারগার্টেন আর শিশু লালনাগার, প্রথম মেরামতখানা।

কিন্তু নারীদের কেবল কাজ জোগানোই যথেষ্ট ছিল না। তাদের যোগ্য শ্রমে নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। কলকারখানার স্কুলে, টেকনিকেল কলেজে ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে লাগল সবচেয়ে দৃঢ়সংকল্প নারীরা। তারা প্রতিহিংসা-পরায়ণ ধর্মান্ধদের বন্দুক আর ছুরিকে ভয় করত না। আমার মা পরে হলেন শিক্ষিকা। তিনি লেখাপড়া করেন মাতৃভাষায় এবং মাতৃভাষায়ই শিক্ষাদান করেন।

সোভিয়েত প্রাচ্য তার জাতীয় বিশেষজ্ঞদের প্রস্তুত করে অন্যান্য অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রের বন্ধুদের সাহায্যে। ২০-এর বছরগুলোতে মুসলমান মেয়েরা তাঁতের কাজ শিখতে যায় মস্কোর উপকণ্ঠস্থ কারখানাগুলোতে, আর রুশ তাঁতিনীরা আসে আমাদের এখানে। রাশিয়ার বড় বড় শহরগুলো থেকে, অন্যান্য জাতীয় প্রজাতন্ত্র থেকে ইঞ্জিনিয়র ও বিজ্ঞানীরা, ডাক্তার ও কৃষিবিদরা প্রেরিত হন আমাদের প্রদেশে। আজ তাজিকিস্তানে সবাই লেখাপড়া জানে। ছাত্রের সংখ্যায় সে অনেকগুলো পুঁজিতান্ত্রিক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে ১৪৫ জনই ছাত্র। বর্তমানে তাজিকিস্তানে জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত কর্মীদের ৩৮ শতাংশ নারী। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭১ ও ৪৭ শতাংশ। এভাবেই কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হয়

সোভিয়েত সংবিধানের পরিচিত ধারাটি: 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির নাগরিকরা সমান অধিকার উপভোগ করে।'

বিপ্লবের ঠিক পরবর্তী বছরগুলোতে সোভিয়েত সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে প্রায়ই ছাপা হত: তাজিকিস্তানে প্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়র, উজবেকিস্তানে প্রথম মহিলা কৃষিবিদ, তুর্কমেনিস্তানে প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী। এ ধরনের সংবাদ সবাইকে বিস্মিত করত। তবে আজ তা আমাদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হয়।

...আমার প্রজাতন্ত্রের নারীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে আমি খুবই ভালবাসি। তাদের মধ্যে একজন হলেন বয়ন কারখানার শ্রমিকা রজিয়া কুর্বানভা—সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর, প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি। তিনি একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি, তাঁর আছে আপন মর্যাদা বোধ। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। অস্ট্রিয়ার একটি হাসপাতালে চমৎকারভাবে এক অপারেশন সম্পন্ন করেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডক্টরেট, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির কোরেসপন্ডিং সদস্য সাবা হাকিমভা। তা সবাইকে স্তম্ভিত করে দেয়। হাকিমভা শ্রমিকের মেয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় শিল্পী মালিকা সাবিরভার তাজিক নাচ দেখতে আমার ভাল লাগে। তিনি মহান রুশ ব্যালে-নর্তকী গালিনা উলানোভার ছাত্রী।

আমাদের মধ্য এশিয়া সফরে এসেছিলেন বিখ্যাত আর্জেণ্টাইন সমাজকর্মী ফান্নি এডেলমান। তিনি বলেন: 'এ হচ্ছে নতুন বিশ্বের চেহারা। এরূপ নারীর দেখা পাওয়া যেতে পারে সর্বত্র। কিন্তু সোভিয়েত দেশে সমস্ত নারীর তাদের প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ রয়েছে।'

একবার বুলগেরিয়ার ভার্না শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব দার্শনিক সম্মেলন। তাতে আলোচনা কালে আমি একটি থিসিসের বিরুদ্ধাচরণ করি। ওই থিসিস অনুসারে, ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে কেবল জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতার ভিত্তিতে, তা বিকশিত হয় কেবল নিজস্ব, 'অভ্যন্তরীণ' নিয়ম অনুসারে। আমি প্রমাণ করি: ব্যক্তিত্ব হচ্ছে সমাজ বিকাশের ফল; নারীর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিপুল ভূমিকা পালন করে সামাজিক পরিবেশ। আমার প্রধান যুক্তি: সোভিয়েত ইউনিয়নে 'নারীদের সমস্যার' সমাধান সম্ভব হয়েছে অনেকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বনের কল্যাণে।'

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েদের ভিড়

— নাতাশা, এই সমস্তকিছু সত্ত্বেও আপনাকে মানতে হবে যে নিরক্ষর শ্রমিক আর কৃষকের ছেলেমেয়েদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া সহজ ছিল না। জ্ঞানের অভাব, সংস্কৃতির অভাব। এবং সেই জন্যই বিরাট প্রতিযোগিতা। আর এ থেকেই সামাজিক কারণে বৈষম্য...

— না ম্যারিয়ন, এরূপ বৈষম্য কখনও ছিল না। বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই সরকার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদির গণতন্ত্রীকরণের ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক সংবিন্যাস বদলাতে হয়। ১৯১৮ সালের ২ আগস্ট সোভিয়েত সরকার একটি আইন গ্রহণ করেন। এর কল্যাণে ছাত্রছাত্রীরা ডিপ্লোমা ও পরীক্ষা ছাড়াই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ধনিক শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধিদের একাধিপত্য নষ্ট হয়ে গেল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হওয়ার সময় অগ্রাধিকার দেওয়া হত প্রলেতারিয়েত এবং দরিদ্রতম কৃষক সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের।

— তাতে কোন সাফল্য অর্জিত হয়েছিল কি?

— উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও কৃষকদের কাছ থেকে হাজার হাজার দরখাস্ত আসতে লাগল। ১৯১৯ সালের শরতের দিকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। তখন ছাত্রসংখ্যা হয় ১ লক্ষ ১৭ হাজার।

তবে গৃহীত আইনটি একটা সমস্যা সমাধান করতে পারল না: শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ তরুণ-তরুণীরই মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল না, যার দরুন তারা তেমন ভালভাবে তাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বুঝতে পারত না। এজন্য তাদের প্রায়ই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হত। তখন মেহনতী তরুণ-তরুণীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যাপারে প্রস্তুতির জন্য ইনস্টিটিউট আর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশেষ বিভাগ খোলা হল। ওগুলোর নাম ছিল শ্রমিক অনুষদ।

— সে কোন্ সালের কথা?

— প্রথম শ্রমিক অনুষদটি গঠিত হয় ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মস্কোর জাতীয় অর্থনীতি ইনস্টিটিউটে। শ্রমিক অনুষদে ছাত্রদের পাঠানো হত ট্রেড-ইউনিয়ন কমিটি, পার্টি ও সোভিয়েত সংগঠনগুলোর

সুপারিশ অনুসারে, — যাদের পাঠানো হত তাদের কলকারখানা ও খেত-খামারে কাজের অভিজ্ঞতা থাকত।

— তারা কি বৃত্তি পেত?

— ১৯২১ সালে, সোভিয়েত রাশিয়ার কঠোর আর্থিক অবস্থা সত্ত্বেও, বৃত্তি চালু করা হয়। আর এর এক বছর বাদে রাষ্ট্রীয় বৃত্তি পেতে লাগল শ্রমিক অনুষদগুলোর সমস্ত ছাত্রছাত্রী, তারা খাদ্যদ্রব্যও পেত।

— যা-ই বলুন না কেন, মেয়েদের পক্ষে শ্রমিক অনুষদে ভর্তি হওয়া নিশ্চয়ই কঠিন কাজ ছিল...

— অবশ্যই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তখন তারা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। কুসংস্কারের প্রভাবও কম ছিল না। তার উপর অনেক নারীর ছেলেমেয়ে ছিল... তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সময় তাদের বিশেষ কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হত। তাদের জন্য সিট রিজার্ভ থাকত, পুরুষরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লাল স্কার্ফ পরা শ্রমিকাদের ভিড় দেখা যায়।

এই সমস্ত সুযোগসুবিধার কল্যাণেই তাজিক নারী মুনজিফা গাফারভার মা, যেমনটি আপনি আগেই শুনেছেন, শ্রমিক অনুষদে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। পরে তিনি হন শিক্ষিকা। তিনি তাঁর খাতাতে লিখে রাখেন শ্রমিক অনুষদের ছাত্রদের উদ্দেশে বিখ্যাত প্রকৃতবিজ্ঞানী ক্লিমেন্ত তিমিরিয়াজেভ উচ্চারিত বাণীটি: 'শ্রমিক যখন বিজ্ঞানের প্রধান সাফল্যগুলো বুঝতে সক্ষম হবে তখন সে হবে প্রকৃত এক সৃজনী শক্তি, আর বিজ্ঞান যখন থাকবে খোদ জনগণের হাতে তখন তা লাভ করবে দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য এক ভিত্তি।'

নারীরা পুরুষদের 'ছাড়িয়ে যায়'?

— আমরা ইতিহাসের কথা বলছিলাম, — বলেন ম্যারিয়ন। — তা আধুনিক নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে কী বলতে পারেন?

— পরিসংখ্যান তথ্যের দিকে নজর দেওয়া যাক: প্রতি হাজার জন নারীর মধ্যে ৮০১ জনের উচ্চ কিংবা মাধ্যমিক (পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ)

শিক্ষা আছে, আর প্রতি হাজার জন পুরুষের মধ্যে ৮১০ জন অনুরূপ শিক্ষার অধিকারী। আরও একটি ব্যাপার: দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত উচ্চ ও বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৫৯ শতাংশ।

— এর কারণটি কী?

— নারীরা জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তারা আইন জানে, ভালভাবে উপভোগ করে নিজেদের অধিকারসমূহ। এছাড়া জনসংখ্যা সংক্রান্ত বা ডেমোগ্রাফিক কারণও রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। বিশেষত জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায়। এ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল— তখন নিহত হয় প্রধানত পুরুষরা।

— আর আইন কী বলে? আজ সোভিয়েত নারীদের কী কী অধিকার আছে?

আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান খুলে ৪৫ ধারাটি দেখালাম ম্যারিয়নকে:

— এই যে পড়ুন। অনুবাদ করে দিতে পারি: 'সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের শিক্ষালাভের অধিকার আছে।

'এই অধিকারটি কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হচ্ছে অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা, তরুণদের বাধ্যতামূলক সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা চালুকরণের দ্বারা, জীবনের সঙ্গে, উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পেশা ও প্রযুক্তিগত, বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক বিকাশের দ্বারা; পত্র মাধ্যম ও সান্ধ্য শিক্ষার বিকাশের দ্বারা; শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি ও সুযোগসুবিধা প্রদানের দ্বারা; স্কুল ছাত্রদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদানের দ্বারা; স্কুলে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ দানের দ্বারা, আত্মশিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা।'

— সোভিয়েত ইউনিয়ন বাধ্যতামূলক সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করেছে এই কথাটির মানে কী?

— প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয় ৩০-এর বছরগুলোতে, তারপর চালু হয় বাধ্যতামূলক সাত ও আট বছরের শিক্ষা। এখন দেশে সম্পাদিত হয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক সামাজিক কাজ—তরুণদের জন্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করা গেছে। এর মানে হচ্ছে এই যে সাত বছর বয়স থেকে শুরু ক'রে প্রত্যেক শিশু পুরো দশটি বছর

স্কুলে পড়াশোনা করতে বাধ্য থাকবে, যার ফলে পরে সে যেকোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

— স্কুলের কোর্সে কী কী বিষয় থাকে?

- তাতে জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত প্রায় কুড়িটি বিষয় রয়েছে —মাতৃভাষা থেকে শুরু করে (সোভিয়েত স্কুলসমূহে এ দেশের ৫৭টি ভাষায় শিক্ষাদানের কাজ চলে) চারুশিল্প অবধি, গণিতশাস্ত্র থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিদ্যা অবধি। সমস্ত বিষয়ই বাধ্যতামূলক।

— তা আপনাদের স্কুলের পাঠ্যসূচি আজকের দিনের চাহিদা পূরণ করে কি?

— বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত প্রগতির যুগে স্বভাবতই স্কুলগুলোর আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী আর জনসংখ্যা তথ্যবিদদের সহায়তায় পাঠ্যসূচি ও পরিকল্পনাসমূহ সম্পূর্ণ নতুন ক'রে প্রস্তুত করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সর্বাধিক সান্নিধ্য ঘটানো সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতিতেও পরিবর্তন ঘটেছে। এখন প্রথম শ্রেণী থেকেই শিশুকে সৃজনশীল কাজের দিকে আকৃষ্ট করা হয়, তাকে গবেষকে পরিণত করা হয়। আজ মুখস্থ বিদ্যায় কোন কাজ হয় না।

শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা ও জ্ঞানতৃষ্ণা বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ চার বছর থেকে কমে তিন বছর হয়েছে। নতুন পদ্ধতি প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর মেধাগত আর আত্মিক বিকাশের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনা গড়ে তুলে।

তবে একটি জিনিস কেবল পরিবর্তিত হয় নি: প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু ক'রে শিক্ষালাভের সমস্ত পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা সমান পাঠ্যসূচি অনুসারে পড়াশোনা করে এবং তাতে লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।

— দেশে স্কুল ছাত্রের সংখ্যা কত?

— দেশের স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ছেলেমেয়ে। প্রসঙ্গত, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে তরুণীর সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি।

— প্রত্যেক ছাত্রের জন্য রাষ্ট্র কত খরচ করে?

— প্রত্যেক ছাত্রের জন্য রাষ্ট্র প্রতি বছর প্রায় ১৮০ রুবল খরচ করে থাকে।

— যে-সমস্ত স্কুল ছাত্রের মা-বাবা উভয়ই কাজ করেন রাষ্ট্র তাঁদের সহায়তা করে কি?

— হ্যাঁ, করে বৈকি। স্কুল ছুটির পর—যখন মা-বাবারা কাজে থাকেন—বহু ছেলেমেয়েকে অতিরিক্ত কয়েক ঘণ্টার জন্য স্কুলে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। ওখানেই তারা খাওয়া-দাওয়া করে। তাদের ১৫ শতাংশ খাবার পায় বিনামূল্যে। ওই ছেলেমেয়েরা সাধারণত সন্ধ্যা ৬টা অবধি স্কুলে থাকে। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে হোম টাস্ক সম্পন্ন করে, বিশ্রাম করে, খেলাধূলা করে...

— স্কুলের ক্যান্টিনে সকালের ও দুপুরের খাবারের দাম কত পড়ে?

— সকালের খাবার ১৫ কোপেক আর তিন ডিশের দুপুরের খাবার—২৫ কোপেক।

— তা যদি ছেলেমেয়েদের বাড়ি থেকে দূরে কোথাও পড়াশোনা করতে হয়,—যেমন ধরুন, পার্বত্য অঞ্চলে কিংবা জেলেদের বসতিতে?

— তারা থাকে ও পড়াশোনা করে গ্রামীণ বোর্ডিং স্কুলগুলোতে। ওখানে ২৫ শতাংশ ছেলেমেয়ে খাবার পায় বিনামূল্যে; ৭৫ শতাংশকে খাবার জোগানো হয় অর্ধেক মূল্যে। এই ধরনের বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সমস্তকিছুই প্রধানত পায় রাষ্ট্রের কাছ থেকে — খাদ্য, পোশাক, জুতো, পাঠ্যবই। মা-বাবারা নিজেদের আয় অনুসারে খরচের কেবল একাংশ বহন করে থাকেন। তাছাড়া প্রত্যেক চতুর্থ শিশুকে বোর্ডিং স্কুলে থাকার জন্য কিছুই দিতে হয় না।

প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে বোর্ডিং এবং লম্বা দিনের স্কুলগুলোতে।

কী কী পেশা তারা বাছে?

— আমার এ রকমের একটি প্রশ্ন আছে, নাতাশা। ধরা যাক, কোন তরুণী কোন কারণে কাজ করতে বাধ্য; কিন্তু সে একই সঙ্গে পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করতে চায়...

— সে তরুণ শ্রমিক স্কুলে ভর্তি হতে পারে। এ ধরনের ১৬ হাজার স্কুলে পড়াশোনা করছে ৫০ লক্ষাধিক লোক। নৈশ স্কুলের শিক্ষার্থীদের

জন্য কিছু সুযোগসুবিধা রয়েছে: সপ্তাহে একবার তারা কাজ থেকে ছুটি পায়, অর্ধেক মজুরি বজায় থাকে।

— এমতাবস্থায় একই সঙ্গে পেশা আয়ত্ত করার ও পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকলে ভালই হত...

— এ ধরনের সুযোগ দান করে মাধ্যমিক পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুলগুলো যেখানে তরুণ-তরুণীরা পেশা আয়ত্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাও লাভ করে। আজ প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুল হচ্ছে 'মাধ্যমিক', আর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী লেনিনগ্রাদে এ ধরনের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছাত্রদের মাধ্যমিক শিক্ষা দান করে থাকে। পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুলের ছাত্ররা পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ভরণপোষণে থাকে। তাদের প্রত্যেকের জন্য রাষ্ট্র বছরে খরচ করে ৫৪০ রুবল।

— ভর্তি হওয়ার সময় কোনরূপ বাধানিষেধ আছে কি?

— পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুলগুলোতে দক্ষ শ্রমিকদের প্রস্তুত করা হয়। সেখানে তরুণ-তরুণীদের গ্রহণ করা হয় সমান শর্তে। কেবল সেই পেশাগুলোতেই 'অবলাদের' নেওয়া হয় না যা নারী দেহযন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। নারীদের সামাজিক উৎপাদনে নিযুক্ত করা হয় তাদের মাতৃত্বের কথা বিবেচনায় রেখে। নারীর শ্রম রক্ষা এ দেশে বাধ্যতামূলক।

সোভিয়েত স্কুল ছাত্রীরা সাগ্রহেই পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুলে ভর্তি হয়: গত কুড়ি বছরে ওই স্কুলগুলোতে তরুণীদের সংখ্যা ১৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া আজ বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্ধেকেরও অধিক শিক্ষার্থী হচ্ছে তরুণীরা। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা লাভ করছে ৫০ লক্ষ ছাত্র, যাদের অর্ধেকই রমণীকুলের প্রতিনিধি।

— তারা কী কী পেশা পছন্দ করে?

— বিশেষ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের ৪০ শতাংশ শিল্প, নির্মাণ, পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কাজ করতে চায়; কৃষির ক্ষেত্রে — যথাক্রমে ৩৬ ও ৩২ শতাংশ, অর্থনীতি আর আইনের বিভাগ ও অনুষদগুলোতে তরুণীরা বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮৪ শতাংশ, অনুরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে —৬২ শতাংশ, শিক্ষা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে — যথাক্রমে ৮১ ও ৬৮ শতাংশ। স্বাস্থ্যরক্ষা ও ক্রীড়ার সঙ্গে জড়িত বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনা করছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক তরুণী—৮৮ শতাংশ।

— শিক্ষারত তরুণীরা বৃত্তি পায় কি?

— চার ভাগের তিন ভাগ ছাত্রই বৃত্তি পেয়ে থাকে। গত বছরগুলোতে বৃত্তি বেড়েছে গড়ে ২৫ শতাংশ। তদুপরি মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি সাধারণ বৃত্তির চেয়ে এক-চতুর্থাংশ বেশি। বিশেষ প্রতিভাধর ছাত্রদের জন্য আরও ভাল জলপানির ব্যবস্থা রয়েছে। ঐতিহ্য অনুসারে ওই ধরনের বৃত্তি প্রখ্যাত রাষ্ট্র ও সমাজ কর্মী, সাহিত্যিক, শিল্পী আর বিজ্ঞানীদের নাম বহন করে থাকে।

— ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য রাষ্ট্র কত খরচ করে?

— বছরে ১০০০ রুবল।

— আপনাদের দেশের পত্র মাধ্যম ও নৈশ শিক্ষার বিষয়ে আমি তেমনকিছু জানি না। তবে এটা বলতে পারি যে একই সঙ্গে কাজ করা ও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া — বিশেষত মেয়েদের পক্ষে — খুবই কঠিন ব্যাপার। তা করে লাভ আছে কী?

— অবশ্যই আছে। একই সঙ্গে কাজ করছে ও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে এমন লোকের সংখ্যা সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পোন্নত বুর্জোয়া দেশগুলোর চেয়ে ৩-৬ গুণ বেশি।

— কিন্তু তাতে তারা আর্থিক দিক থেকে যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে...

— কিয়ৎ পরিমাণে। লেখাপড়ার জন্য নির্ধারিত সময়ে তারা অর্ধেক বেতন পায়। পরীক্ষার সময় পত্র মাধ্যমে শিক্ষারত ও সান্ধ্য স্কুল-কলেজে শিক্ষারত ছাত্রদের কুড়ি দিন অবধি ছুটি দেওয়া হয়। তখন তাদের গড় বেতন বজায় থাকে।

— ধরুন, কোন নারী ইনস্টিটিউট সমাপ্ত করল। পেশা অনুযায়ী সে যে পুরুষের মতন কাজ পাবে এমন গ্যারাণ্টি কোথায়?

— শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পর যেকোন তরুণ বিশেষজ্ঞেরই মতো প্রত্যেক নারী তিন বছর রাষ্ট্রের বিশেষ তত্ত্বাবধানে থাকে। তাকে সর্বাগ্রে দেওয়া হয় বাসস্থান, চাকুরি থেকে তাকে বরখাস্ত করার অধিকার কারো নেই। তার চাকুরি পাওয়ার সমস্যাও নেই: রাষ্ট্র প্রত্যেক স্নাতককে পেশা অনুযায়ী কাজ জোগাতে বাধ্য। তা সম্ভব হয় কী ধরনের বিশেষজ্ঞে সমাজের কতটা প্রয়োজন আছে সে সম্পর্কে পূর্বাভাস সংক্রান্ত কাজের কল্যাণে।

তরুণ বিশেষজ্ঞকে কাজে নিয়োগ করার সময় কেবল সমাজের স্বার্থই নয়, সেই বিশেষজ্ঞের স্বার্থও বিবেচিত হয়। তা নারীদের কোনরূপ বাধানিষেধ ছাড়া কেবল পেশা আয়ত্তই নয়, পছন্দমতো কাজ পেতেও সাহায্য করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষামন্ত্রী মিখাইল প্রকোফিয়েভ আমার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

'সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য: জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ, বৈষয়িক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকের সমান সুযোগসুবিধা আছে।

'আজ প্রায় ৯ কোটি লোক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা লাভ করছে, অর্থাৎ পড়াশোনা করছে দেশের প্রত্যেক তৃতীয় নাগরিক। সবকিছুই নির্ভর করে ব্যক্তিগত লক্ষ্যনিষ্ঠতার উপর — সম্ভাবনা সবার জন্য সমান।'

— ধন্যবাদ নাতাশা। এবার আমি জানতে চাই কীভাবে নারীরা তাদের পছন্দমতো কাজ পায়। কোনরূপ বাধানিষেধ ছাড়া। যেমন ধরুন, মেয়েরা 'পুরুষের পেশা' আয়ত্ত করতে পারে?

সোভিয়েত নারীদের 'পুরুষের পেশা'

এবার তথাকথিত 'পুরুষের পেশা' সম্পর্কে বলা যাক। এ ধরনের পেশা আজ নারীদের করায়ত্ত। মনে পড়ে মার্কিন প্রাবন্ধিক উইলিয়ম ম্যাণ্ডেল-এর উক্তি: 'সোভিয়েত ইউনিয়নে মহিলা ইঞ্জিনিয়রের সংখ্যা দুনিয়ার সমস্ত দেশের মহিলা ইঞ্জিনিয়রদের মোট সংখ্যার চেয়ে বেশি...' সাইবেরিয়ায় নারীদের ভূমিকা দেখে তিনি বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। তাঁকে স্তম্ভিত করেন ক্রাস্নয়ার্স্ক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আস্তনিনা কালিনিনা, যিনি হচ্ছেন কেবল পুরুষদের নিয়ে গঠিত বিস্ফোরক বাহিনীটির প্রধান। ম্যাণ্ডেল দেখেছেন, কীভাবে তিনি পুরুষদের নিরাপদ স্থানে রেখে নিজে হিমে জমে-যাওয়া মাটির উপর দিয়ে চলতে লাগলেন ব্যক্তিগতভাবে বিস্ফোরণের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ বহনকারী তারগুলো পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তিনি ইঞ্জিনিয়র, তাঁর বয়স ছিল ৩০-এর কিছুটা বেশি। এ হচ্ছে ৬০-এর বছরগুলোর গোড়ার কথা। আর ন'বছর বাদে, লেখেন উইলিয়ম ম্যাণ্ডেল, আমেরিকার কলোরাডো প্রদেশে 'বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ইতিহাসে সেই প্রথম যখন একজন মহিলা ইঞ্জিনিয়র জ্যানেট বন্নেমা কাজ পরিদর্শনের জন্য সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলেন তখন পুরো কর্মিবাহিনী কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যায়'। ম্যাণ্ডেলের 'সোভিয়েত নারী' নামক গ্রন্থে এ ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। লেখক অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন: 'নারীদের সম্পর্কে কুসংস্কার টিকে আছে কেবল অদূর অতীতের কিংবা আজকের অনুন্নত দেশসমূহেই নয়।'

ষাট বছর আগে রাশিয়ায়ও নারী সম্পর্কে প্রচুর কুসংস্কার ছিল। এবং ওই কুসংস্কার ছিল খুবই প্রবল। বিপ্লবের ঠিক পরে অনুন্নত এই দেশে 'নারী সমস্যা' সমাধানের সময় অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়। সে দিনের চাকরানী কারখানার পরিচালক বা সংসদ সদস্য হতে পারবে কি?

নারীর পক্ষে মন্ত্রী হওয়া সম্ভব? ২০-এর বছরগুলোর শেষ দিকে এ ধরনের আলোচনা চলত: 'নারী কি মেশিনচালক হতে পারে?' আজ এ সমস্তকিছু ছেলেমানুষী ব্যাপার বলে মনে হয়, কিন্তু তখন এ ছিল সমস্যা। ওই সময় 'নারীর পেশা' বলতে প্রায়ই ধোপানী; রাঁধুনী আর চাকরানীর পেশা বোঝাত।

সোভিয়েত রাশিয়ার নারীরা বলল যে তারা সমস্ত ধরনের পেশাই আয়ত্ত করতে পারবে। পুরুষের ঐতিহ্যগত পেশা আয়ত্ত করতে নারীদের যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ইয়েভ্‌দকিয়া মাসলোভা-উভারভার নামটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমে তিনি ছিলেন চাকরানী, পরে হন শ্রমিকা, কারখানার ম্যানেজার, মস্কো শহর সোভিয়েতের প্রথম মহিলা প্রতিনিধি। প্রথম সোভিয়েত সরকারের সদস্য, সামাজিক ভরণপোষণ বিষয়ক মন্ত্রী এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের পদে থাকাকালে 'পুরুষের' মনোবল প্রদর্শন করেন আলেক্সান্দ্রা কল্লন্তাই।

এ ছিল 'অবলাদের' সম্পর্কে মানুষের মনে শতাব্দীর কুসংস্কার অবসানের সূত্রপাত, শুধু তাই নয়, খোদ নারীদের মনে নিজেদের সম্পর্কে কুসংস্কার আবসানেরও সূত্রপাত।

এরূপ বিপ্লব রাতারাতি সংঘটিত হয় নি। তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আরও একটি ব্যাপার: ২০ এবং ৩০-এর বছরগুলোর সন্ধিক্ষণে সোভিয়েত দেশে চিরতরে বিলোপ পায় বেকারত্ব। নারীরা সর্বপ্রকার পেশা আয়ত্ত করার বাস্তব সুযোগ লাভ করল।

— নারীরা তখন কীরূপ মজুরি পেত?

— আইন মাফিক — পুরুষের সমান মজুরি...

— আইন এক জিনিস, জীবন অন্য জিনিস, নাতাশা। আর যদি অসমতা থেকেই যায়? ইংলণ্ডে শ্রমের সমান মজুরি বিষয়ক আইন গৃহীত হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নারীদের বেতন আগেরই মতো পুরুষদের বেতনের চেয়ে ৪০ শতাংশ কম... তা আপনাদের এখানে কেমন?

— ২০-এর বছরগুলোর শেষ দিকে সোভিয়েত দেশে যে-সমস্ত বিদেশী অতিথি আসতেন তাঁরা প্রায়ই নির্মাণক্ষেত্র ও কলকারখানার শ্রমিকাদের, গ্রামের যৌথখামারিণীদের, প্রথম মহিলা বিশেষজ্ঞদের এরূপ প্রশ্ন করতেন: 'পুরুষের সমান শ্রমের জন্য আপনি কত মজুরি পান?' এবং জবাবে তাঁরা অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে শুনতে পেতেন: 'অবশ্যই পুরুষের সমান মজুরি। এছাড়া আর কী হতে পারে?'

— আর চাকুরির ক্ষেত্রে পদোন্নতির ব্যাপারটি তখন কেমন ছিল? আপনাদের সমস্তকিছু শুরু করতে হয় একেবারে খালি হাতে। কারা তখন মহিলা পরিচালকদের ভূমিকা গ্রহণ করত?

— প্রধানত, জনগণের ভেতর থেকে আগত নারীরা। নারীদের সামাজিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

তিরিশের বছরগুলোতে কোটি কোটি নারী কাজ করতে আরম্ভ করে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায়। উচ্চ উচ্চ পদ অধিকার ক'রে নারীরা পুরুষদের 'ছাড়িয়ে যেতে' লাগল। তখন এ ছিল এক অসাধারণ ব্যাপার। তরুণী তাতিয়ানা ফিওদরোভা মস্কোর ভূগর্ভ রেলপথ নির্মাণের কাজে যোগ দেন সাধারণ শ্রমিকা হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি হন 'ভূগর্ভ রেলপথ নির্মাণ সংস্থার' ডেপুটি ডাইরেক্টর। আমি তাঁর ওই বছরগুলোর ফোটো দেখেছি — গায়ে শ্রমিকের পোশাক, খাটো ক'রে ছাঁটা চুল, মুখে স্মিত হাসি। ফোটোতে ওই সময়ের অন্যান্য নারীদের চেহারাও ধরা পড়েছে: দেশের প্রথম স্টিম ইঞ্জিন ড্রাইভার জিনাইদা ত্রইৎস্কায়া, যিনি পরে মস্কো রেল বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন, তাঁতিনী কজলোভা — ইনি হন কভরোভ্ শহরের বয়ন কারখানার ডাইরেক্টর।

তিরিশের বছরগুলোর 'রাবোৎনিৎসা' ('শ্রমিক রমণী') পত্রিকার পাতা উল্টাতে গিয়ে আমি শাদা স্কার্ফ-পরা, রোদে-পোড়া একটি মুখ দেখতে পেলাম। ইনি মাত্রিওনা বাচেঙ্কোভা — শ্রমের লাল পতাকা অর্ডারপ্রাপ্ত যৌথখামারিণী। যৌথখামারের সভাপতিও তিনি। পৃথিবীর আর কোন দেশে এ ধরনের নারী দেখা যায় নি।

ওই সময় মেয়েরা এমন সব পেশা আয়ত্ত করার চেষ্টা করত যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষের পেশা বলে পরিগণিত ছিল।

— কী কী পেশা?

— যেমন, ট্র্যাক্টরচালিকার পেশা, যা আয়ত্ত করেছিলেন প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা। পরে তিনি দেশের প্রথম ট্র্যাক্টরচালিকা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। আন্না শ্যেতিনিনা হন বিশ্বের প্রথম মহিলা ক্যাপ্টেন। আর ১৯৩৮ সালে 'রোদিনা' ('মাতৃভূমি') নামক বিমানে ক'রে পথে কোথাও না থেমে মস্কো থেকে দূর প্রাচ্য অবধি পাড়ি জমান তিন মহিলা বৈমানিক — ভালেন্তিনা গ্রিজোদুবোভা, পলিনা ওসিপেঙ্কো ও মারিনা

রাসকোভা। এ ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তিন বৈমানিকই সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভালেন্তিনা গ্রিজোদুবোভা ও মারিনা রাসকোভা নারী বৈমানিক রেজিমেণ্টগুলোর সেনাপতিত্ব করেন।

— 'পুরুষের পেশাগুলো' যুদ্ধের সময় কাজে লেগেছিল এরূপ বলা যায় কি?

— এছাড়া কোন উপায় ছিল না, ম্যারিয়ন। নিজেই বিচার করুন: রণাঙ্গনে চলে যাওয়া পুরুষদের পরিবর্তে কোটি কোটি সোভিয়েত নারী কাজ করত জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে — তারা ছিল কলকারখানায়, খনিতে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে — যুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন মাসাধিক কাল পরে — শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত নারীর ভাগ ছিল ৪৫ শতাংশ।

দশ লক্ষাধিক নারী আয়ত্ত করে ট্র্যাক্টরচালক, কম্বাইনচালক আর যন্ত্রবিদের পেশা, ২ লক্ষাধিক নারী হয় কর্মিবাহিনীর পরিচালক, যৌথখামারের সভাপতি।

— আপনাদের দেশের রাস্তাঘাটে আমি কমলা রঙের ফতুয়া পরা মেয়েদের কাজ করতে দেখেছি। তারা সড়ক গড়ছে, রাস্তা পিচ করছে। এর কারণটি কী?

— গত যুদ্ধই হচ্ছে এর একমাত্র কারণ। হ্যাঁ ম্যারিয়ন, পুরুষরা যখন লড়ছিল তখন মেয়েরা রাস্তা গড়ছিল, রেলপথে স্লিপার বসাচ্ছিল, সড়ক পিচ করছিল। মেয়েদের ছাড়া এ সব কাজ করার মতো আর কেউ ছিল না। অথচ তা ছিল অতি প্রয়োজনীয় কাজ। বিশাল দেশের রাস্তাঘাট আর রেলপথ দিয়ে ট্যাঙ্ক, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সমেত অসংখ্য মোটরগাড়ি আর ট্রেন চলছিল রণাঙ্গন অভিমুখে। সৈনিক এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে চলছিল একটার পর একটা ট্রেন। আহতদের নিয়ে দেশের অভ্যন্তর ভাগে যাচ্ছিল সেনিটারি ট্রেন আর মোটরগাড়িগুলো। বর্তমানে রাস্তার কাজে খুব কম নারীকেই দেখা যায়।

— ঠিক কারা এখন রাস্তায় খাটে?

— যারা তরুণ বয়সে বিভিন্ন কারণে লেখাপড়া করতে চায় নি বা করতে পারে নি। আর বিয়ে ক'রে সংসার পাতার পর তারা মনে করল যে তাদের লেখাপড়ার বয়স চলে গেছে। আর রাস্তার কাজে ভাল পয়সা মেলে। এই সামান্য ব্যাপারটিকে বিশ্ব সমস্যায় পরিণত করে লাভ কী?

ম্যারিয়ন মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শুনলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন:

— নাতাশা, আপনি ট্র্যাক্টরচালিকা প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমি এই নামটি 'জীবনীমূলক বিশ্বকোষে' দেখেছি। কোথাও যেন ফোটোও দেখেছি: কাজের বিশেষ পোশাক পরিহিত হাসিমুখী মহিলা, পাশে ছোট দুটি খুকী।

— এঁরা তাঁরই মেয়ে...

— আপনি ওঁদের চেনেন?

— সম্প্রতি আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। তখন আমি প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখছিলাম। ট্র্যাক্টরচালিকার এক মেয়ে এখন সাহিত্যিক, অন্য মেয়ে ডাক্তার।

— তা প্রাসকোভিয়া কেন ট্র্যাক্টরচালিকার পেশা বেছে নিয়েছিলেন?

— দেখি বোঝাতে পারি কিনা...

প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা এবং ছয় হাজার ট্র্যাক্টরচালিকা

এই মহিলাটি আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনার জীবদ্দশায়ই তাঁর আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয় ইউক্রেনের স্তারোবেশেভো গ্রামে। এখানেই তাঁর জন্ম হয়, এখানেই তিনি সারা জীবন কাজ করেন। এই গ্রামে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের কয়েকটি প্রতিনিধিদল এসেছিল দেশের প্রথম ট্র্যাক্টরচালিকা বাহিনীর পরিচালিকা আঙ্গেলিনার অভিজ্ঞতা রপ্ত করতে। গ্রামের 'প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা মিউজিয়মটি' পরিদর্শন করেছে প্রায় ৭০ হাজার লোক, এখানে রক্ষিত আছে অনেকগুলো দলিল, চিঠিপত্র, ফোটো, পুরস্কার — তিনটি লেনিন অর্ডার ও একটি শ্রমের লাল পতাকা অর্ডার।

এই মহিলাটির ব্যক্তিত্বের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তাঁরই দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পরে সোভিয়েত দেশে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তনগুলো তাঁর অদৃষ্টকে কীভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে নামী ট্র্যাক্টরচালিকা বলেন: ''কীসের কল্যাণে' এই প্রশ্নটি ব্যতিরেকে সোভিয়েত মানুষের, আর তার মানে আমারও, জীবনের পথ অনুসরণ ও মূল্যায়ন করা কঠিন। আসল ব্যাপারটি

তো ব্যক্তিগতভাবে আমাতে নয়... কথাটি হচ্ছে এই যে আমার উন্নতি কোন ব্যতিক্রম নয়: আমি উপরে উঠেছি সমগ্র জনগণের সঙ্গে, বীরও হয়েছি সমগ্র জনগণের সঙ্গে। আসল ব্যাপারটি ঠিক এখানেই।'

প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনার জন্ম হয় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পাঁচ বছর আগে। তাঁর বয়স যখন ছ'বছর, ১৯১৮ সালের প্রথম সোভিয়েত সংবিধান জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার ঘোষণা করে। প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনার বয়স যখন সতেরো বছর, তখন ছিল প্রথম সোভিয়েত পাঁচসালাগ্নলোর সময়। জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯২৯-১৯৩২ সাল) ম্নখ্য স্থান অধিকার করে প্ন্বের্বর অন্নন্নত কৃষিপ্রধান দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সমস্যা, সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-প্রয্নক্তিগত ভিত্তি নির্মাণের সমস্যা। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের কাজে ব্হৎ এক ভূমিকা পালন করে নারীরা।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে ব্যাপক সংখ্যক মেহনতী নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপারটি তখন অতি গ্নর্নত্বপ্ন্র্ণ আকার ধারণ করে। জাতীয় অর্থনীতিতে সর্বমোট ৪৪ লক্ষ নারী এসে যোগ দেয়। এর আগে তারা কখনও উৎপাদনে অংশ নেয় নি।

১৯৩০ সালের বসন্ত কালে স্তারোবেশেভো গ্রামের যৌথখামারী নিকিতা আঙ্গেলিনের দশ সন্তানের একজন যন্ত্রবিদদের স্কুল সমাপ্তির পর ট্র্যাক্টর চালাতে শ্নর্ন করলেন। এই ভাবেই প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা প্রমাণ করেন যে ট্র্যাক্টর চালাতে পারে কেবল প্নর্নষরাই নয়, মেয়েরাও। কাজের মাধ্যমে তিনি সেকেলে সমস্ত ধারণা নাকোচ করে দেন।

প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা পরবর্তীকালে স্মরণ করেন যে ষোলআনা প্নর্নষের পেশা আয়ত্ত করার বাসনা বাস্তবায়িত করতে তাঁকে খ্নবই বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি বলেন: 'আমি যে-ট্র্যাক্টরটিতে কাজ করতাম তা খারাপ হত ক্বচিৎ — অন্তত অন্যান্যদের ট্র্যাক্টরের চেয়ে অনেক কম, আর কাজে আমি আমার বহ্ন সাথীকেই ছাড়িয়ে যাই। আমায় দেওয়া হয় 'উত্তম শ্রমিকার প্রশংসাপত্র', দামী উপহার... এবং ভাণ্ডারী হিসেবে বদলি হই তৈল নিষ্কাশন কেন্দ্রে।'

কিন্তু লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে অভ্যস্ত প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনার সে কাজ পছন্দ হল না, — তিনি আবার ট্র্যাক্টরে বসলেন।

অচিরেই স্তারোবেশেভো গ্রামে ট্র্যাক্টরচালিকাদের তালিম দেওয়ার কোর্স শুরু হল। প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা দেশের প্রথম নারী ট্র্যাক্টর-বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। ১৯৩৩ সালের বসন্তে — দুই পাঁচসালার সন্ধিক্ষণে — ট্র্যাক্টর চালানোর কাজ রপ্ত ক'রে ১০ জন তরুণী নিয়ে গঠিত তাঁর বাহিনীটি যৌথখামারের খেতে খাটতে আরম্ভ করে। এখানে এটাও উল্লেখ করতে চাই যে বাহিনীর পরিচালক হিসেবে আঙ্গেলিনা কাজ করেন ২৫ বছর।

কাজের প্রথম বছরেই নারী ট্র্যাক্টর-বাহিনী ভাল ফসলের জন্য ট্র্যাক্টরচালকদের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। আঙ্গেলিনার বাহিনীর মেয়েদের ট্র্যাক্টর সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞান ছিল, তারা কঠোর শ্রম শৃঙ্খলা মানত, জ্বালানির মিতব্যয় করত। তখন বাহিনীর মহিলা পরিচালক ও তাঁর অনুগামীদের 'কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লবী' বলে অভিহিত করা হয়। আঙ্গেলিনা ছিলেন একজন নির্ভীক ও উৎসাহী ব্যক্তি। তিনি জন্মেইছিলেন নবোদ্ভাবক হয়ে। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করতেন — তিনি যেন নারীর অতীত অনধিকারের জন্য প্রতিশোধ নিচ্ছিলেন।

প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা ছিলেন একজন প্রতিভাধর মহিলা। তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে অনেক যন্ত্রবিদ। ১৯৩৬ সাল থেকে শুরু ক'রে প্রতি মরশুমে তিনি তাঁর বাহিনীটি প্রায় পুরোপুরিভাবে বদলাতেন। তরুণী যন্ত্রবিদদের স্বনির্ভর কাজের জন্য প্রস্তুত ক'রে তিনি নতুন কর্মিদল গড়তেন, আর তাঁর প্রাক্তন ট্র্যাক্টরচালিকারা হত অন্যান্য নারী ট্র্যাক্টর-বাহিনীর পরিচালক। আঙ্গেলিনা হামেশাই নতুন জ্ঞানের অভাব অনুভব করতেন। ১৯৩৯ সালের হেমন্তে তিনি তিমিরিয়াজেভ কৃষি আকাদমিতে বক্তৃতা শুনতে আরম্ভ করেন।

ওই বছরই 'প্রাভদা' সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা দেশের নারীদের প্রতি আহ্বান জানান: 'ট্র্যাক্টর চালানোর জন্য চাই এক লক্ষ বান্ধবী।' এই আহ্বানে সাড়া দেয় এক লক্ষ নয়, দু'লক্ষ সোভিয়েত নারী এবং তারা সবাই নিজেদের কাজ না ছেড়ে ট্র্যাক্টরচালিকার পেশা আয়ত্ত করে।

তিরিশের বছরগুলোর শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীদের প্রকৃত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আঙ্গেলিনার জীবনীতে প্রতিফলিত হয়েছে নতুন নারীর, সক্রিয় স্বনির্ভর মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি। দু'বার তাঁকে সমাজতান্ত্রিক শ্রমের বীর উপাধিতে এবং একবার রাষ্ট্রীয়

পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি, কমিউনিস্ট। প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা চারটি সন্তানকে মানুষ করেন। সম্প্রতি তাঁর নাতনী পাশা আঙ্গেলিনা ট্র্যাক্টরচালিকার প্রমাণপত্র লাভ করেন।

'আমাদের পুরুষের লোকেরা খেটে খেয়েছে, তারা সহজ পথ খোঁজে নি, — প্রথম সোভিয়েত পাঁচসালাগুলোর নারীদের বিষয়ে বলতে গিয়ে লেখেন আঙ্গেলিনা। — জীবনে যা সবচেয়ে সুন্দর তা হচ্ছে মাতৃভূমির কল্যাণে আত্মোৎসর্গী শ্রম।'

চিত্রাভিনেত্রী হলেন আকাদমিশিয়ান

সোভিয়েত আজারবাইজানের নাট্যশিল্পের জনক কবি জাফার জাবার্লি ১৯২৮ সালের রৌদ্রস্নাত এক দিনে বাকু শহরের রাস্তা ধরে চলার সময় ভাবতেও পারেন নি যে অবশেষে তিনি সেই অপরিচিত তরুণীটিরই সাক্ষাৎ পাবেন যাঁকে তিনি অনেক কাল ধরে খুঁজছিলেন। বোরখাবিহীন আজারবাইজানী তরুণীটি তাঁর দিকে আসছিলেন, হাতে বই ভর্তি একটি ব্যাগ। তরুণী স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তিনি অচিরেই হবেন বিখ্যাত এক চিত্রাভিনেত্রী। তাঁর নামটি ছিল ইজ্জেত।

এই সাক্ষাতের বিষয়ে খোদ ইজ্জেত ওরুজেভার কথাই শোনা যাক (তিনি মস্কো এসেছিলেন এক সিম্পোজিয়মে অংশগ্রহণের জন্য এবং এক ঘণ্টারও বেশি সময় আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন):

— কবি আমার কাছে এলেন, নিজের নাম বললেন এবং বাকুর চলচ্চিত্র স্টুডিওতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি দেখতে চান আমার দ্বারা অভিনয় হবে কি না। তাঁর লেখা কাহিনীর নায়িকার নাম ছিল সেভিল। আমায়ই ওই ভূমিকাটি দেওয়া হল।

— কাহিনীটি কী নিয়ে?

— আজারবাইজানী নারীর অদৃষ্ট নিয়ে, যে-নারীকে মুসলমান ধর্ম এমনকি মানুষ বলেও গণ্য করত না। সে ১৯২০ সালের ঘটনা। বোরখা পরিহিত, নিরক্ষর, স্বামী পরিত্যক্ত, ভীতসন্ত্রস্ত সেভিল একেবারে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত...

কিন্তু যখন সে জানতে পারল যে আজারবাইজানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত

সোভিয়েত ক্ষমতা এমনকিছু নতুন আইন গ্রহণ করেছে যা মেয়েদের লেখাপড়া কারার, কাজ করার ও স্বনির্ভরতা অর্জন করার অধিকার দিচ্ছে, তখন সে নারীর দাসত্বের প্রতীক তার বোরখাটি খুলে ফেলে দিয়ে শিক্ষালাভের জন্য মস্কো চলে যায়...

— তা আপনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সম্মতি দিয়েছিলেন?

— প্রথমে দিই নি। মা-বাবা ভীষণ আপত্তি জানান। এক কথায়, তা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না — প্রজাতন্ত্রের প্রথম চিত্রাভিনেত্রী হওয়ার সিদ্ধান্তটি নিয়ে আমায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

এ ব্যাপারে আমায় সাহায্য করেন জাফার জাবার্লি এবং খোদ জীবন! নিজেই বিচার করুন: আজারবাইজানের নারীদের প্রথম কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে লেখাপড়া জানতেন কেবল তিন জন, আর প্রায় ৩০০ জন ছিল নিরক্ষর। এরূপ অবস্থা ছিল আমার জন্মভূমির সর্বত্র, সেই জন্যই ২০-এর বছরগুলোর গোড়াতে প্রজাতন্ত্রে খোলা হয় তরুণীদের জন্য স্কুল, নারী ক্লাব যেখানে লেখাপড়া শেখানো হত, চিকিৎসা ও শিশু লালনপালন সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হত, যে-সমস্ত আইন নারীদের সমানাধিকার দেয় তা ব্যাখ্যা করা হত। মুসলমান মেয়েরা তখন কলকারখানায় কাজ করতে লাগল, স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে শুরু করল। আমি আর আমার নায়িকা সেভিলও ইনস্টিটিউটে ভর্তি হলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ওই ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হয়েছিলাম।

— ফিল্মটি কেমন হয়েছিল?

— ফিল্মটি খুব সফল হয়েছিল। আমার মনে আছে, মেয়েরা, নারীরা ফিল্ম দেখার পর সরাসরি সিনেমা হলের ভেতরেই বোরখা খুলে ফেলে দিয়ে অনাবৃত মুখে বাইরে বার হতে থাকে। এরূপ ঘটে কেবল বাকুতেই নয়, আজারবাইজানের বহু শহর আর গ্রামেও।

তখন আমি আজারবাইজানী নারীর মুক্তির জন্য সংগ্রামের অংশগ্রহণকারী হয়ে অতি ভাল কাজ করেছি বুঝতে পেরে নির্দ্বিধায় অন্য একটি ছবিতেও অভিনয় করলাম। এটির নাম ছিল — 'আলমাস'। এবারও ছবির দৃশ্য রচনা করেন জাবার্লি এবং তার বিষয়বস্তু ছিল একই — আজারবাইজানী নারীর মুক্তি।

পত্রপত্রিকার মতে, দুটো ভূমিকাই চমৎকার উৎরেছে। তবে আমি মনে করি, বহু আজারবাইজানী তরুণীই সাফল্যের সঙ্গে সেভিল আর আলমাসের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারত। তার কারণ, ওই

বছরগুলোতে তারা তাদের সামাজিক ও আত্মিক মুক্তির আস্বাদ লাভ করেছিল।

— আজকের আজারবাইজানী নারীর বিষয়ে আপনি কী বলতে পারেন?

— ৩৫ বছর আগে আজারবাইজান এ নিয়ে গর্ব করত যে তার সমগ্র জনগণ সাক্ষরতা অর্জন করেছে, এবং তা প্রযোজ্য ছিল সর্বাগ্রে নারীদের ক্ষেত্রে। আর এখন আজারবাইজানী নারীদের মধ্যে আছেন অনেক পার্টি কর্মী, ট্রেড-ইউনিয়ন ও রাষ্ট্র কর্মী। বর্তমানে ডাক্তারদের মধ্যে ৬২ শতাংশ নারী, শিক্ষকদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ, বৈজ্ঞানিক কর্মীদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ।

— আজ আপনি আজারবাইজান বিজ্ঞান আকাদমির আকাদমিশিয়ান, ভূষিত হয়েছেন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে, লেনিন অর্ডারে, শ্রমের লাল পতাকা অর্ডারে, সম্মানের পদকে। কিন্তু আপনি অভিনেত্রীর পেশাটি ছেড়ে দিয়েছেন কেন?

— আমার চিরকালের স্বপ্ন ছিল আমি রসায়নবিদ-প্রকৌশলবিদ হব। চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সময় আমি কখনও সে-কথা ভুলি নি। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। ৪০ বছরেরও বেশি কাল ধরে আমি কাজ করছি আজারবাইজান বিজ্ঞান আকাদমির এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউটে। ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করার পর আমি গবেষণাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছি।

— কোন্ ক্ষেত্রে আপনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাচ্ছেন?

— আমাদের প্রজাতন্ত্রে প্রচুর পরিমাণ তেল রয়েছে, এবং আমার সমস্ত গবেষণাকার্যই তৈল পরিশোধন, তৈল-রসায়ন আর যন্ত্রনির্মাণের সঙ্গে জড়িত।

— আপনার হাতে রয়েছে অনেক বৈজ্ঞানিক কাজ, ঘরসংসারের দায়িত্ব। এতকিছু সামলান কী ক'রে?

— আমার ছেলে ইলমাজ দিনের বেলা শিশু লালনাগার আর কিন্ডারগার্টেনে কাটাতো, যখন স্কুলে পড়ত তখন ছুটির পর আরও কয়েক ঘণ্টা সে ওখানে বিশেষ গ্রুপে থাকত। কর্মরত মায়ের জন্য এ হচ্ছে রাষ্ট্রের কাছ থেকে বড় রকমের সাহায্য। ইলমাজ আমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে — সেও রসায়নবিদ-প্রকৌশলবিদ। এখন নাতিদেরও দেখাশোনা করছি। আমার দুই নাতি। শিগগিরই সত্তর বছর পূর্ণ হবে।

— তার মানে, আইন অনুসারে ১৫ বছর আগেই আপনি অবসর গ্রহণ করতে পারতেন?

— হ্যাঁ পারতাম বৈকি। বাড়িতেও সব সময় ওরা আমায় বলে: এবার পেন্সন নিয়ে একটু বিশ্রাম কোরো... কিন্তু আমার কাজটি হচ্ছে খুবই চিত্তাকর্ষক, সৃজনশীল। আমার অনেক পরিকল্পনা আছে যা বাস্তবায়িত হলে মানুষের উপকারে লাগতে পারে। তাই আমি অবসর গ্রহণ করতে রাজী নই। আমাদের ককেশাসে লোকে বলে: 'তুই যাকিছু দিয়েছিস তার মালিক তুই-ই।'

পৃথিবী, মহাকাশ এবং নিজের সম্পর্কে ভালেরিয়া ত্রইৎস্কায়া

দিনটি ছিল অনেকটা অদ্ভুত। ম্যারিয়ন ও আমি গাড়িতে ক'রে ভূ-পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটে যাচ্ছিলাম (ইংলণ্ড থেকে আগত অতিথিনী একজন মহিলা ভূ-পদার্থবিদের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিতে অনুরোধ জানান), কিন্তু আমরা গিয়ে পেঁাছলাম বিমান বন্দরে। বলছি কেন।

...ভালেরিয়া ত্রইৎস্কায়ার অফিস ঘরে আমরা একদল পুরুষকে দেখতে পেলাম। তাঁরা বিভিন্ন ফর্মুলা লেখা একটি সবুজ বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে তর্ক করছিলেন। লেখার টেবিলটি খালি। আমাদের বলা হল, অধ্যাপিকা ত্রইৎস্কায়া কিছুক্ষণ আগে বিমান বন্দরে চলে গেছেন: জরুরী কাজে ওস্‌লো যাচ্ছেন।

এই মহিলাটির বিষয়ে আমি অনেক শুনেছি। তিনি হচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির ভূ-পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের একটি বিভাগের এবং ইয়ারোস্লাভ্‌ল জেলার বোরক-এ অবস্থিত ভূ-পদার্থবিদ্যা মানমন্দিরের পরিচালক, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির ভূ-চুম্বকত্ব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক পরিষদের সভাপতি। একাধিক বার আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি। কিন্তু সদাব্যস্ত ভালেরিয়া ত্রইৎস্কায়া প্রতি বারই কাজে বিদেশে ছিলেন: লণ্ডনে, টোকিও-য়, লস্‌-অ্যাঞ্জেলেসে...

ত্রইৎস্কায়ার সহকর্মীরা আমাদের বললেন: আপনারা বরং বিমান বন্দরে চলে যান। মেঘলা, কুয়াশাচ্ছন্ন দিন, প্লেন ছাড়তে দেরি হতে পারে।

খারাপ আবহাওয়া জীবনে এই প্রথম আমার সহায় হল: ওস্‌লো অভিমুখী ফ্লাইট সত্যিই দু'ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে।

...ভালেরিয়া ত্রইৎস্কায়া ইণ্টারভিউ দিতে রাজী হলেন। আমাদের অনুরোধে তিনি মোটেই বিস্মিত হলেন না। কাচের দেয়ালের কাছে একখানি আরাম চেয়ারে বসে পড়লেন। বাইরে ঘন কুয়াশা।

— আপনি কেন ভূপদার্থবিদ হয়েছেন? — জিজ্ঞেস করলাম আমি।

— ভূ-পদার্থবিদ্যা আমায় আকৃষ্ট করেছে তার বহুমুখী গুণাবলির দ্বারা: তার সম্পর্ক রয়েছে ভূতত্ত্বের সঙ্গে, আবহবিদ্যা ও সমুদ্রবিদ্যার সঙ্গে, ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে প্লাজমা-পদার্থবিদ্যার সঙ্গে, মহাকাশ গবেষণার সঙ্গে। বিজ্ঞান হিসেবে ভূ-পদার্থবিদ্যা স্বীকৃতি লাভ করে সম্প্রতি — বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে।

আমি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম। পড়াশোনা শেষ করেছি ১৯৪০ সালে। নিজের বয়স লুকোই না। আমি সোভিয়েত দেশের সমবয়সী। ৬০ বছরের কিছু বেশি।

— সোভিয়েত নারীরা যে 'পুরুষের পেশা' রপ্ত করছে তার কারণটি কী? তাতে কি নারীর নারীত্ব খর্বিত হচ্ছে না?

— মোটেই না। 'পুরুষের পেশা' যে আয়ত্ত করতেই হবে এমন কোন লক্ষ্য নারীদের নেই। নারীরা ইতিহাসে এই প্রথম জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজেদের সমতা প্রতিষ্ঠিত করার, পছন্দমতো কাজ বাছার ও আপন দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছে। রহস্যটা এখানেই। যখন আমি বিদেশে যাই তখন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নারীদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে বৈজ্ঞানিক কর্মীদের মধ্যে ৪০ শতাংশই যে নারী এ কথা শুনলে তাদের বিস্ময়ের শেষ থাকে না। পরিসংখ্যান তথ্যের ভিত্তিতে বলতে পারি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ডি. এস-সি ডিগ্রি প্রাপ্ত নারীর সংখ্যা বর্তমানে ৫১০০, আর মহিলা প্রফেসর, কোরেসপণ্ডিং সদস্য ও আকাদমিশিয়ানের সংখ্যা — ২৭০০।

বর্তমানে ভালেরিয়া ত্রইৎস্কায়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তিনি ভূ-চুম্বক ক্ষেত্রের সূক্ষ্ম গঠন নিয়ে গবেষণা করছেন। আমি জানতে চাইলাম কী দিয়ে তিনি শুরু করেন।

— শুরু করি ভূকম্পের পূর্বাভাস দানের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা দিয়ে। দেশের যে-সমস্ত অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রকোপ রয়েছে আমি সেখানকার বৈদ্যুতিক ও চুম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের কাজ আরম্ভ করি। আমায় আকৃষ্ট করে চুম্বক ক্ষেত্রের সেই সমস্ত কম্পন যা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। আমি তা নিয়ে গবেষণা করতে লাগলাম। 'পৃথিবীর

হৃৎস্পন্দন' শুনে শুনে আমি এমন সব নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করলাম যা পৃথিবী সান্নিধ্য মহাজাগতিক মণ্ডলের জটিল গঠনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। কথাটি অদ্ভুত শোনালেও সত্যি।

ষাটের বছরগুলোতে, যখন মহাকাশে রকেট প্রেরণের যুগ শুরু হয়, গবেষকরা পৃথিবী থেকে পৃথিবী সান্নিধ্য মহাকাশ মণ্ডলের নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। পৃথিবীতে চুম্বক ক্ষেত্রের বিভিন্ন পরিবর্তন ও দ্রুত কম্পনের চরিত্র অধ্যয়ন ক'রে — এবং এ কাজটি খুব কম খরচেই সম্পন্ন হয় — আমরা পৃথিবী সান্নিধ্য মহাকাশ মণ্ডলের গঠনে পরিবর্তন ডেকে আনতে পারি। এই সমস্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ ক'রে, উদাহরণস্বরূপ, মহাকাশযান প্রেরণের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা যায় যখন মহাকাশচরদের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

সমস্যার অন্য একটি দিক। নিরবচ্ছিন্নভাবে মহাকাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের দেহযন্ত্রের উপর স্বাভাবিক চুম্বক ক্ষেত্রের কম্পনগুলোর প্রভাবের রহস্য বোঝা সম্ভব হয়। যেমন, লক্ষ্য করা গেছে যে চুম্বক ঝড়ের সঙ্গে জড়িত রয়েছে পৃথিবীবাসীদের হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা বৃদ্ধি। আমরা আশা করি যে ওই সময়গুলোর পূর্বাভাস দিয়ে আমরা চিকিৎসকদের সাহায্য করতে পারব। তাতে তাঁরা যে-সমস্ত ব্যক্তি হৃদ্‌রোগে ভুগছে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন।

— তাহলে বলছেন মহাকাশ, পৃথিবী সান্নিধ্য মহাকাশ মণ্ডল...

— কিন্তু আমাদের জানা উচিত পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগও কীভাবে গঠিত, ভূগর্ভে গবেষণার ব্যাপারটি আমায় বিশেষ আকৃষ্ট করে। কিন্তু কীভাবে? আমি সমুদ্র গর্ভে চুম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের চরিত্র 'স্পর্শ' করার সিদ্ধান্ত নিই। বিদেশী সমকর্মীরা আমায় ভূমধ্যসাগরে এক যৌথ সোভিয়েত-ফরাসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বলেন। আমি ও আরও দুজন গবেষক বিশেষ ডুবো জাহাজের ভেতরে স্থাপিত বদ্ধ একটি কক্ষে ক'রে আড়াই হাজার মিটার গভীরে নামলাম। পরীক্ষাটি চলে বারো ঘণ্টা — আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিমাপ কার্য সম্পন্ন করি এবং সমুদ্রের একেবারে তলদেশে পৌঁছে আবার তীরে উঠে আসি।

— আপনি কী উদ্দেশ্যে নরওয়ে যাচ্ছেন?

— সোভিয়েত-নরওয়ে পরীক্ষার কাজে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং নরওয়েতে একই মধ্যরেখায় অবস্থিত স্টেশনগুলোতে কিছু যৌথ গবেষণা চালাতে হবে। আমরা ভূ-পদার্থবিদ্যার অনেকগুলো বিশেষ সমস্যা সমাধান করতে পারব বলে আশা রাখি। এতে দুই দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় হবে। আমি আগেই বলেছি, 'আমার' ভূ-পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রটি অপেক্ষাকৃত নতুন, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে আমাদের পেছন পেছন পৃথিবীর চুম্বক মণ্ডল গবেষণার কাজ আরম্ভ করেছে দেশবিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক সংগঠন। এক্ষেত্রে জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, কানাডা, জাপান এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বিজ্ঞানীরা বেশকিছু সাফল্য অর্জন করেছেন।

ভূপৃষ্ঠ থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার গভীরে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ঘটমান প্রক্রিয়াগুলো অধ্যয়ন করা সম্ভব কেবল বহু দেশের বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রয়াসে। কোন একজন ভূ-পদার্থবিদের পক্ষে তা করা অসম্ভব।

— জীবন সম্পর্কে আপনার মতামত?

— মানুষকে 'মাপা হয়' অতিক্রান্ত বাধাবিপত্তির দ্বারা। আমার প্রিয় ফরাসি বৈমানিক ও লেখক সেন্ত-একজিউপেরি একবার বলেছিলেন: 'পৃথিবী আমাদের সাহায্য করে নিজেদের বুঝতে, কোন বই-ই তা করতে পারবে না। তার কারণ — পৃথিবী আমাদের প্রতিরোধ দান করে।'

— ভূ-পদার্থবিদ্যা ছাড়া আর কোনকিছু আপনি ভালবাসেন কি?

— গানবাজনা ভালবাসি (ছোটবেলা এমনকি পিয়ানোবাদিকাও হতে চেয়েছিলাম), ওয়াটার স্কিতে চড়তে ভালবাসি, টেনিস খেলি...

ভালেরিয়া ত্রইৎস্কায়ার সঙ্গে আরও দুজন ব্যক্তি ছিলেন — একজন পুরুষ ও অন্যজন নারী। তাঁরা ত্রইৎস্কায়াকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন বিমান বন্দরে। ওঁদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি:

— কন্যা কাতিয়া ও পুত্র পিওতর। ওরা আমার যমজ সন্তান, দুজনেই ভূ-পদার্থবিদ্যা বেছে নিয়েছে।

... বিমানটি চলে গেল। তরুণ ভূ-পদার্থবিদদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে পিওতর ভূগর্ভস্থ ব্যাপারস্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান, তিনি ভূকম্পবিদ, আর কাতিয়া অধ্যয়ন করেন সমুদ্রের তলদেশ, তিনি কাজ করেন সাগরবিদ্যা ইনস্টিটিউটে। বৈজ্ঞানিক-গবেষণামূলক

জাহাজে ক'রে তিনি আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে, জাপান ও ভূমধ্যসাগরে কাজ করেছেন। পদার্থ-গণিতবিদ্যায় ক্যাণ্ডিডেট অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভ ক'রে তিনি ভাইকেও 'ছাড়িয়ে' গেছেন।

ট্রেন চালাচ্ছেন ড্রাইভার সলোভিওভা

প্রতিদিন ভূগর্ভ রেলের ট্রেনে বসেন ৩৪ বছর বয়সী মস্কোবাসিনী নিনা সলোভিওভা। তিনি ড্রাইভার। মাথায় টুপি, পরনে কালো স্যুট, আস্তিনে সোনালী তারকা (সেরা ড্রাইভারের পরিচয়-চিহ্ন)। এর সঙ্গে যোগ করুন তাঁর বিশেষ শক্তি। হঠাৎ কোন সংকট দেখা দিলে তিনি সেই শক্তি ব্যবহার করবেন, এবং তা ব্যবহার করতে হবে নির্ভুলভাবে। তিন মিনিটের মধ্যে, এক সেকেণ্ডও বেশি নয়: ড্রাইভারের হাতে হাজার হাজার লোকের জীবন।

নিনা সলোভিওভা আমাদের বলেন: 'প্রকৃত ড্রাইভার হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে 'প্রকৃত সংকট' অতিক্রম করেছে — যেমন ধরুন, সুড়ঙ্গের ভেতরে ট্রেন থেমে গিয়েছিল, — এবং হতবুদ্ধি হয়ে যায় নি, মনোবল হারায় নি, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভালয় ভালয় ট্রেনটি বাইরে নিয়ে আসতে পেরেছে।'

সলোভিওভার স্বামী ভ্লাদিমিরও উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ড্রাইভার। তিনিও স্ত্রীর মতো একই ডিপোতে কাজ করেন, ট্রেনও চালান ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সেই একই সার্কুলার লাইনে। পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে স্বামীরই মতো নিনাও চতুর্থ শ্রেণীর ড্রাইভার থেকে প্রথম শ্রেণীর ড্রাইভারের পদে পৌঁছেছেন।

— কী ক'রে আপনি ড্রাইভার হলেন? — নিনা সলোভিওভাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম তাঁর বিরতির সময়ে (ভূগর্ভ রেলের ড্রাইভাররা কাজ করে ৬ ঘণ্টা; প্রতি আড়াই ঘণ্টার পর আধ-ঘণ্টার বিশ্রাম)। ম্যারিয়ন ও আমি নারীদের জন্য আরামদায়ক বিশ্রাম কক্ষে বসে কথা বলছিলাম।

— প্রথমে আমি শিক্ষিকা হতে চেয়েছিলাম, পরে স্টিউয়ার্ডেস, — জবাব দেন নিনা। — কিন্তু স্কুল শেষ করার পর ঠিক করলাম ভূগর্ভ রেলেই যাব। পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাব। আমার মা ২৫ বছর ভূগর্ভ

রেলে কাজ করেছেন। বাবাও যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আবার ভূগর্ভ রেলেই যোগ দিলেন। তিনি ছিলেন স্টেশন মাস্টার। তাই আমি কেন বাদ পড়ব?

আমায় নেওয়া হল। আমি ইলেক্‌ট্রমেকানিক্সের কোর্স শেষ করলাম। শান্তিতে ও ঝামেলা ছাড়া দু'বছর কাজ করলাম। আমার চোখের সামনে দিয়ে কত ট্রেন চলে যেত। আমি প্লেটফর্মের ক্যাবিনে বসে ট্রেনগুলোর পেছন পানে তাকিয়ে থাকতাম, ড্রাইভারদের মনে মনে হিংসা করতাম। আর মা আমায় বলতেন: 'ও কাজ তোর দ্বারা হবে না, ও পুরুষের কাজ। তুই ভীষণ অমনোযোগী, অগোছালো, এমনকি নিজের জিনিসপত্রের দিকেই তোর কোন খেয়াল থাকে না...'

মা ঠিকই বলতেন। কিন্তু আমি নিজের দোষগুলো দমন ক'রে ট্রেন ড্রাইভারই হতে চেয়েছিলাম। ভাবতাম, প্রতিদিন সকালে ডিপো থেকে নীল ট্রেন নিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাব, সময়মতো স্টেশনে পেঁছাব, অনুভব করব 'আমি কত শক্তিশালী'।

আমি জানতাম: পুরুষের পেশাগুলো — অর্থাৎ বৈমানিক, জাহাজের ক্যাপ্টেন, ভূতত্ত্ববিদ আর ড্রাইভারের পেশা সোভিয়েত নারীরা বহু আগেই আয়ত্ত করে ফেলেছে। আমার ডিপোতে কাজ করতেন বিশ্বের প্রথম মহিলা ড্রাইভার আলেক্সান্দ্রা কিরিলভা, যিনি সহকারী ছাড়াই ট্রেন চালাতেন। তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমার দ্বারা কখনও তা সম্ভব হবে না।

তবে আমি ধীরে ধীরে আপন লক্ষ্যের দিকে এগুই। প্রথমে শেষ করি ড্রাইভারের সহকারীর কোর্স; ট্রেনে কাজ আরম্ভ করি। পরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করি ট্রেনের সমস্ত সাজসরঞ্জাম, মেশিনপত্র, সিগন্যাল-ব্যবস্থা ইত্যাদি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ড্রাইভারের প্রমাণপত্র লাভ করি।

সাত বছর আমি ট্রেন চালাচ্ছি। চার বছর আগে সহকারী ছাড়া কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। ট্রেড-ইউনিয়ন কমিটি আমার প্রস্তাব সমর্থন করল। তখন থেকেই একা ট্রেন চালাচ্ছি। এরূপ কাজ আমার ভাল লাগে। উপলব্ধি করি যে আমি কেবল নিজের পরিবারেরই সেবা করছি না, জনসাধারণেরও সেবা করছি...

— ক্লান্তি বোধ করেন? — জিজ্ঞেস করি আমি।

— কাজ করলে সবাই ক্লান্ত হয়। দিন হয় বিভিন্ন রকমের, শারীরিক অবস্থাও সর্বদা এক থাকে না। তবে আমাদের কাজের

পরিবেশ চমৎকার। অন্য একটি ব্যাপারও গুরুত্বপূর্ণ — কাজের সময় মানসিক অবস্থা। আমাদের কর্মিদলটি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন, সর্বদা পরস্পরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

— নিনা, মাসে আপনি কত রোজগার করেন?

— আমি পাই ৩০০ রুবল, আমার স্বামীও ঠিক ততটা।

— মস্কোর ভূগর্ভ রেলে মহিলা ড্রাইভার কত জন?

— ৬৪ জন, (আর সহকারী সহ —১৮৩ জন)।

— মেয়েদের ট্রেন ড্রাইভার হওয়াটা কি প্রয়োজন? — আমি জিজ্ঞেস করলাম মস্কো শহরের ভূগর্ভ রেল কর্মীদের ট্রেড-ইউনিয়ন কমিটির সম্পাদিকা ল্যুবোভ বগোমোলোভাকে।

তাঁর উত্তরটি হচ্ছে এরূপ:

— অবশ্যই ড্রাইভারের কাজ সহজ কাজ নয়। সোভিয়েত নারীরা এই পেশা আয়ত্ত করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে, যখন পুরুষরা ফ্রন্টে চলে গিয়েছিল। তখন থেকেই এই কাজে মেয়েদের দেখা যাচ্ছে, যদিও বছরে বছরে 'পুরুষের পেশাটি' আয়ত্ত করতে আগ্রহী মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে ইচ্ছা অনুযায়ী মেয়েদের কাজ বাছার অধিকার আছে এবং কেউ তাদের এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। এ কথা সত্যি যে নারীদের স্বাস্থ্য রক্ষার কথা বিবেচনা ক'রে কিছুটা বাধানিষেধ এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর শ'খানেক পেশায় মেয়েদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। রাষ্ট্রীয় এবং ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাসমূহ কর্তৃক তা নিষিদ্ধ। ড্রাইভারের পেশা তার মধ্যে পড়ে না, তবে খুবই সম্ভব যে ভবিষ্যতে এই পেশাটিও ওই তালিকাভুক্ত হবে।

— সে হচ্ছে ভবিষ্যতের কথা। তবে আজ ড্রাইভার হতে আগ্রহী নারীপুরুষের সমান সম্ভাবনা আছে কি?

— আছে। এ কাজে কর্মী মনোনয়নের বিশেষ এক ব্যবস্থা রয়েছে। তা অনুযায়ী, প্রত্যেক স্বাস্থ্যবতী নারীই বিশেষ কোর্স শেষ ক'রে পরীক্ষা দেওয়ার পর ড্রাইভার হতে পারে। তবে তার জন্য এক ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, দক্ষতাও থাকতে হবে।

— তবে এ কাজে নারীর পক্ষে বেশি দূর এগুনো হয়তো সহজ নয়?

— সবই নির্ভর করে খোদ নারীর উপর। ইচ্ছে থাকলেই তারা হামেশা তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে, প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি অধ্যয়ন করতে পারে। যেমন, নিনা সলোভিওভার কথাই ধরুন। বিশেষ কোর্স শেষ করে তিনি ড্রাইভার-ইনস্ট্রাক্টর হতে পারেন। ইচ্ছে হলে কাজ না ছেড়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সমাপ্ত করতে পারেন — তখন তাঁর পক্ষে ভূগর্ভ রেলের যেকোন উপ-বিভাগে ইঞ্জিনিয়র হিসেবে কাজ করা সম্ভব হবে। স্টেশন মাস্টার আর প্রধান ইঞ্জিনিয়রও হতে পারেন। তাঁর কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা মোটেই সীমিত নয়।

— কিন্তু নারীর সমানাধিকার মানে প্রাধান্যও বটে। মহিলা ড্রাইভারদের প্রাধান্য কীসে?

— মহিলা ড্রাইভারদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা আছে। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের ট্রেন চালানোর কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সহজ কাজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বেতন সমানই থাকে। সন্তান জন্মের পর (যতদিন পর্যন্ত তার দু'বছর পূর্ণ না হচ্ছে) মহিলা ড্রাইভার আর সহকারীরা কাজ করে কেবল দিনের বেলা। পেন্সনের ক্ষেত্রেও মহিলা ড্রাইভারদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। কোন নারী সামান্য অসুস্থতা বোধ করলেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিকে পাঠানো হয়, সবেতন ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ভূগর্ভ রেলের স্বাস্থ্যনিবাস আর রোগপ্রতিষেধক কেন্দ্রগুলোতে কর্মীদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করার সময় নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ওখানে — কাজ না ছেড়ে —২৪ দিন চিকিৎসাধীন থাকা যায়। স্বাস্থ্যনিবাস আর রোগপ্রতিষেধক কেন্দ্রগুলোতে লোকেদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় বিনামূল্যে কিংবা অতি সামান্য খরচে — কুল্লে ১৬ রুবল দিয়ে।

সাধারণ স্বাস্থ্যনিবাসে এবং মা ও শিশুর চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত বিশেষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতেও থাকার ব্যাপারে (বিনামূল্যে কিংবা এক-তৃতীয়াংশ মূল্য নিয়ে) নারীদের সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে আমি জানি যে সলোভিওভার পরিবার স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না: ওঁরা সবাই স্বাস্থ্যবান লোক।

* * *

...কাজ শেষ। নিনা আমাদের তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। তিন কামরার বড় ফ্ল্যাট। গৃহকর্ত্রী ড্রাইভারের স্যুট ছেড়ে সুন্দর একটি সান্ধ্য পোশাক পরলেন। তারপর আমরা চা খেতে বসলাম। পুরো পরিবার চা খাচ্ছিল। ম্যারিয়ন চা খেতে খেতে নিনার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

— কাজের পরে এবং ছুটিতে আপনি কী করেন? — জিজ্ঞেস করেন তিনি।

— অবসর পেলেই স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাই। পেশাই আমাদের গতিশীল করে তুলেছে। প্রকৃতিকে ভালবাসি, নির্মল বাতাসে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি। ভ্রমণ করতে ভালবাসি। সর্বদা স্থান পরিবর্তন করতে চেষ্টা করি। ছুটির সময় আমরা — আমার স্বামী, ছেলে ও আমি — কোথাও-না-কোথা যাই। বহুবার ক্রিমিয়ায় গিয়েছিলাম। ককেশাস, মোল্‌দাভিয়া, কারেলিয়া আর বল্টিক সাগরেও যাওয়া আছে। বার কয়েক লেনিনগ্রাদেও গিয়েছি — হার্মিটেজ মিউজিয়ম দেখেছি।

প্রায়ই মস্কোর ত্রেতিয়াকোভ চিত্রশালায় যাই। বার কয়েক ওখানে গিয়েছি আমার ছেলে সেরিওজার ক্লাশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ওদের সঙ্গে থিয়েটারে, ঐতিহাসিক মিউজিয়মে গিয়েছি। গত আট বছর ধরে আমি স্কুলের অভিভাবক কমিটিতে কাজ করছি। শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে সহায়তাদানের জন্য স্কুল থেকে প্রশংসাপত্র পেয়েছি। তা নিয়ে আমি খুবই গর্বিত।

আমি চাই আমার ছেলে যেন সৎ, শ্রমশীল ও উদার হয়। সে-ও আমাদেরই মতো ভূগর্ভ রেলে কাজ করতে চায়।

'মহাকাশের কাছে নারীপুরুষ সবাই সমান'

১৯৬৩ সালের জুন মাসে ভালেন্তিনা তেরেশ্‌কোভা নামে এক সোভিয়েত তরুণী — প্রাক্তন তাঁতিনী — 'ভস্তক-৬' মহাকাশযানে ক'রে মহাশূন্য অভিযানে গিয়েছিলেন। 'মহাকাশের গৃহিণী', 'শতাব্দীর নারী' ইত্যাদি বলে তাঁকে অভিহিত করে বিশ্বের পত্রপত্রিকা।

আর ভালেন্তিনা তেরেশ্‌কোভা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশী সংবাদদাতাদের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

— মহাকাশের কাছে নারীপুরুষ সবাই সমান... আমার সঙ্গের অন্যান্য বান্ধবী মহাকাশচরদেরও চমৎকার শারীরিক ও প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি ছিল। তাদের প্রত্যেকেই আমারই মতো মহাকাশে যেতে পারত... কিন্তু কাউকে তো প্রথম হতে হবে...

* * *

ভালেন্তিনার জন্ম হয় ১৯৩৭ সালে, প্রাচীন রুশ শহর ইয়ারোস্লাভ্‌লের নিকটস্থ এক গ্রামে। তাঁর মা-বাবা — যৌথখামারী। বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লড়াইয়ে নিহত হন। মা একা তিন সন্তানকে মানুষ করেন।

তেরেশ্‌কোভার কর্মজীবন শুরু হয় সাধারণভাবে। স্কুল শেষ করার পর ইয়ারোস্লাভ্‌লের টায়ার কারখানায় চাকুরি নিলেন। তারপর 'ক্রাস্‌নি পেরেকোপ' নামক কাপড়-কারখানায়। কাজে থেকে লঘু শিল্পের টেকনিকেল কলেজের কোরেসপণ্ডেন্স কোর্স শেষ করেন। ভালেন্তিনা কারখানার যুব কমিউনিস্ট সংগঠনের সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, প্রাণোচ্ছল তরুণীটি ইয়ারোস্লাভ্‌ল ফ্লাইং ক্লাবের সদস্য হলেন। সর্বমোট ১৬৩ বার প্যারাশ্যুটের সাহায্যে বিমান থেকে অবতরণ করেন। প্যারাশুট ক্রীড়ায় তিনি প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের খেতাব অর্জন করেন।

এ হচ্ছে বিশ্বের প্রথম মহাকাশচরদ্বয় ইউরি গাগারিন আর গের্মান তিতোভের মহাশূন্য অভিযানের সময়কার কথা। 'মহাকাশচর হওয়ার বাসনা আমায় পেয়ে বসে, — স্মরণ করেন তেরেশ্‌কোভা। — এই বাসনাটি এতই প্রবল ছিল যে কোন কাজেই আমার মন বসত না।' ভালেন্তিনা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন না। মহাকাশচর প্রস্তুতি কেন্দ্র — 'জ্‌ভিওজ্‌দ্‌নি গরোদক' ('নক্ষত্র নগরী')-এ আমন্ত্রিত তরুণীদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম।

ওই দিনগুলোর বিষয়ে তেরেশ্‌কোভা বলেছেন:

'মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রস্তুতির সময় আমি ও আমার বান্ধবীরা কেবল তত্ত্বগত প্রশ্নাদি নিয়েই মাথা ঘামাই নি। রকেট ও মহাজাগতিক

প্রযুক্তি অধ্যয়নের কাজে এবং মহাকাশযান পরিচালনার সঙ্গে জড়িত ব্যবহারিক বিষয়াদিতেও বিশেষ মনোযোগ দিই।

...মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রস্তুতির সময় আমি বৈমানিক হই। জীবন প্রমাণ করল যে মহাকাশের দ্বার নারীপুরুষ উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত।

...আমার মহাকাশযান ৪৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে (১৯৬৩ সালের ১৬-১৯ জুন) এবং সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে। পূর্ব নির্ধারিত অঞ্চলেই — কাজাখস্তানের স্তেপে — আমি অবতরণ করেছিলাম।

'ভস্তক-৬' মহাকাশযানে ক'রে উড়ার সময় আমি আমাদের সুন্দরী পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম: আমাদের সবার গৃহ — এই নীল পৃথিবীটা যেন কখনও পারমাণবিক যুদ্ধের আগুনে ভস্মীভূত না হয়...

সোভিয়েত অর্থনীতিতে এবং সোভিয়েত জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনে ইতিমধ্যেই মহাকাশ গবেষণার সুফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে এটা উল্লেখ করতে হয় যে মহাকাশ গবেষণা হচ্ছে এক বিশ্ব সমস্যা। তা সমাধানের জন্য প্রয়োজন অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, দৃঢ় শান্তি।'

বিশ্বের প্রথম মহিলা মহাকাশচরের বিয়ে হয় আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ নামক অন্য এক মহাকাশচরের সঙ্গে। ১৯৬৪ সালে তাঁদের এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নাম তার — ইয়েলেনা।

মহাকাশ অভিযানের ছয় বছর পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ভালেন্তিনা নিকোলায়েভা-তেরেশ্‌কোভা উচ্চ সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেন জুকোভ্‌স্কি সামরিক-বিমানবিদ্যা আকাদমি। বর্তমানে তিনি কর্নেল, মহাজাগতিক যন্ত্র বিশেষজ্ঞ। তাঁর জেলার লোকেরা তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। ১৯৬৮ সাল থেকে তিনি হচ্ছেন সোভিয়েত নারী কমিটির চেয়ারম্যান, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম, ২৫তম ও ২৬তম কংগ্রেসে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

* * *

জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও সমঝোতা বৃদ্ধির কাজে ভালেন্তিনা নিকোলায়েভা-তেরেশ্‌কোভার বিপুল অবদান রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যারোমিটার

'নারীদের সবাই যদি কাজে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকত, তাহলে কী ঘটত?' — একদিন এরূপ অপ্রত্যাশিত একটি প্রশ্ন শোনা যায় সোভিয়েত টেলিভিশনে।

— কী উত্তর মিলেছিল? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— টেলিভিশনের দর্শকরা পরিসংখ্যান দপ্তর থেকে উত্তর পান: কলকারখানাগুলোর কর্মশালার অর্ধেকটা খালি হয়ে যেত (সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ৪৯ শতাংশ নারী); প্রায় অর্ধেক ফার্মে কাজ থেমে যেত (কৃষিকর্মীদের ৪৪ শতাংশ নারী); স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যেত, রোগীর চিকিৎসা করার লোক থাকত না (দেশের প্রতি চার জন শিক্ষক ও ডাক্তারের তিন জনই হচ্ছেন নারী)।

আজ সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা দ্রুত বেড়ে চলেছে। জাতিসংঘ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, বিশ্বে কর্মরত প্রত্যেক তৃতীয় ব্যক্তিই নারী। পৃথিবীর সমস্ত শিল্পোন্নত দেশেই ক্রমশ অধিক সংখ্যক নারী কলকারখানা অফিস আদালত ইত্যাদিতে কাজে যোগ দিচ্ছে। তবে পুঁজিতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের পরিবেশে এই প্রক্রিয়ার সামাজিক সারমর্মটি হচ্ছে বিভিন্ন। পুঁজিতন্ত্র নারীদের সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়োগ ক'রে তাদের পুরুষের সমান অধিকার দানে মোটেই সচেষ্ট নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শোষণের বিলোপ সাধনের ফলে নারীরা সমানাধিকার লাভ করেছে কেবল কাগজেপত্রেই নয়, বাস্তব জীবনেও। সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন নারীকেই সমান শ্রমের জন্য পুরুষের চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয় না।

সোভিয়েত দেশে প্রত্যেক কর্মরত ব্যক্তি জাতি বয়স লিঙ্গ জন্মসূত্র নির্বিশেষে কাজের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুসারে মজুরি পায়। তাই

পুরুষের পাশাপাশি একই কাজে নিযুক্ত এবং তারই সমান অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নারীকে সমপরিমাণ কর্ম সম্পাদনের জন্য সমপরিমাণ মজুরিও দেওয়া হয়ে থাকে।

নির্ধারিত বেতনের অতিরিক্ত কোন বোনাস থাকলে নারীপুরুষ উভয়েই তা সমান পরিমাণে পায়। শ্রমের মজুরিতে এরূপ সমতা সুনিশ্চিত রয়েছে জাতীয় অর্থনীতির যেকোন ক্ষেত্রে। দু'-একটি উদাহরণ দিই। মস্কোর 'প্যারিস কমিউন' নামক জুতো কারখানার একই কর্মশালায় কাজ করেন জোয়া মাক্সিমোভা ও ভ্লাদিমির গ্রশেভ। পেশা তাঁদের সমান: উভয়েই জুতো সেলাই করেন। তাঁরা কাজ করছেন ১৫ বছর, তাঁদের আছে উচ্চ শ্রমাভিজ্ঞতা। জোয়া আর ভ্লাদিমির পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুল শেষ করেছেন। সমপরিমাণ শ্রমের জন্য তাঁরা প্রতি মাসে ১৯৫ রুবল ক'রে পান।

আমি একবার অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে — মস্কোর গ্রাইনডিং মেশিন কারখানায় গিয়েছিলাম। ওখানে আমি পরিচিত হই ডিজাইনারদ্বয় আন্না মালাখোভা আর ইয়েভ্‌গেনি প্রখোরভের সঙ্গে। উভয়ই টেকনিকেল কলেজ শেষ করেছেন, উভয়ই কারখানায় কাজ করছেন প্রায় ২০ বছর। প্রত্যেকে মাসে পান ২০০ রুবল।

আমার পরিচিত এক মহিলা — গালিনা সের্গেয়েভা হচ্ছেন অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক কর্মী। তিনি প্রতি মাসে পান ৩০০ রুবল,— তাঁর সহকর্মী ইউরি ইয়েভ্‌সিউকোভের মতোই।

— এ সবই ভাল কথা, নাতাশা। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে: সোভিয়েত নারীরা কাজ করে কেন? সম্ভবত, অতিরিক্ত আয়ের জন্য, অথবা হয়তো অভাবের চাপে পড়ে তারা কলকারখানা ইত্যাদিতে চাকুরি নেয়...

— ঠিক আছে ম্যারিয়ন, আপনার ধারণাটি পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রসঙ্গত, বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাও ওই একই কথা বলে।

সোভিয়েত নারীরা কাজ করে কেন?

খোদ সোভিয়েত নারীরা এ বিষয়ে কী ভাবে?

জনসংখ্যা গবেষণা দপ্তরের কর্মীরা যে-সমস্ত বিবাহিত নারীকে জিজ্ঞেস করেন: 'আপনি কি কাজ না ক'রে বাড়িতে বসে থাকতে রাজী

আছেন?', তাদের ৭৭ শতাংশই জবাবে বলে যে কেবল গৃহস্থালির কাজ দেখাশোনার জন্য এবং সন্তান লালনপালনের জন্য তারা চাকুরি ছাড়তে রাজী নয়। এমনকি স্বামীর বেতনের সঙ্গে তাদের বেতনটা যোগ করে দিলেও তারা কাজ ছাড়বে না।

তাই নারীরা এখন কেবল গৃহস্থালির কাজেই তাদের সমস্ত শক্তি খরচ করতে চায় না। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবস্থা ও ভূমিকা পরিণত হচ্ছে নারীর সামাজিক সমানাধিকারের নির্ধারক শর্তে। ৭১ শতাংশেরও বেশি নারী বলেছে যে তাদের পেশাগত ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রাখার প্রধান কারণটি হচ্ছে অতিরিক্ত আয়ের বাসনা নয়। তারা কাজ করতে চায় যাতে 'প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা টিকিয়ে রাখতে পারে', যাতে 'কর্মিদলে থাকতে পারে,' যাতে 'সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারে'।

সচরাচর এই ধরনের উত্তরই পাওয়া যায়।

— কিন্তু আমার কাছে তা যথেষ্ট বোধগম্য নয়, — বলেন ম্যারিয়ন। — এগুলো হচ্ছে, যাকে বলে, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট উত্তর। আমি নিজে তিন জন মহিলাকে এই প্রশ্নটি করতে চাই। প্রত্যেকের নিজস্ব জবাবও শুনতে চাই।

— আপত্তি নেই। কাকে দিয়ে শুরু করা যায়?

— কোন শ্রমিকাকে দিয়ে। তারপর একজন স্থপতি এবং কোন নেতৃস্থানীয় মহিলা।

ম্যারিয়ন ও আমি গেলাম মস্কোর ইলেক্ট্রিক কারখানায়।

— আপনি কেন কাজ করছেন? — আমি জিজ্ঞেস করলাম ট্রান্সফর্মার কর্মশালার শ্রমিকা তামারা জিভারেভাকে।

— আমি অবশ্য কাজ না করলেও পারতাম। আমার স্বামী উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টার্নার, ভাল রোজগার করেন — বলেন জিভারেভা। — কেন আমি কুড়ি বছর স্বামীর সঙ্গে একই কারখানায় কাজ করছি? যখন আমি বৈকাল-আমুর রেল সড়ক নির্মাণের কথা কিংবা ফসল তোলার কথা শুনি, অনিচ্ছাকৃতভাবে ভাবি: যে-সমস্ত মেশিন — কম্বাইন, বুলডোজার, টিপ-আপ লরি — ওখানে কাজ করছে তাতে ব্যবহৃত হচ্ছে আমারই হাতে তৈরি ট্রান্সফর্মার। দেশের কাজে আমিও যে অংশগ্রহণ করছি তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে। তাই দেখতেই পাচ্ছেন, আসল ব্যাপারটি টাকাতে নয় (আমি মাসে ১৪০ রুবল পাই, এবং তা হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যায় না), মানসিক তৃপ্তিতে।

কর্মক্ষেত্রে ভাল পরিবেশেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আমাদের কর্মিদলে দশ জন লোক। অর্ধেক নারী। এ হচ্ছে শ্রমিকদের বন্ধুত্বপূর্ণ একটি দল।

— আপনি কাজে, আর আপনার ছেলে কার সঙ্গে?

— ছেলের জন্মের পর আমি এক বছরের জন্য কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে কর্মিদলে ফিরে আসি। ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দিই কারখানার শিশু লালনাগারে, পরে কিণ্ডারগার্টেনে। যখন স্কুলে পড়তে লাগল তখন ছুটির পর আরও কয়েক ঘণ্টা স্কুলেই থাকত। আমার কোন চিন্তার কারণ ছিল না। এখন সে স্কুল শেষ করছে...

— বাড়ির কাজে কে আপনায় সাহায্য করে? চাকরি এবং গৃহস্থালি— দুটো জিনিস সামলান কী ক'রে?

— এ ব্যাপারে কারখানাই আমায় সাহায্য করে। আমরা থাকি কারখানা প্রদত্ত আরামপ্রদ একটি ফ্ল্যাটে। আজই আমি আমার জন্য একটি ব্লাউজ সেলাই করার অর্ডার দিয়েছি — দর্জি কারখানায়ই এসেছিল। কারখানার ক্যান্টিনে অর্ধ-প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য কিনেছি। আর স্বামীও বরাবরকার মতো আগে দেওয়া ফরমায়েশ অনুযায়ী কিছু খাদ্যদ্রব্য পেয়েছেন।

* * *

...তারপর আমরা গেলাম মস্কো শহরের সাধারণ পরিকল্পনা ইনস্টিটিউটে। একই প্রশ্ন করলাম স্থপতি নাতালিয়া জেমিয়াচ্‌কোভ্‌স্কায়াকে।

তিনি বলেন:

— নারীর হাত কেবল শিশুকেই ঘুম পাড়ায় না কিংবা কেবল পিঠে তৈরি করে না। তা শহরও গড়তে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক: নারী যদি সর্বদা নিজের বাসস্থান অলঙ্কৃত ও আরামদায়ক করতে পারে, তাহলে সে বাড়ি গড়তে, আবাসিক এলাকা গড়তে, শহর গড়তে সক্ষম হবে না কেন?

আমি স্থপতি। মস্কোর নিকটস্থ সনসেভো ও বালাশিখা শহর দুটিতে কিছু আবাসিক এলাকা নির্মিত হয়েছে আমারই পরিকল্পনা অনুসারে। আমার নির্ভুল সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছিল

ভবিষ্যৎ বাসিন্দাদের জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য। দোকানপাট, লন্ড্রি, দর্জির দোকান, কিন্ডারগার্টেন ও হাসপাতাল নির্মাণের কথাও বিবেচনা করতে হয়েছিল। কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অন্যত্র তুলে নিয়ে যেতে হয় যাতে আবাসিক এলাকাগুলোতে বাতাস নির্মল থাকে, নীরবতা বিরাজ করে। এ কি নারীর কাজ নয়? তবে অবশ্য আমায় পুরুষের ধৈর্যও প্রদর্শন করতে হয়েছে...

— কেন?

— কয়েক জন স্থানীয় নেতা স্কোয়ার আর পার্কের পরিবর্তে বাড়ি, কারখানা, গোদাম ইত্যাদি নির্মাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু আমরা স্থপতিরা রুখে দাঁড়াই। এখন এই 'তর্কবাগীশরা' দেখা হলেই বলে: 'আপনাদের কথাই ঠিক হয়েছে। চেয়ে দ্যাখুন, কী সুন্দর শহর গড়ে উঠেছে!'

— কিন্তু পরিবার, ছেলেমেয়ে — এও তো আপনার চিন্তার বিষয়...

— আমার দুই সন্তান: ছেলে — ইনস্টিটিউটে পড়ে, মেয়ে — স্কুলে যায়। আমার স্বামীও স্থপতি। আমাদের অভিন্ন স্বার্থ, তিনি আমায় বোঝেন, সব ব্যাপারে সাহায্য করেন। আমরা সমান বেতন পাই— মাসে ১৭০ রুবল ক'রে।

নতুন কোন পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত থাকলে বাড়ির সবাই আমায় গৃহস্থালির ঝামেলা থেকে রেহাই দেয়।

* * *

'মস্ক্‌ভিচ্‌কা' নামক সেলাই কারখানার অধিকর্তা আন্তনিনা কাপুখিনার অফিস ঘরের জানলাটি রয়েছে নির্মাণক্ষেত্রের দিকে। বাইরে নির্মাণকার্য চলছে, ভীষণ শব্দে কানে তালা লাগছে।

— আর আমার কাছে এ হচ্ছে এক অপূর্ব সঙ্গীত, — বলেন অধিকর্তা। — এই দ্যাখুন, গড়ে উঠছে একটি উৎপাদনী ভবন। কিছু দূরেই নির্মাণ করব সার্ভিস কেন্দ্র, ক্রীড়া ভবন, ক্যান্টিন আর ট্রেনিং কর্মশালা। কারখানায় কাজ করে প্রায় দু'হাজার লোক, অধিকাংশই নারী।

— আপনার সবচেয়ে তীব্র সমস্যা কী?

— সময়ের সমস্যা। আমি কেবল কারখানার অধিকর্তাই নই, আমি

ছাত্রীও। রাত্রিবেলা এবং রবিবারে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়: ইনস্টিটিউট শেষ করছি। আগে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারি নি, তাই এখন সে কাজ সম্পন্ন করতে হচ্ছে। ছেলে আমায় খুবই সাহায্য করে। সেও আমার সঙ্গে একই ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করে, বয়ন ও লঘু শিল্প ইনস্টিটিউটে।

— আপনি চাকরি করেন, আপনার পরীক্ষা আছে, তা বাড়ির কাজ কে করে?

— প্রথমত, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমি ছুটি পাই। নিবন্ধ সমর্থনের সময় ছুটি পাব। দ্বিতীয়ত, স্বামী যদিও বাড়ির কাজ খুব একটা পছন্দ করেন না, ছেলে কিন্তু এ ব্যাপারে বাপকে ছাড়িয়ে গেছে। দোকানে কিংবা রান্নাঘরে যাওয়ার সময় সে বলে: 'মা-ও পড়াশোনা করেন, তাঁকে পরীক্ষায় সেরা নম্বর পেতেই হবে।'

— আপনার দুজন সহকারী, প্রধান যন্ত্রবিদ, কারখানার প্রধান শক্তিবিদ — সবাই পুরুষ। তাঁদের সঙ্গে আপনার কীরূপ সম্পর্ক?

— কাজের এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। একসঙ্গে ভুলত্রুটি বিশ্লেষণ করি, সামনাসামনি সত্য কথা বলি।

কাজে আসার আমন্ত্রণ

— আমরা তিন জন মস্কোবাসিনীর সঙ্গে কথা বললাম, — বলেন ম্যারিয়ন। — ওঁরা সবাই রাজধানীর বাসিন্দা। কিন্তু মফস্বলের খবর কী?

আমার সহালাপীর অনুসন্ধিৎসা কখনও কখনও আমায় সংকটে ফেলত। তখন, স্বীকার করছি, আমার এমনকি ম্যারিয়নকে খোঁচা দিয়ে কোনকিছু বলার ইচ্ছে হত। তবে আমি জানতাম যে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম বার এসেছেন এবং আমাদের হাতে সময়ও তেমন বেশি নেই। তাই আমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারতাম না।

— স্যুটকেস গুছিয়ে নিন, ম্যারিয়ন, — পরদিন সকালবেলা আমি তাঁকে বললাম। — দেড় ঘণ্টা বাদেই আমাদের প্লেন মোল্দাভিয়ায় পৌঁছবে। মোল্দাভিয়া হচ্ছে ১৫টি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের একটি। তা দেশের ইউরোপীয় অংশের দক্ষিণে অবস্থিত। আমরা এমন একটি

প্রতিষ্ঠানে যাব যেখানে অধিকাংশ কর্মীই নারী। ছয় হাজার কর্মীর যাকে খুশি যেকোন প্রশ্ন করতে পারেন।

সর্বাগ্রে আমরা সাক্ষাৎ করলাম তিরাসপল শহরের সেলাই কারখানার অধিকর্তা ভালেন্তিনা সলোভিওভার সঙ্গে। আমরা আলোচনা করি মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে, নারীদের সমানাধিকারের বিষয়ে। সলোভিওভা ছিলেন ১৯১৮ সালের প্রথম সোভিয়েত সংবিধানের সমবয়সী। কথাবার্তায় যথেষ্ট চালাকচতুর। তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে নারীদের প্রকৃত অসমতা দূরীকরণ প্রক্রিয়ার কেবল সাক্ষীই নন, অংশগ্রহণকারীও। তিনি মনে করেন যে কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক জন হ্যাজার্ড — সোভিয়েত আইনকানুনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ — খুব সত্যি কথাই বলেছেন: মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলো কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার উপর সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বদা জোর দিয়ে থাকে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে সেলাইকারিণী ভালেন্তিনা সলোভিওভাকে কারখানার অধিকর্তা হতে কেবল দশ বছর লেগেছে। পাশ্চাত্যে তা কল্পনাও করা যায় না। যেমন, লন্ডনের 'টাইম্‌স' সংবাদপত্রই লিখেছে যে বর্তমান বৈষম্যের পরিস্থিতিতে ইংরেজ নারীদের পক্ষে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় পদে আসীন হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

ভালেন্তিনা সলোভিওভা কীভাবে কাজ করেন?

যখনই কোন তরুণী কারখানার কর্ম সংস্থান বিভাগে আসে তাকে 'কাজে আসার আমন্ত্রণপত্র' দেওয়া হয়। তাতে লেখা থাকে: 'কারখানা প্রশাসন পেশা আয়ত্তকরণের ব্যাপারে, অভিজ্ঞতা লাভের ব্যাপারে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।' এই অভিনব ব্যবস্থাটির স্রষ্টা হচ্ছেন অধিকর্তা সলোভিওভা।

কারখানায় তরুণ কর্মীদের পেশাগত প্রস্তুতি ও শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত রয়েছে। যারা চাকুরিতে থেকে শিক্ষা লাভ করতে চায় তাদের কেবল অনুপ্রেরণাই দেওয়া হয় না, বৈষয়িক সাহায্যও দেওয়া হয়। (এ দেশে শিক্ষালাভের অধিকার উপভোগ করে সবাই। চাকুরে ছাত্রদের রাষ্ট্র ব্যাপক সুযোগসুবিধা দেয়)। ভাল ছাত্রদের প্রশাসন ও কারখানা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতি মাসে বেতনের সঙ্গে ১৫ রুবলের



নার্স গালিনা উত্‌কিনা।



লেখিকা ইয়েলেনা কনোনেঙ্কো।



রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদের উপ-সভাপতি লিদিয়া লিকোভা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর মারিনা চেচনেভা।





প্রাক্তন তাঁতিনী, বর্তমানে কারখানার ডাইরেক্টর জোয়া পনখোভা।



পেত্রগ্রাদ। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি। নারীদের মিছিল, তারা সমানাধিকার দাবি করছে।



বোরখা পরিত্যাগ।



মধ্য এশিয়ার প্রথম মহিলা দার্শনিক অধ্যাপিকা মুনজিফা গাফারভা।



সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় শিল্পী, ব্যালে-নর্তকী মালিকা সাবিরভা।



সমাজতান্ত্রিক শ্রমের বীর, মস্কো ভূগর্ভ রেলের অধিকর্তার সহকারী তাতিয়ানা ফিওদরোভা।

বিখ্যাত বৈমানিক পলিনা ওসিপেঙ্কো, ভালেন্তিনা গ্রিজোদুবোভা, মারিনা রাসকোভা। এ'রা ১৯৩৮ সালে পথে কোথাও না থেমে মস্কো থেকে দূর প্রাচ্য অবধি উড্ডয়ন সম্পন্ন করেন। বিমান চালনায় সে এক আন্তর্জাতিক নারী রেকর্ড।



সোভিয়েত দেশের প্রথম নারী ট্র্যাক্টর বাহিনীর পরিচালিকা প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা।



ভূপদার্থবিদ ভালেরিয়া ত্রইৎস্কায়া।





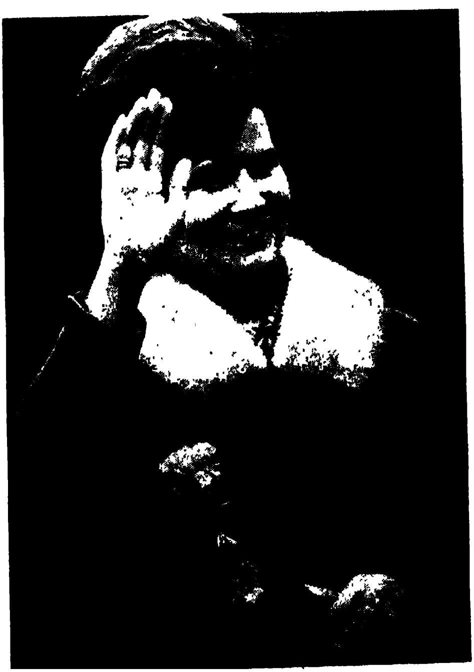
মস্কো ভূগর্ভ রেলের ড্রাইভার নিনা সলোভিওভা।



তাশখন্দের 'কমপ্রেসর' কারখানার
ডাইরেক্টর নিনা নভাচেঙ্কো।



মহাকাশ অভিযানের সময় ভালেন্তিনা নিকোলায়েভা-তেরেশ্‌কোভা।



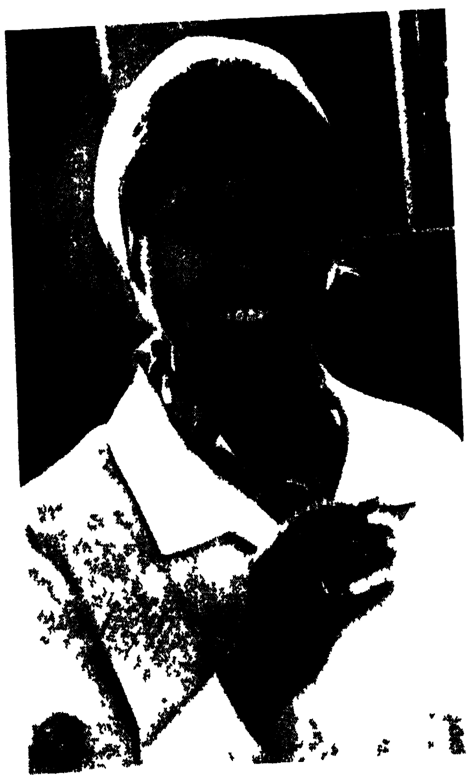
সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈমানিক-মহাকাশচর, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ভালেন্তিনা নিকোলায়েভা-তেরেশ্‌কোভা।



দর্শকরা সম্রকার আলেক্সান্দ্রা
পাখ্‌মুতোভাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।



মস্কোর প্রথম ঘড়ি কারখানার কর্মী সভেতলানা মিকুলশিনা।



কেন্দ্রীয় টেলিভিশনের ভাষ্যকার ইউলিযা বেলিয়ানচিকভা।



লেখিকা, সাংবাদিকা, বিপ্লবের সৈনিক লারিসা রেইস্‌নের।



রাশিয়ার তথা আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের কর্মী, সোভিয়েত কূটনীতিজ্ঞ, বিশ্বের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দ্রা কলন্তাই।



ক্রেমলিন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নারীদের শ্রম ও দৈনন্দিন জীবন, মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষা বিষয়ক কমিশনের অধিবেশনে।



কমিশনের এই অধিবেশনে নারীদের শ্রম ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নাদি আলোচনা করছেন বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের নারীরা।



চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডক্টরেট মার্গারিতা কপিলোভা (মাঝখানে) স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে।



কারেলিয়া স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের কস্তোমুকশি শহরের একটি কিন্ডারগার্টেন।



সর্ব-ইউনিয়ন ফ্যাশন ভবনে পোশাকের মডেল প্রদর্শন।



মস্কোর নাপিতদের ২১তম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন মারিনা নেমসোভা।

অতিরিক্ত একটা ভাতা দেওয়া হয়। দশ বছরের স্কুল এবং টেকনিকেল কলেজ যারা শেষ করে তারা পুরস্কার হিসেবে পায় ৩০ রুবল, আর যারা ইনস্টিটিউট শেষ করে তারা পায় ৫০ ক'রে।

এর ফলটি হচ্ছে এরূপ। ইতিমধ্যে দুই সহস্রাধিক তরুণী চাকুরি না ছেড়ে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেছে। কারখানার তিন-চতুর্থাংশ ইঞ্জিনিয়র কর্মজীবন শুরু করেছিলেন সলোভিওভার মতো — সাধারণ শ্রমিকা হিসেবে। কিন্তু পরে তাঁরা সবাই হন — সলোভিওভারই মতো — কর্মশালাগুলোর পরিচালক, সমাপ্ত করেন টেকনিকেল কলেজ আর ইনস্টিটিউট।

— মিসিস জেকসন, — জিজ্ঞেস করেন সলোভিওভা, — আপনাদের ইংলণ্ডে মহিলা ইঞ্জিনিয়র কি অনেক?

— ৫০০ জন।

— তিরাসপলে তার চেয়ে বেশি, — হাসিমুখে বলেন অধিকর্তা।

সলোভিওভা কারখানার প্রধান ইঞ্জিনিয়র সোফিয়া চাউস্কায়া ও প্রধান প্রকৌশলবিদ ইয়েভ্গেনিয়া ইয়েমেলিয়ানভার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেন। তাঁরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভাল বিশেষজ্ঞ হতে পেরেছেন এই জন্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে তরুণীদের জন্য কোন বাধানিষেধ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ছাত্রদের বছরে ছয় হাজার ডলার অবধি দিতে হয়, কিন্তু এ দেশে শিক্ষা সবার জন্য অবৈতনিক। কারখানায় কাজ করছে বিভিন্ন জাতির নারীরা: মোল্দাভিয়ান, রুশ, ইহুদী, ইউক্রেনী...

অধিকর্তা বলেন যে কারখানায় ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয় যন্ত্রায়িত পদ্ধতিতে। বাতাসের অবস্থা ও আলোকপাতের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু রয়েছে, শব্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। কর্মশালাগুলোতে নিয়মিত শরীরচর্চা হয়। কর্মীরা পাঁচ মিনিটের ভ্রমণ সম্পন্ন করে। কারখানায় এমনকি একটি শীতকালীন বাগানও আছে।

কর্মীদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখে কারখানা ক্লিনিকের ১৬ জন ডাক্তার। তারা নিয়মিতভাবে সবার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে। ২১টি চিকিৎসা কক্ষ চালু রয়েছে। ডাক্তারদের সুপারিশে বিনা খরচে কিংবা এক-তৃতীয়াংশ খরচে কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাসে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। তিরাসপলের কাছে নীস্তার নদীর

তীরে কারখানার একটি বিশ্রামাগুল আছে, কৃষ্ণ সাগরের তীরে আছে ১২০০ কর্মীর থাকা-খাওয়ার উপযোগী একটি বিশ্রামাগার।

-- আর শিশুরা?

— প্রত্যেক মা-ই চান যে তাঁর সন্তান যেন ভাল শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে, এবং পরিবারের গন্ডীতে এর জন্য সম্ভাব্য সমস্তকিছুই করে থাকেন। এ কাজে শিশু প্রতিষ্ঠানগুলোরও বড় একটা ভূমিকা রয়েছে। আমাদের হাতে আছে ১৫০০ শিশুর উপযোগী ৫টি শিশু লালনাগার ও কিন্ডারগার্টেন। ওখানে শিশুরা অভিজ্ঞ ডাক্তার আর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে থাকে। তারা গানবাজনা আর বিদেশী ভাষা শেখে। খরচ জোগাতে পারে সবাই: প্রতি মাসে মা-বাবাকে দিতে হয় মোট খরচের এক-পঞ্চমাংশ — ৬ থেকে ১২ রুবল মাত্র, আর বাকীটা দেয় ট্রেড ইউনিয়ন।

— মানুষের জন্য এত খরচ করলে কারখানা ফতুর হয়ে যাবে না? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— মোটেই না। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আমাদের কারখানায় উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি। এবং লাভও সর্বাধিক।

তখন আমি অধিকর্তাকে একটি প্রশ্ন করলাম যা প্রথম দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে:

— শহরবাসীরা তাদের নাট্য থিয়েটারটিকে 'সলোভিওভা থিয়েটার' বলে অভিহিত করে কেন?

— সে হচ্ছে অনেক কাল আগের কথা! — হেসে জবাব দেন অধিকর্তা। — অনেক বছর আগে তিরাসপলবাসীরা প্রথমবার আমায় যখন মোল্‌দাভিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তখন তারা আমায় একটি কাজের দায়িত্ব দেয়: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত থিয়েটারটির জায়গায় শহরে যেন নতুন একটি থিয়েটার গড়া হয়। প্রতিনিধি হিসেবে আমায় এমনকি মস্কোয়ও যেতে হয়েছিল — সংস্কৃতি মন্ত্রীর কাছে। আমি প্রমাণ করলাম যে শহরে কেবল থিয়েটারই নয়, একটি সংস্কৃতি প্রাসাদেরও প্রয়োজন আছে (সংস্কৃতি প্রাসাদও নির্মিত হয়েছিল এবং এখন প্রতি সন্ধ্যায় তা সহস্রাধিক লোক গ্রহণ করে)।

— মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে আপনায় কখনও কোথাও সামান্যতম অপদস্থ হতে হয় নি?

— না, আমি সর্বদা পুরুষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমানে সমানে কাজ করেছি, প্রজাতন্ত্রের মঙ্গলে সমস্ত ব্যাপারে আমরা পরস্পরকে সমর্থন দিয়েছি। দ্বিতীয় বার আমি যখন মোল্‌দাভিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হই, আমি অংশগ্রহণ করি শব্দের সঙ্গে সংগ্রাম বিষয়ক, প্রতিবেশ মলিনকরণের জন্য দায়িত্ব বিষয়ক, নদী, হ্রদ ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ বিষয়ক আইনাদি প্রণয়নের কাজে। জলাশয়সমূহ প্রতিরক্ষা বিষয়ক আইন মোল্‌দাভিয়ায় কীভাবে পালিত হচ্ছে তা দেখার জন্য একদল প্রতিনিধি প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন স্থান সফরে যান এবং আমি তাঁদের নেতৃত্ব দিই।

নির্বাচকদের অনুরোধে প্রতিনিধি সলোভিওভা একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় খুলিয়েছেন। তাঁর সুপারিশে নতুন আবাসিক এলাকাগুলোতে কয়েকটি স্কুল নির্মিত হয়েছে। নীস্তারের তীরে পুরোপুরিভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছে শহরের বিশ্রামাঞ্চল।

মেহনতী প্রতিনিধিদের স্থানীয় সোভিয়েতসমূহে নির্বাচনের সময় ভালেন্তিনা সলোভিওভা তিরাসপল শহর সোভিয়েতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তাঁর সঙ্গে নির্বাচিত হন কারখানার আরও দশ জন শ্রমিক ও শ্রমিকা। প্রসঙ্গত, মোল্‌দাভিয়ার স্থানীয় সোভিয়েতসমূহে আছেন প্রায় ১৭ হাজার মহিলা প্রতিনিধি।

ভালেন্তিনা সলোভিওভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর আমি ম্যারিয়নকে বললাম:

— কিন্তু আপনি আসল প্রশ্নটিই তো করলেন না: নারীরা কেন এখানে কাজ করছে?..

— সে তো আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি...

পেশার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা

— সমানাধিকার অর্জন ক'রে সোভিয়েত নারীদের এখন হয়তো পুরুষের সঙ্গে সমস্ত পেশায়ই যাওয়া উচিত, কী বলেন? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন। — তারা পুরুষের সঙ্গে কয়লা খনিতে কাজ করবে, ধাতু গলাবে কিংবা রাসায়নিক উদ্যোগের ক্ষতিকর কর্মশালায় খাটবে, আর তাতে ক'রে নিজেদের স্বাস্থ্যের ভীষণ হানি ঘটাবে, মাতৃত্বের মহান দায়িত্ব পালনে অক্ষম হবে।

— 'নারীদের শোষণের নতুন রূপ' সম্পর্কিত কল্পকাহিনী নতুন কোন ব্যাপার নয়। এ ধরনের কল্পকাহিনী লেনিন বহুকাল আগেই নাকচ ক'রে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: '...সমাজতন্ত্রীরা যখন সমতার কথা বলে, তখন তারা সর্বদা বোঝাতে চায় **সামাজিক** সমতা, সামাজিক অবস্থার সমতা, কোনক্রমেই ব্যক্তি বিশেষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার সমতা নয়।'

শ্রম ও শ্রমের মজুরির ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার উপভোগ করার মানে মোটেই এ নয় যে উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে নারীদের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। আসল কথা হচ্ছে, নারীরা যেকোন চাকুরিতে যোগ দেবে না, তারা যোগ দেবে একমাত্র সেই চাকুরিতে যা তাদের শক্তি, সামর্থ্য ও স্বার্থের উপযোগী এবং ঘরসংসার করতে, শিশু লালনপালন করতে বাধা দেয় না।

আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক দ্বিতীয় প্রযুক্তিবিদ, ডিজাইনার — নারী। অনেকগুলো পেশায় নারীরা পুরুষদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে কিংবা অল্পকালের মধ্যেই ছাড়িয়ে যাবে। রেল ইঞ্জিনের ড্রাইভারদের মধ্যে আগেরই মতো পুরুষদের আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে। নারীদের এই চাকুরিতে ঢুকতেই দেওয়া হয় না। ১২০০ প্রধান শ্রমিক পেশার মধ্যে সবগুলোতে কিন্তু মেয়েদের নেওয়া হয় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অত্যধিক পরিশ্রমের কাজগুলো নারীদের জন্য রাষ্ট্র এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক নিষিদ্ধ।

— এখানে কোন পরস্পরবিরোধিতা নেই? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— আসুন, আইনের দিকে লক্ষ্য করা যাক। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ৩৫ ধারাতে বলা হচ্ছে: 'সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার উপভোগ করে।' এই সমস্ত অধিকার বাস্তবায়িত হয় শিক্ষা ও পেশাগত প্রস্তুতি লাভের ক্ষেত্রে, শ্রমের ক্ষেত্রে, শ্রমের জন্য মজুরি লাভের ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির ব্যাপারে, সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে পুরুষের সঙ্গে নারীকে সমান সুযোগসুবিধা দানের মাধ্যমে। তাছাড়া **'নারীদের শ্রম ও স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থাদিও'** এই সমস্ত অধিকারের বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করে।

অন্য কথায়, আমাদের দ্বারা উপস্থাপিত উদাহরণে যাকিছু প্রথম

দৃষ্টিতে অসমানাধিকার বলে মনে হতে পারে তা আসলে কিন্তু হচ্ছে নারীদের জন্য রাষ্ট্র নির্ধারিত বিশেষ সুবিধা। মাতৃত্বকে এক সামাজিক কর্তব্য হিসেবে স্বীকার ক'রে রাষ্ট্র নারীদের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রই ইতিহাসে সর্বপ্রথম কর্মরত নারীদের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক আইন গ্রহণ করে। ১৯১৮ সালে শ্রম বিষয়ক প্রথম সোভিয়েত আইনগুলোর দ্বারা বিশেষ কঠিন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর উৎপাদনগুলোতে নারীদের শ্রম নিয়োগ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩২ সালে নিষিদ্ধ কাজগুলোর একটা তালিকা অনুমোদিত হয় যাতে ৮০টিরও বেশি পেশার উল্লেখ থাকে। বছরে বছরে এই তালিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, খনিতে, ভূগর্ভস্থ নির্মাণকার্যে এবং মৎস্য শিল্পের জাহাজগুলোতে নারীদের শ্রম নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লব অনেকগুলো নতুন পেশা সৃষ্টি করেছে। স্বভাবতই, বিভিন্ন অবস্থান থেকে, তার মধ্যে নারী দেহে শ্রম পরিস্থিতির কীরূপ প্রভাব পড়ে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও, এই সমস্ত পেশার বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়েছিল। সোভিয়েত সরকারের নির্দেশে বেশকিছু রাষ্ট্রীয় সংস্থা ট্রেড-ইউনিয়ন আর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মিলে সমস্যাটি গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করে। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ এবং সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন ১৯৭৮ সালে 'জাতীয় অর্থনীতিতে কর্মরত নারীদের শ্রম পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা বিষয়ক' একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। তাতে নারীদের শ্রম রক্ষা-ব্যবস্থা আরও বিকাশ লাভ করে। একই সঙ্গে অনুমোদিত নতুন তালিকাটিতে শ্রমসাধ্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ৪৬০ রকমের পেশা ও কাজ অন্তর্ভুক্ত হয় যাতে নারীদের গ্রহণ করা হবে না। তার মধ্যে পড়ে অনেকগুলো রাসায়নিক উৎপাদন, এয়ারোস্লেজের ড্রাইভারের পেশা।

এ সমস্তকিছু প্রযোজ্য ১৮ বছরের বেশি বয়সের নারীদের ক্ষেত্রে। আর ১৬-১৮ বছর বয়সী মেয়েদের জন্য অনেক বেশি বাধানিষেধ রয়েছে এবং তা আরোপ করা হয়েছে এই বয়সের বায়োসাইকোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করেই।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে: সেই সমস্ত নারীর কী হবে যারা এত কাল নতুন তালিকাভুক্ত পেশা অনুযায়ী কাজ করে আসছে? তাদের

পেশা অনুসারে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ দেওয়া হবে কিংবা তারা নতুন পেশা আয়ত্ত করার সুযোগ পাবে। শিক্ষালাভের সময় নারীরা যাতে আর্থিক অসুবিধা ভোগ না করে তার জন্য ছ'মাস তাদের পূর্বেকার মাসিক বেতনই দেওয়া হয়। নিষিদ্ধ কাজ থেকে নারীদের মুক্তি দেওয়া হয় সুপরিকল্পিতভাবে।

ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে এটা উল্লেখ করতে হয় যে বহু ধরনের উৎপাদনে এখন যন্ত্রায়িত ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ব্যাপকভাবে চালু হচ্ছে এবং বছরে বছরে ওই সব উৎপাদনে নারীর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই ধারাটি এটাই প্রমাণ করে যে ভবিষ্যতে হয়তো নারীদের জন্য পেশাগত বাধানিষেধের কোন প্রয়োজনই থাকবে না। তারা কেবল মেশিন চালাবে, আর মেশিনগুলো শ্রমসাধ্য ও ক্ষতিকর কাজ সম্পন্ন করবে।

শ্রমের ক্ষেত্রে সমানাধিকার

— কিন্তু নারীদের মাতৃত্ব বলে একটা জিনিস রয়েছে। — বলেন ম্যারিয়ন। — কে গর্ভবতী নারীকে কাজে নেবে, কে তাকে ষোলআনা কর্মী বলে গণ্য করবে? তাকে যখন খুশি কাজ থেকে বার করে দেওয়া যায়।

— কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারীকে কাজে নিতে অস্বীকার করা কিংবা চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা আইনত দণ্ডনীয়।

— সন্তানের জন্ম উপলক্ষে নারীরা কত দিনের ছুটি পায়?

— অন্তঃসত্ত্বাবস্থা এবং সন্তান প্রসবের জন্য নারীদের প্রায় চার মাসের ছুটি দেওয়া হয়। তারা কত বছর কাজ করছে কিংবা কত বছর ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য আছে তা নির্বিশেষে ওই ছুটির সময় তারা পূর্ণ বেতন পেয়ে থাকে। শিশুর এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মা ইচ্ছে করলে কাজ না-ও করতে পারেন। তাঁর চাকুরি বজায় থাকে, এবং তাঁর চাকুরি জীবন থেকে ওই এক বছর বাদ পড়ে না।

— শিশু যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে?

— মাকে ছুটি দেওয়া হয়। শিশুর সেবাশুশ্রূষার সময় তিনি ভাতা পান।

— সন্তানবতী নারীর পক্ষে অর্ধেক দিন কাজ করা কি সম্ভব?

— সম্ভব। এমতাবস্থায় নারীর বার্ষিক ছুটি থেকে দিনের সংখ্যা কমানো হয় না কিংবা তার পেন্সনের বয়সেও কোনরূপ অদলবদল ঘটানো হয় না।

— আচ্ছা বলুন তো, নারীদের কাজে নেওয়ার ব্যাপারে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকদের মনোভাব কীরূপ? কর্তার যে মুনাফা চাই, আর ভাবী জননী কিংবা সন্তানবতী নারী এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। তা নয় কি? এ প্রসঙ্গে কোন প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা কী বলবেন?

আমি একখানি গাইড বুক নিলাম। চোখে প্রথম যে-নম্বরটি পড়ল সেখানেই ডায়েল করলাম — মস্কোর গ্রাইনডিং মেশিন কারখানা। রিসিভার ধরলেন উপ-অধিকর্তা ইউরি সারেভ। আমার কথা শুনে তিনি বললেন:

— অবশ্যই পরিকল্পনা হচ্ছে পরিকল্পনা। তা কেবল পূরণই নয়, অতিপূরণও করতে হয়। এরূপ হচ্ছে আমাদের কাজ। নারী যখন অন্তঃসত্ত্বাবস্থা হেতু ছুটিতে চলে যায় — আর তাদের সংখ্যা কারখানায় প্রায় ৯০০ — তখন আমাদের সমস্তকিছু পুনর্গঠিত করতে হয়। এরূপ অবস্থা অবশ্য পরিকল্পনা সম্পাদনের কাজ জটিল করে তুলে।

জটিল অবস্থা থেকে কীভাবে বার হই? নবপ্রসূতা নারীর জায়গায় আমরা অন্য কোন কর্মীকে নিই। আর এক বছর বাদে ওই নারী কাজে ফিরলে আমরা অস্থায়ী কর্মীটিকে বলি: দয়া করে আমাদের কারখানায়ই থেকে যান। কয়েকটি জায়গা খালি আছে, যেকোন একটি বেছে নিন।

— কল্পনা করা যাক যে প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা নারীদের কাজে নেওয়ার ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করছেন?..

— প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংঘর্ষ কখনও দেখা দেবে না। তার কারণ, আইন নারীকে চাকুরি লাভের নিশ্চয়তা দেয়, তার শ্রম রক্ষা করে, তার স্বার্থ রক্ষা করে। দেশে নারীর প্রতি বৈষম্যের এরূপ অনুপস্থিতিকে আমি 'সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যারোমিটার' বলেই অভিহিত করব।

ইউরি সারেভকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রিসিভারটি রেখে দিলাম। কিন্তু আলাপ শেষ হল না। তা খুবই স্বাভাবিক: ম্যারিয়ন জেকসন — একজন ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মী, শ্রমের ক্ষেত্রটি তাঁর কাছে বিশেষ আগ্রহজনক।

— আপনাদের দেশে নারীরা রাত্রিবেলা কাজ করে? — জিজ্ঞেস করেন তিনি।

— শ্রম আইনের ৬৯ ধারাতে বলা হয়েছে যে রাত্রিবেলা (রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত) নারীদের কাজে লাগানো নিষিদ্ধ। তবে জাতীয় অর্থনীতির কয়েকটি ক্ষেত্রে — যেখানে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে— অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে নারীদের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেখানে তারা কাজ করে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে এক ঘণ্টা কম। রাত্রিকালীন কাজে কোন অবস্থাতেই গর্ভবতী নারীকে, স্তন্যদায়ী মা-কে আর যে-নারীর এক বছরের কম বয়সের সন্তান রয়েছে তাকে নেওয়া হয় না।

এখানে আরও একটি ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। হালের বছরগুলোতে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যেখানে প্রকৌশলিক কারণে ২৪ ঘণ্টা কাজ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন নারীদের রাত্রিকালীন কাজ থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। যেমন ধরুন, সেলুলোজ-কাগজ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প। ইভানভো জেলার কাপড় কারখানাগুলোতে রাত্রের শিফ্‌ট একেবারে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে — প্রত্যেক শ্রমিকা মাসে কেবল দু'বার রাত্রের শিফ্‌টে কাজ করে (প্রতি ১৪ দিন পর একটি শিফ্‌ট)।

— আমাদের ইংলণ্ডে কলকারখানার মালিকরা মনে করে: সন্তানের জন্ম ও তার লালনপালন নারীদের দীর্ঘকালের জন্য কাজ থেকে সরে থাকতে বাধ্য করে, তাই প্রতিষ্ঠানে তাদের পেশাগত শিক্ষা লাভের সুযোগদান মোটেই লাভজনক নয়। পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের দরুন ক্রমশই অধিক সংখ্যক নারী চাকুরি পাচ্ছে না, — কারণ তাদের অভিজ্ঞতা খুবই কম।

আপনাদের এখানে ব্যাপারস্যাপার কেমন? ধরুন, তরুণী মা, তার কোন পেশা নেই, কিন্তু সন্তান জন্মের পর তার পেশা আয়ত্ত করার ইচ্ছে হল?

— দুটি উপায় আছে। প্রথমটি হচ্ছে: দেশের পেশা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতি বছর ২০ লক্ষাধিক দক্ষ শ্রমিক প্রস্তুত করে। তাদের এক-তৃতীয়াংশই নারী। দ্বিতীয় উপায়টি: অধিকাংশ নারীই পেশাগত শিক্ষা লাভ করে সরাসরি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির কোর্সে, শ্রমের অগ্রণী পদ্ধতির স্কুলে।

— কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে সন্তানবতী নারীর পক্ষে (যদিও তার সন্তানেরা শিশু লালনাগার ও কিন্ডারগার্টেনে থাকে) কাজের পর পড়াশোনা করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তার এত সময়ই বা কোথায়?

— কলকারখানার কর্তৃপক্ষ, সামাজিক সংগঠনগুলো এরূপ ব্যাপার বিবেচনা করে এবং তারা পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধিতে আগ্রহী নারীদের অতিরিক্ত সুযোগদানের চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, মস্কোর 'ক্রাস্নি প্রলেতারি' নামক মেশিন-নির্মাণ কারখানার কথাই বলি। যে-সমস্ত নারীর অল্প বয়স্ক সন্তান আছে তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য কারখানায়ই বিশেষ কোর্স চালু রয়েছে। ওখানে তারা কাজের সময় শিক্ষা লাভ করতে পারে। তাতে তাদের বেতন কমে যায় না। ভোলগোগ্রাদের তৈল-মেশিন-নির্মাণ কারখানার শ্রমিকারাও বিশেষ কোর্সে পড়াশোনা করে এবং ওখানে ক্লাস শুরু হয় শিফ্‌ট শেষ হওয়ার দু'ঘণ্টা আগে। আমি কিয়েভের স্বয়ংক্রিয় মেশিন-নির্মাণ কারখানার একদল শ্রমিকার সঙ্গে আলাপ করি। তারা এমন সব কাজে নিযুক্ত ছিল যেখানে কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তারা পেশা আয়ত্ত করতে চাইলে তাদের জন্য তিন মাসের কোর্স খোলা হয়। তারা কাজের সময় পড়াশোনা করত এবং পুরো বেতনও পেত। এই ভাবে নারীরা কারখানার খরচে পেশা আয়ত্ত করতে সক্ষম হল।

সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা উচিত যে এখানে সবকিছুই চমৎকার নয়। ব্যাপক সংখ্যক নারীকে সামাজিক উৎপাদনে আকর্ষণ করার মতো এরূপ প্রগতিশীল প্রক্রিয়া নতুন কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, এমনকি পেশাগত শিক্ষার সর্বোচ্চ মানের পরিবেশেও নারীর অভিজ্ঞতা পুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে পিছিয়ে আছে।

তা খুবই স্বাভাবিক। কর্মরত নারী মা হওয়ার পর নির্দিষ্ট কালের জন্য সমাজের পক্ষে উপকারী শ্রম ত্যাগ করতে বাধ্য। তার পেশাগত শিক্ষার মান যত উচ্চ, তার কাজ যতই জটিল, কর্মবিরতি ততই অনুভবনীয়। এ কথাটি প্রযোজ্য সমস্ত কর্মরত নারীর ক্ষেত্রে — বৈজ্ঞানিক কর্মীর ক্ষেত্রে, ইঞ্জিনিয়রের ক্ষেত্রে কিংবা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও বেতার শিল্পে নিযুক্ত নারীদের ক্ষেত্রে।

তাই অনিবার্য কর্মবিরতি সত্ত্বেও নারীদের অভিজ্ঞতার উচ্চ মান যাতে বজায় থাকে এবং সে অভিজ্ঞতা যাতে ক্রমশই বিকশিত হয়ে উঠে সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশ জুড়ে বিশেষ ব্যবস্থাদি গৃহীত হচ্ছে।

সাংবাদিকের নোটবই থেকে

আমি সাংবাদিক। দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সময় আমায় বিভিন্ন জাতি, পেশা ও চরিত্রের নারীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে হয়েছে। তাই আমার নোটবইয়ে সোভিয়েত নারীর প্রতিকৃতির অসংখ্য নক্সা রয়েছে। এই সমস্ত নক্সা আমার মধ্যে এই প্রত্যয় জাগিয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্পূর্ণ নতুন এক নারী চরিত্র গড়ে উঠেছে। এ নারী শিক্ষিত এবং আপন সৃজনী শক্তিতে বিশ্বাসী। বিভিন্ন নারীর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে তাদের সবার সাধারণ গুণটি হল — নিজের কলকারখানা, শহর, প্রজাতন্ত্র আর দেশের কল্যাণের জন্য নৈতিক দায়িত্ব বোধ।

নরিল্স্ক্ শহরের খনি ও ধাতু শিল্প উদ্যোগের প্রধান ভূতত্ত্ববিদ ইয়েকাতেরিনা সুখানভার সঙ্গে আলাপ করে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। ইয়েকাতেরিনা সুখানভা তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে মূল্যবান আকরিকের বিখ্যাত তাল্নাখ উৎসটি আবিষ্কার করেছেন। তিনি কেন এত কঠিন কাজে নিযুক্ত রয়েছেন?

তাঁর উত্তরটি হচ্ছে এই:

— আমাদের উদ্যোগটির বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। আকরিকের ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছিল। কাঁচামালের অভাবে তুন্দ্রায় নির্মিত অপূর্ব সুন্দর শহরটি মারা যেত। তার অদৃষ্ট অনেকাংশে নির্ভর করছিল আমাদের অর্থাৎ ভূতত্ত্ববিদদের উপর। আমরা কঠোর অনুসন্ধানকার্য চালাই। বড় বড় বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন: আকরিকের ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে, খুঁজে কোন লাভ হবে না। কিন্তু আমরা তাঁদের কথায় কান দিই নি। আমার পরিচালনাধীন ভূতাত্ত্বিক দলটি তাল্নাখ

নদীর তীরে আর্কারিকের সমৃদ্ধ একটি উৎস আবিষ্কার করে। তার ফলে আমাদের উদ্যোগ কাঁচামাল পেল এবং বহু বছর নিশ্চিন্তে কাজ করে যেতে পারে।

'উদ্দেশ্য — পাত্র পূর্ণ করা নয়, মশাল জ্বালানো'

তাঁর হাতে শিশুর জীবন, কোন কোন সময় এমনকি নবজাতকের জীবন। এই মহিলাটি শিশুদের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক রোগগুলোর চিকিৎসা করেন। তাঁর নাম — নাতালিয়া কিস্‌লিয়াক। তিনি শিশু চিকিৎসক।

তাঁর বই পড়ে পরীক্ষা দেয় মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, আর তাঁর লেকচার চলাকালে হলে তিলধারণের স্থান থাকে না। অধ্যাপিকা নাতালিয়া কিস্‌লিয়াক শিশু চিকিৎসার বিষয়ে ১৪০খানি ছোটবড় বই লিখেছেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমির কোরেসপণ্ডিং সদস্য। তিনি শিক্ষকতা করেন মস্কোর দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় মেডিকেল ইনস্টিটিউটে। কিসলিয়াক হচ্ছেন 'শিশু চিকিৎসা' নামক পত্রিকার প্রধান সম্পাদিকা।

নাতালিয়া কিসলিয়াকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে কোলাহলপূর্ণ বক্তৃতা কক্ষে নয়, ক্লিনিকের নীরবতার মধ্যে নয়, মন্ত্রণালয়ে। তাঁর গায়ে শাদা স্মক ছিল না, মাথায় ছিল না টুপি, এবং তিনি বসে ছিলেন রোগীর বিছানার কাছে নয়, নিজের অফিস ঘরে চেয়ারে। নাতালিয়া কিসলিয়াক — রাশিয়া ফেডারেশনের উপ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃহত্তম প্রজাতন্ত্র — রাশিয়া ফেডারেশনে মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষার দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত রয়েছে।

— নারীর কাঁধে এরূপ বোঝা আপনার কাছে খুব ভারী মনে হয় না?

মজার কথা হচ্ছে এই যে প্রশ্নটি আমি করি নি, করেছেন খোদ নাতালিয়া কিসলিয়াক। শুনে তো আমি ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে পড়ি। তবে আমি আগে থেকেই বলে রাখি যে আমাদের আলাপের শেষে প্রশ্নটির উত্তর দেন নাতালিয়া কিসলিয়াকই।

আর আপাতত সহালাপীর কাছে আমার প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে:

— আপনি কেন শিশু চিকিৎসক হয়েছেন?

— আমায় পেশা বাছতে হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে। তখন আমি স্কুল শেষ করি। ওই সময় লক্ষ লক্ষ শিশু মা-বাবাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়ে। ওদের সাহায্য করার প্রবল বাসনাই আমায় নিয়ে যায় সারাতভ শহরের মেডিকেল ইনস্টিটিউটের শিশু চিকিৎসা অনুষদে।

আপনি হয়তো একটি প্রবচন শুনেছেন: শিশুদের স্বাস্থ্য হচ্ছে জাতির স্বাস্থ্য। তাই বুঝতেই পারছেন জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের উপর শিশু চিকিৎসকের বেশ হাত আছে। এ কি প্রলোভনজনক নয়?

আমি শিশু চিকিৎসক হয়েছি আরও একটি কারণে। দেশে প্রচুর ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই বিনা খরচে চিকিৎসা সহায়তা লাভ করতে লাগল। সোভিয়েত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি বলতে কোনকিছু ছিল না: সমগ্র বিশাল জার রাশিয়ায় শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল কুল্লে ৯টি। প্রতি বছর সন্তান প্রসবের সময় মারা যেত ৩০ হাজার নারী।

আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে ডাক্তারের পেশায় নারীদেরই একচেটিয়া আধিপত্য।

— সোভিয়েত আমলে দেশে শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। কিন্তু এমনকিছু রোগ আছে যেগুলোর সঙ্গে সংগ্রাম চালানো বিশেষ জটিল কাজ। যেমন ধরুন, শিশুদের রক্তের লিউকোসিস। এই সমস্যা নিয়ে আপনি তিনখানি বই লিখেছেন। দয়া করে সমস্যাটি সম্পর্কে কিছু বলুন।

— সোভিয়েত দেশে বহু শিশু ব্যাধিই (যেমন বাত, শ্বাস যন্ত্রের রোগ, বৃক্ক রোগ) আজ সাফল্যের সঙ্গে সারানো যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিউকোসিস ধরনের কিছু মারাত্মক রোগ আজও 'বিশেষ জটিল' রোগের তালিকায় রয়ে গেছে। লিউকোসিসের সঙ্গে — মারাত্মক রক্ত রোগের সঙ্গে সংগ্রাম পরিণত হয় আমার জীবনের লক্ষ্যে।

আগে ক্যান্সারের সঙ্গে সংগ্রামের তিনটি উপায় আমাদের জানা ছিল — রেডিওথেরাপি, অস্ত্রোপচার, কেমোথেরাপি। এক্ষেত্রে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিটির নাম হচ্ছে ইমিউনোথেরাপি।

আজ আমরা কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছি। এই সম্প্রতি কালেও যে-রোগ সারানো যেত না বর্তমানে তা থেকে বেশ কয়েকটি শিশুকে

বাঁচানো গেছে। আমাদের কাছে এমনকি 'দীর্ঘায়ুদের একটি গ্রুপ' পর্যন্ত আছে। কেবল গ্রুপ, এ হচ্ছে আমাদের কাজের শুরু মাত্র।

আমরা মনে করি যে ইমিউনোথেরাপির সঙ্গে কেমোথেরাপির সংযোগে ওনকোলজির অনেকগুলো সমস্যা সমাধান করা যাবে। লিউকোসিসকে হার মানতেই হবে।

— আপনি তিনটি অর্ডারে ভূষিত হয়েছেন। তার মধ্যে আছে শ্রমের লাল পতাকা অর্ডার, ২৫ বছরের শিক্ষকতার জন্য পুরস্কার। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

— 'উদ্দেশ্য হচ্ছে পাত্র পূর্ণ করা নয়, মশাল জ্বালানো'। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে শিক্ষকতা করা যায় একমাত্র তখনই যখন কারো মধ্যে ছাত্রদের কিছু বাঁধাধরা সূত্র নয়, জ্যান্ত ভাবধারণা দেওয়ার প্রবল বাসনা জাগে। আমি সর্বদাই লেকচারের আগে পরিকল্পনা তৈরি করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার লেকচার আগাগোড়া বাঁধাবুলি থেকে মুক্ত। লেকচারের সময়ও আমার অনুসন্ধানকার্য অব্যাহত থাকে।

আর এবার নারীর কাঁধে এরূপ বোঝা কতটা ভারী সে সম্পর্কে দু'-একটা কথা, — বলে যান নাতালিয়া কিসলিয়াক। — সত্যিই, নারীর জীবন এখন অনেক জটিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার শ্রেষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, আমি শিশুদের চিকিৎসা করছি, ভাবী ডাক্তারদের জ্ঞান দান করছি। আমি মন্ত্রণালয়ে কাজ করি, এবং তাতে নারী ও শিশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে (কেবল এক রাশিয়া ফেডারেশনেই এগুলোর সংখ্যা ১২,১২১) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার নতুন সমস্ত পদ্ধতি যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে কাজে লাগানোর ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারি। শিশুদের রোগমুক্ত ক'রে আমি অপরিসীম আনন্দ লাভ করি। হাজার হাজার সোভিয়েত শিশু চিকিৎসকের মধ্যে আমিও যে একজন এই ভাবনাটি আমায় আনন্দিত করে।

সাধারণ মস্কোবাসিনী

— আপনি পুরুষকে 'তাড়িয়ে' নিজেই ডাইরেক্টরের গদিতে বসে পড়লেন? — ঠাট্টাচ্ছলে আমি জিজ্ঞেস করলাম গালিনা কুজ্‌নেৎসোভাকে। আমাদের আলাপ হয় মস্কোর 'কলোবোক' নামক ব্যবসায়-উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানে। গালিনা কুজনেৎসোভাই তা পরিচালনা করেন।

— আরে না! — একটু বিহ্বল হয়ে বলেন তিনি। — আমি নিজে 'তাড়াই' নি, খোদ কর্মিদলই আগের ডাইরেক্টরকে 'তাড়িয়েছে'। প্রতিষ্ঠানের লাভ তো দূরের কথা, কেবল লোকসানই হচ্ছিল...

— আপনার কর্ম জীবন কীভাবে শুরু হয়?

— রান্নাঘর থেকে...

গালিনা কুজনেৎসোভা বাস করতেন মা-র সঙ্গে, যিনি ছিলেন পেশাদার পাচিকা। গালিনার বাবা নাৎসি জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের বছরগুলোতে ফ্রন্টে মারা যান। গালিনা দেখতে দেখতে মা-র কাছে রান্নার কাজ শিখে ফেলেন। স্কুল শেষ করার পর তিনিও মায়ের সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে লাগলেন। তারপর ভর্তি হলেন মস্কোর প্লেখানভ জাতীয় অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের সান্ধ্য বিভাগে।

ইঞ্জিনিয়র-টেকনোলজিস্টের ডিপ্লোমা লাভ করলেন। তারপর একটি ক্যাণ্টিনের ডাইরেক্টর হলেন। ছ'বছর বাদে তিনি বৃহৎ ও জটিল একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন: একই ছাদের তলায় শিল্প কর্মশালা, দোকান, কাফে। আগের অমনোযোগী ডাইরেক্টর সমস্তকিছুই পণ্ড করে রেখেছিলেন।

কুজনেৎসোভার কাছ থেকে যা প্রয়োজন ছিল তা হল তাঁর জ্ঞান, উৎপাদন পরিচালনার অভিজ্ঞতা, লোকেদের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা।

ডাইরেক্টর এই নারী প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি কি নিজস্ব দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করছে? তার বিদ্যাবুদ্ধি কতটুকু? লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কি?

কর্ম সংস্থান বিভাগে কাজ করতেন মিশুক ও মিষ্টি এক তরুণী মহিলা, — নাম তাঁর লিদিয়া আর্সেন্‌তেভা। কুজনেৎসোভা তাঁকে কাফে পরিচালনার ভার দিলেন। আর তাঁর জায়গায় বসালেন মধ্যবয়স্ক এক মহিলাকে যাঁর পছন্দ হত ঝামেলাহীন কাজ। অ্যাকাউণ্টেণ্ট স্‌ভেৎলানা গেনেরালভা বিশেষ এক কোর্স শেষ করার পর রেফ্রিজারেটর বিভাগের মেশিনচালক হতে পারলেন। কর্মশালায় আমন্ত্রিত হলেন অভিজ্ঞ শ্রমিকারা।

শিল্পীরা যখন কাফের অভ্যন্তর ভাগ সাজানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ডাইরেক্টর নিজে রান্নাঘরের দায়িত্ব নিলেন। তিনি কেবল একজন ইঞ্জিনিয়র

আর পরিচালকই নন, ভাল পাচিকাও। নতুন খাবার তৈরি ক'রে মস্কোবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ক্ষতি কী?

সত্যিই দেখা গেল যে অনেক মস্কোবাসী কাফেতে আসতে লাগল। নতুন খাবার পছন্দ হল কেবল ষোলআনা পার্থিব পেশার মানুষেরই নয়, মহাকাশ বিজয়ীদেরও। বহু মার্কিন মহাজাগতিক বিশেষজ্ঞ কুজনেৎসোভার কাফেতে একাধিক বার দুপুরের খাবার খেয়েছেন। কীভাবে ভাল রুশ খাবার তৈরি করতে হয় তাঁরা এমনকি তা লিখেও গেছেন। ডাইরেক্টর আমায় দুটি অটোগ্রাফ দেখালেন — ওগুলো মার্কিন মহাকাশচর জেনারেল টমাস স্ট্যাফোর্ড আর সোভিয়েত মহাকাশচর আলেক্সেই ইয়েলিসেয়েভের।

* * *

— তা এখন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম কেমন চলছে? — আমি জিজ্ঞেস করলাম ডাইরেক্টরকে।

— ভালই চলছে। নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন হচ্ছে চমৎকার। হালে দিনে লাভের পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়েছে।

— তাতে কর্মীদের বেতনের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি?

— পরিকল্পনার অতিপূরণ হলে প্রতি মাসে বোনাস মিলে। অনেক সময় তা বেতনের ৮০ শতাংশে গিয়ে পেঁছে। কর্মীদের সবাই আপন আপন পেশার ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করছে, এবং তা শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও গুণ বৃদ্ধিতে বড় এক ভূমিকা পালন করে। পাচিকারা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছয় মাসের বিশেষ কোর্স শেষ করেছে। অনেক কর্মী তরুণ শ্রমিকদের সান্ধ্য স্কুলে, ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করে।

— নারীরা যখন পরীক্ষা দিতে যায়, কিংবা গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবের জন্য ছুটিতে চলে যায় তখন আপনাদের চলে কীভাবে?

— 'কলোবোক' সর্বদাই কাজ করে। তার কাজে কখনও ব্যাঘাত পড়ে না। আমাদের প্রত্যেক কর্মীর একাধিক পেশা জানা আছে। তাই চলে যায়।

* * *

কর্মদিন শেষ।

...আমরা গালিনা কুজনেৎসোভার বাড়িতে গেলাম। ফ্ল্যাটে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ল অনেক বই। কুজনেৎসোভা ছোটবেলা থেকে বই সংগ্রহ

করছেন, তাঁর আছে চমৎকার লাইব্রেরি। তিনি তলস্তয়, রেমার্ক আর ড্রেইজারের রচনা পড়তে ভালবাসেন। প্রায়ই বড় মেয়ে ইউলিয়ার সঙ্গে থিয়েটারে যান।

পরে আমি পরিচিত হই গালিনার স্বামী কনস্তান্তিনের সঙ্গে — তিনি মস্কোর কোন এক ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। তিনি ছোট মেয়ে নাদিয়াকে কিণ্ডারগার্টেন থেকে নিয়ে আসেন।

পরিবারে প্রত্যেকের নিজস্ব দায়িত্ব আছে। কনস্তান্তিন কেনাকাটির জন্য দোকানে চলে যান, ইউলিয়া বোনকে পিয়ানো বাজিয়ে শুনাচ্ছে। গৃহিণী ও আমি চলে গেলাম রান্নাঘরে।

— রান্নাবান্নার কাজ আমিই করি: এ কাজে বাড়িতে আমার জুড়ি নেই, — হাসেন গালিনা। তিনি যখন রাতের খাবার তৈরি করছিলেন, আমি এক গাদা ফোটো আর ডায়াপজিটিভ ছবি দেখছিলাম, — গৃহিণীই দেখতে দেন।

এই তো ডায়াপজিটিভে মিকেল আঞ্জেলোর 'মশে' ভাস্কর-মূর্তিটি, রোম নগরীতে তারই কাছে গালিনা দাঁড়িয়ে আছেন, আলজেরিয়া, মরোক্কো ও টিউনিসিয়ায় তোলা ফোটোগুলো, প্রাগের কার্লভ সেতুর দৃশ্য ব্রুবেল ও ভাসনেৎসোভের আঁকা ছবির ফোটো, ভোলগোগ্রাদের মামায়েভ টিলায় সোভিয়েত সৈনিকের ভাস্কর-মূর্তির ফোটো।

— আমি বই পড়তে ও ভ্রমণ করতে ভালবাসি, — উনুনের কাছে দাঁড়িয়ে আমায় বলেন গালিনা কুজনেৎসোভা।

কিন্তু উনুন থেকে তিনি অনেক দূরে চলে গেছেন...

দেশ ও দশের ডাক্তার

ঘরের ভেতরে একই সঙ্গে দুজন ইউলিয়া বেলিয়ান্‌চিকভা। একজন সবুজ পোশাক পরা, বসে আছেন আমার সামনে, হাসিঠাট্টা করছেন, আর অন্য জন — শাদা স্মক পরা, গম্ভীর চোখে তাকাচ্ছেন টেলিভিশন থেকে, তিনি অলটির্চিউড চেম্বারে শিশুর জন্মের বিষয়ে বলছেন।

ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে আমি ডাক্তার ইউলিয়া বেলিয়ানচিকভার বাড়িতে, — সেই বেলিয়ানচিকভা যিনি সোভিয়েত সেণ্ট্রেল টেলিভিশনে 'জ্‌দোরোভিয়ে' ('স্বাস্থ্য') নামক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে থাকেন।

আমি তাঁর কাছে যাই এক শনিবারে। তিনি থাকেন মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমে। তাঁর পরিবারের সদস্যরা হলেন: স্বামী ইউরি, ইনি একজন ধাতুকর্মী, রোলিং মেশিন বিশেষজ্ঞ, শাশুড়ী লিদিয়া মিখাইলভ্না ও পনেরো বছরের ছেলে কিরিল। টেলিভিশনে সোভিয়েত চিকিৎসকদের বিষয়ে একটি অনুষ্ঠান চলছে। তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়েও বলা হচ্ছে।

...অনুষ্ঠানটি শেষ হলে আমি ইউলিয়া বেলিয়ানচিকভাকে প্রশ্ন করলাম:

— আপনি অনেক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন? তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু বলুন।

-- গত দশ বছরে কয়েক শো অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই পরিবেশন করা হয়েছে। বিষয়বস্তু হয় বিভিন্ন ধরনের, এবং তা খুবই স্বাভাবিক। মানুষের জীবনের সমস্ত ঘটনারই প্রভাব আছে তার স্বাস্থ্যের উপর। তবে সবকিছুর মূলে অবশ্য রয়েছে শ্রমের পরিবেশ, বিশ্রামের এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাদি। কর্মিদলের মধ্যে সদ্ভাব, নতুন ফ্ল্যাট (যা প্রতিদিন পেয়ে থাকে কয়েক হাজার পরিবার), সময়মতো বিনা মূল্যে অথবা কম খরচে স্বাস্থ্যনিবাসে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত ইত্যাদি...

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, নানা রকমের রোগের সঙ্গে ডাক্তারদের সংগ্রাম, প্রসাধনবিদের পরামর্শ — এ সমস্তকিছুই আমাদের 'জ্দোরোভিয়ে' অনুষ্ঠানে স্থান পায়। সেই জন্যই হয়তো টিভি-দর্শকরা আমাদের কাছে এত ঘন ঘন চিঠি লেখে।

— অনেক চিঠি পান? কোন চিঠির কথা বিশেষ ক'রে আপনার মনে পড়ে কি?

— প্রতি মাসে প্রায় ৩০০০ চিঠি আসে। একবার আমি সাইবেরিয়া থেকে একখানি চিঠি পেলাম। এক ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখেন যে তাঁর স্বামী মদ্যপানের অপকারিতা সম্পর্কে আমাদের একটি অনুষ্ঠান দেখার পর পুরোপুরিভাবে মদ্যপান বর্জন করেন।

অন্য বার একজন বৃদ্ধার কাছ থেকে চিঠি পেলাম। তিনি লেখেন যে তাঁর ছেলে ও ছেলের বউ মেরু প্রদেশের মুর্মান্স্ক শহরে চলে যাচ্ছেন। ওখানে ছ'মাস রাত, ছ'মাস দিন। তিনি জানতে চান যে সূর্যালোক না পেয়ে তাঁর নাতিটির কী অবস্থা হবে? কিংবা নাতির তাঁর কাছে থাকলেই ভাল হবে?

— তা আপনি কী জবাব দিলেন?

— বললাম যে মুর্মান্স্কে অনেকগুলো সন্তরণ পুকুর নির্মিত হয়েছে, শিশুরা সুদীর্ঘ মেরু রাতের সময় প্রয়োজনীয় অতিবেগুনী রশ্মি পেয়ে থাকে — সেরূপ ব্যবস্থা রয়েছে, স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েদের ভিটামিনযুক্ত খাবার দেওয়া হয়, দোকানে, ক্যান্টিনে বারো মাস পেঁয়াজ কলি পাওয়া যায়।

— টেলিভিশন স্টুডিওতে কাজ করার আমন্ত্রণ পেয়ে আপনি বিস্মিত হয়েছিলেন কি?

— হয়েছিলাম বৈকি। সঙ্গে সঙ্গে রাজীও হই নি। সবারই জানা আছে যে টেলিভিশনে সাহস দরকার, আর আমি ভীষণ ভীতু ও লাজুক গোছের লোক, সামান্য কিছু হলেই চোখে জল আসে।

— কিন্তু টেলিভিশনে তো তা লক্ষ্য করা যায় না...

— তার কারণ যখনই টিভি-ক্যামেরা চালু হয়, আমি কাজের কথা ছাড়া আর সমস্তকিছুই ভুলে যাই। আমি অনুষ্ঠান পরিবেশক, এবং কোন মতেই আমায় ঘাবড়ালে চলবে না।

— নিজের পেশা সম্পর্কে দু'-একটা কথা বলুন।

— আমার শৈশবের স্বপ্ন ছিল আমি শিক্ষিকা হব, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যে জীবনের চেয়ে, স্বাস্থ্যের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। ঠিক করলাম যে আমার মা ও বোনের মতো আমিও ডাক্তার হব। সেরা নম্বর পেয়ে মস্কোর প্রথম মেডিকেল ইনস্টিটিউট সমাপ্ত করলাম। আমি এখনও ডাক্তারই রয়ে গেছি। কোটি কোটি লোককে আমি রোগ সম্পর্কে বলি, চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ দিই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জটিলতম সমস্যাবলি মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করি।

— গর্ভনাশ সম্পর্কে আপনি কী বলতে পারেন? এ বিষয়ে কোন অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছিলেন কি?

— অবশ্যই করেছিলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্ভনাশ নিষিদ্ধ নয়। এ হচ্ছে নারী মুক্তির পথে অন্যতম ব্যবস্থা, সন্তান জন্ম বিষয়ক প্রশ্ন মীমাংসা করার ব্যাপারে নারীর অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি। এই সমস্যার অন্য দিকটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। আমাদের আইন নারীদের গুপ্ত ও অপরাধজনক গর্ভনাশ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, তাদের স্বাস্থ্য ও প্রাণ রক্ষায় সহায়ক হয়েছে। আর শিশু জন্মের হার নির্ভর করে গর্ভনাশ বৈধ কি নিষিদ্ধ তার উপর নয়, সামাজিক পরিবেশের উপর।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশু জন্মের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নারীদের নৈতিক ও বৈষয়িক সহায়তা দেওয়া হয়। যে-সকল মায়ের অনেক সন্তান আছে তাঁরা রাষ্ট্রীয় পদক ও পুরস্কার লাভ করেন, আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য পান। আমাদের দেশে শিশু লালনাগার ও কিণ্ডারগার্টেনে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার জন্য বলতে গেলে মা-বাবার প্রায় কোন খরচই দিতে হয় না।

— টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য আপনায় প্রচুর খাটতে হয়। এত কাজের পর পরিবার সামলান কী করে?

— আমার দিন শুরু হয় সকাল বেলার ব্যায়াম দিয়ে, — হ্যাঁ আমরা সবাই সকালে ব্যায়াম করি। তারপর যাই রান্নাঘরে। যেমন, আজ সকালে আমি যখন মাংস রাঁধছিলাম, কেক তৈরি করছিলাম, আমার ছেলে সালাদের জন্য সবজি কেটে দেয়, আর স্বামী কফি তৈরি করেন। আমরা সর্বদা একে অন্যকে সাহায্য করি। আমার পরিবারের পুরুষরা আমায় প্রায়ই জিজ্ঞেস করে: 'তুমি ক্লান্ত হয়েছ? কিছু করতে হবে?'

— আপনাদের পারিবারিক জীবনে কোন সমস্যা আছে কি?

— এক নম্বর সমস্যা হচ্ছে কিরিল। ও দাবাখেলা, ফুলের চাষ আর বই পড়া নিয়ে মেতেছে। এখন আমরা ওকেই বেশি সময় দিই।

দ্বিতীয় সমস্যা — আমার ডক্টরেট থিসিস নিয়ে কাজ। বিষয়টি হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং টেলিভিশনের সহমিতালি। আমার স্বামী পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের অনেকগুলো দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি যখন তাঁর থিসিস লিখছিলেন, আমিও ঠিক তাই করেছিলাম।

— আর কী কী বিষয়ে আপনার ঝোঁক আছে?

— ছোটবেলা থেকেই আমি পিয়ানো বাজাই। শপ্যাঁ ও বিঠোফেনের সঙ্গীত ভালবাসি। আমরা প্রায়ই নানা ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে যাই।

তাছাড়া আমি রান্নাবান্নার কাজ করতে ভালবাসি। দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন খাবার তৈরি করি।

— এবং শেষ প্রশ্ন — আপনার ছেলে কী হতে চায়?

— ডাক্তার। সে ওই কথা স্কুলের রচনায়ও লিখেছে। তাকে যখন জিজ্ঞেস করি: 'কী রকম ডাক্তার হবি?' — সে জবাব দেয়: 'ভাল ডাক্তার।' এবং সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করে: 'মা, তুমিই তো বলেছ, জীবনে স্বাস্থ্যই হচ্ছে সবকিছু...'

নারীদের হাতে শাসনভার

— দেশে আমি 'টাইম্‌স' সংবাদপত্রে সোভিয়েত নারীদের সমানাধিকার সম্পর্কে এলিজাবেথ বাউয়ের-এর একটি প্রবন্ধ পড়েছি, — বলেন ম্যারিয়ন। — এ বিষয়ে আপনার-আমার মধ্যেও কথা হয়েছে। বাউয়ের সোভিয়েত নারীদের অবস্থা অধ্যয়ন ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন: 'কেবল কিছু বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সোভিয়েত নারীরা শাসন ক্ষমতার, বিশেষত রাজনীতির ক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ শিখরে পেঁছিতে পারে না।' আর আমি নিজে আপনায় জিজ্ঞেস করতে চাই: 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে কোন নারী নেই কেন?'

ইতিহাসের জবাব

— অজ্ঞতা কোন যুক্তি নয়, — তাই বলত প্রাচীন কালের লোকেরা। আর আমি আপনায় বলব ম্যারিয়ন: এ ধরনের অপপ্রচারে বিশ্বাস করে আমাদের দেশের জীবনের সঙ্গে অপরিচিত লোকেরাই কেবল নয়। জনগণ রাষ্ট্র প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করতে পারে না — এরূপ কথাবার্তা নতুন নয়, অনেক পুরনোই বলতে হবে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের কিছুকাল আগে রাশিয়ার একটি বুর্জোয়া সংবাদপত্র লিখেছিল: 'এক মিনিটের জন্য কল্পনা করা যাক যে বলশেভিকরা জয়ী হবে। তখন কে আমাদের শাসন করবে? হয়তো পাচকরা, যারা কেবল কাটলেট আর বিফস্টেক বিশেষজ্ঞ হিসেবেই পরিচিত? আর হয়তো বা দমকল বাহিনীর কর্মীরা? সহিস ও স্টোকাররা? হয়তো বা বাচ্চাদের কাঁথা কাচার ফাঁকে ফাঁকে ধাইরাও রাষ্ট্রীয় পরিষদে ঢু মারবে? এরূপ ঘটতে পারে কি? না... এই

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের ভাল জবাব বলশেভিকদের দেবে ইতিহাস!'

আর এই মতটি ব্যক্ত করেছেন আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের প্রধান সম্পাদিকা, 'জাতিতে জাতিতে শান্তি সুদৃঢ়করণের জন্য' আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার বিজেতা মিরিয়াম ভিরে-তুয়োমিনেন:

'ইতিহাস সত্যিই ভাল জবাব দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সারা দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে যে মেহনতীরা কেবল রাষ্ট্র পরিচালনা করতেই নয়, জটিল সমস্যাদি সমাধান করতেও সক্ষম, — যে-সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন নি 'বুদ্ধিমান' মহাশয়েরা, সমাধান করতে পারে নি সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির নেতৃত্বাধীন কোন রাষ্ট্র। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার উপর ভিত্তি ক'রে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা বিকশিত এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়েছে, হয়েছে আপন দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা, পূরণ করেছে মেহনতী মানুষের শতাব্দীর আশা-আকাঙ্ক্ষা।'

— কিন্তু তিনি কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের কথা বলেছেন, নাগরিকাদের নয়, — শুধরে দেন ম্যারিয়ন।

— মিরিয়াম ভিরে-তুয়োমিনেন নাগরিক ও নাগরিকাদের কথাই বলেছেন। আর নাগরিকারা এভাবে শুরু করে। মস্কোর ক্রেমলিনে লেনিনের কাজের ঘরের অভ্যর্থনা কক্ষে একখানি খাতায় ১৯১৮ সালে লেখা একটি বাক্য রয়েছে: 'একজন শ্রমিকা অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য ছুটি মঞ্জুরের বিষয়ে ডিক্রির একটা খসড়া উপস্থাপিত করেন।'

আজকের দিন। ১৯৫৬ সালে যখন গৃহীত হচ্ছিল রাষ্ট্রীয় পেন্সন বিষয়ক আইন, ইউক্রেনের দনেৎস্ক শহরের একদল নারী সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে একখানি চিঠি লেখে: 'আমরা নারীরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাজ করি এবং সমাজ-জীবনেও সক্রিয় অংশ নিই। নারীরা হচ্ছে মা, সন্তানদের লালনপালন করে এবং তাছাড়া গৃহস্থালির কাজকর্ম পরিচালনা করে। তাই বহু সন্তানের মায়েদের বার্ধক্য হেতু পেন্সন নির্ধারণের জন্য ৫৫ বছর বয়স খুবই বেশি। এ বিষয়টি বিবেচনা ক'রে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।' এই প্রস্তাবের ফলে পেন্সন বিষয়ক আইনের খসড়ার ১০ ধারাটি সংশোধন করা হয়েছে: বহু-সন্তানবতী মায়েরা ১৫ বছর কাজের পর ৫০ বছর বয়স থেকে বার্ধক্য হেতু পেন্সন পেতে থাকবে।

— সোভিয়েত পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হওয়ার জন্য নারীকে কত খরচ করতে হয়?

— মস্কোর শ্রমিকা ভালেন্তিনা পাপুগিনাকে তাঁর বিদেশ সফরের সময় অনুরূপ প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন যে তাঁকে এক কপর্দকও খরচ করতে হয় নি, কেননা সোভিয়েত নাগরিকদের কোন প্রশাসনিক সংস্থায়, এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত নির্বাচিত হওয়ার জন্য টাকাপয়সা ঢালতে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন কেবল জনগণের আস্থা। ভালেন্তিনা আরও বলেন যে সোভিয়েত দেশে বস্তুতপক্ষে প্রত্যেক নারীই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারে।

— কীভাবে? তাদের দ্বারা কী কাজই বা সম্ভব?

— সোভিয়েত ইউনিয়নে পেশাদার পার্লামেণ্ট সদস্য নেই — জনগণের প্রতিনিধির কাজ এ-দেশে হচ্ছে এক ধরনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধিরা নিজ নিজ কলকারখানা আর প্রতিষ্ঠানাদিতে কাজ ছাড়েন না। তাতে তাঁরা নির্বাচকদের জীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ভালভাবে জানার সুযোগ পান। তাদের সঙ্গে দৈনন্দিন দেখাসাক্ষাৎ ও মেলামেশা ছাড়াও প্রত্যেক প্রতিনিধি কম পক্ষেও মাসে একবার ক'রে তাঁর এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ-অনুরোধ শুনতে বাধ্য। প্রতিনিধির কাছে অনুরোধ, প্রস্তাব ও অভিযোগ নিয়ে আসতে পারে যেকোন লোক।

এক ভদ্রমহিলার কথা বলি। তাঁর নাম শামামা হাসানভা। তিনি দু'বার সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীরের খেতাব লাভ করেছেন। আজারবাইজানবাসীরা কুড়ি বছরেরও বেশি কাল ধরে তাঁকে সোভিয়েত পার্লামেণ্টে নিজের প্রতিনিধি নির্বাচিত করছে। শামামা হাসানভার জীবনী — সাধারণ তুলো-চাষী, তুলো-চাষী বাহিনীর পরিচালক, কিরোভোবাদ কৃষি ইনস্টিটিউটের কোরেসপণ্ডেন্স কোর্সের ছাত্রী, 'মে দিবস' নামক যৌথখামারের সভাপতি। প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সর্বদা তাঁর নির্বাচকদের নির্দেশ পালন করেন।

সম্প্রতি আমার আলাপ হয় তামারা দুদনিকের সঙ্গে। তিনি ওদেসার এক কাপড় কারখানার কর্মী। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি। তিনি আমায় বলেন:

— আজ নির্বাচকদের নির্দেশই হচ্ছে অন্য রকমের। মনে আছে, বছর কয়েক আগে শ্রমিকারা তাদের ছেলেমেয়েদের শিশু লালনাগারে কিংবা কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তি করতে সাহায্য করার অনুরোধ নিয়ে আসত। এখন এ ধরনের অনুরোধ শোনা যায় না: আমাদের কারখানায় শিশু প্রতিষ্ঠানাদির সমস্যা পুরোপুরিভাবে সমাধান করা হয়েছে। কৃষ্ণ সাগরের তীরে সুন্দর একটি বিশ্রামাগার নির্মিত হয়েছে যেখানে প্রত্যেক মা তাঁর সন্তানকে পাঠাতে পারেন। যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং নির্বাচকদের অনুরোধে নতুন আবাসিক এলাকাসমূহের সঙ্গে পরিবহণ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। একটি ক্রীড়া সমাহার আর সংস্কৃতি প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শেষ হতে চলেছে।

নির্বাচকদের নতুন নির্দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদির সঙ্গে জড়িত। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে আরাম ও সুযোগসুবিধার দিক থেকে ওদেসা শহরের কেন্দ্রস্থল তার প্রাক্তন উপকণ্ঠগুলো থেকে — যেখানে এখন নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠছে — পিছিয়ে পড়ছে। কেন্দ্রস্থল পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বৃহৎ একটি চিকিৎসা-প্রতিষেধক সমাহার গড়া দরকার। আশা করি আমরা নির্বাচকদের নির্দেশ পালন করতে পারব।

বিগত বছরগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধির ক্রিয়াকলাপে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রতিনিধির স্থান সংক্রান্ত আইন গৃহীত হওয়ার পর থেকে গণ-প্রতিনিধির মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংগঠনসমূহ সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দাবিদাওয়ায় সাড়া দেয়।

— সোভিয়েত পার্লামেণ্টে মহিলা সদস্য কত জন?

— আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। ওখানে অনেক নারীকেই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে মহিলা সদস্য আছেন ৪৮৭ জন। সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের পার্লামেণ্টগুলোর মহিলা সদস্যদের মোট সংখ্যাটিও এর চেয়ে কম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ৪৩৫ জন সদস্যের মধ্যে নারী কেবল ১৮ জন, ফ্রান্সের পার্লামেণ্টে -- ৮ জন, ব্রিটেনের পার্লামেণ্টের কমন সভায় — ২৭ জন, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের বুণ্ডেস্টাগে — ২৫ জন, জাপানী পার্লামেণ্টে — ২২ জন নারী। এরূপ হচ্ছে বাস্তব চিত্র।

অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েতগুলোতে নারীরা যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৯ শতাংশ। স্থানীয় সোভিয়েতসমূহের সমস্ত প্রতিনিধির প্রায় অর্ধেকই নারী — দশ লক্ষেরও বেশি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের এবং অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েতগুলোর মহিলা প্রতিনিধিরা আইনের খসড়া আলোচনা, আইন গ্রহণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আর রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুমোদন এবং দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সমাধানের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। সম্প্রতিকালে মহিলা প্রতিনিধিরা — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের উভয় কক্ষের স্থায়ী কমিশনগুলোর সদস্যারা — শ্রম বিষয়ক, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক এবং প্রতিবেশ প্রতিরক্ষা বিষয়ক আইন প্রণয়নের কাজে অংশ নিচ্ছেন।

১৯১৯ সালের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের উভয় কক্ষে, অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েতগুলোতে, মেহনতী প্রতিনিধিদের জেলা সোভিয়েতসমূহে নারীদের শ্রম ও দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত, মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষা সংক্রান্ত নতুন স্থায়ী কমিশনগুলো গঠিত হয়। নারীদের পরিচালনাধীন এই সমস্ত কমিশন নারী ও শিশুর মঙ্গলে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করছে। যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নারীরা কাজ করে সেখানে শ্রম স্বয়ংক্রিয় কিনা, তাদের ছেলেমেয়েদের শিশু লালনাগার আর কিণ্ডারগার্টেনগুলোতে জায়গায় কুলোচ্ছে কিনা সেদিকেও তারা কঠোর দৃষ্টি রাখে।

— মস্কো প্রশাসনের কাজে নারীরা আছে কি?

— এরূপ এক মহিলার সঙ্গে আমি আপনার আলাপ করিয়ে দিতে পারি, ম্যারিয়ন। তাঁর নাম — ভালেন্তিনা নিকোলেঙ্কো।

জেরাল্ট প্যারির আক্ষেপ এবং চার হাজার সাক্ষাৎ

মস্কোর এজভেস্টোস টেকনিকেল সামগ্রী কারখানার ডাইরেক্টর ভালেন্তিনা নিকোলেঙ্কোর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল মস্কো শহর সোভিয়েতে।

আলাপ-পরিচয় হওয়ার পর ম্যারিয়ন নিকোলেঙ্কোকে জিজ্ঞেস করলেন:

— মস্কো শহর সোভিয়েতে প্রতিনিধি অনেক?

— আমাদের সংখ্যা ১১৬০, — বলেন ভালেন্তিনা নিকোলেঙ্কো। — আমি কাজ করি বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে: মহাকাশচর আলেক্সেই লেওনভ ও ঘড়ি কারখানার কর্মী ল্যুদমিলা নেফেদভার সঙ্গে, ছাত্রী তাতিয়ানা নিকিতিনা ও ইস্পাত ঢালাইকর ভিয়াচেস্লাভ কোপ্‌তেভের সঙ্গে, কবি রোবের্ত রজ্‌দেস্ত্‌ভেন্‌স্কি ও শিক্ষিকা ভালেন্তিনা গর্বুনোভার সঙ্গে...

— শহর সোভিয়েতে নারীপুরুষের সংখ্যা কি সমান সমান?

— মস্কো সোভিয়েতে আছেন ৫১৭ জন মহিলা প্রতিনিধি, অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক দ্বিতীয় প্রতিনিধিই নারী। তুলনার জন্য বলি, ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে মস্কোর পৌরসভায় কোন মহিলা সদস্য ছিলেন না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ছাড়াও শহরের কাজকর্ম পরিচালনায় এখন অংশগ্রহণ করেন ৫ লক্ষ মস্কোবাসী। আমরা সবাই মস্কোর শ্রীবৃদ্ধির জন্য, তার বাসিন্দাদের মঙ্গলের জন্য খাটি।

কাজ চলছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রতিনিধিরা বাসস্থান নির্মাণের প্রশ্নাদি নিয়েও মাথা ঘামান। আমাদের কাজের অন্ত নেই। প্রতি বছর মস্কোয় নির্মিত হয় লক্ষাধিক ফ্ল্যাট। এক বছরে ৭৮ কোটি ৬০ লক্ষ রুবলেরও বেশি অর্থ — শহরের বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ — ব্যয়িত হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞ প্রস্তুতির কাজে, বাসিন্দাদের সামাজিক ভরণপোষণের জন্য। নির্বাচকদের ৮১৩টি নির্দেশের মধ্যে আপাতত পালন করা গেছে ৬৫০টি (বাকী নির্দেশগুলোও বাস্তবায়িত হবে, তার জন্য অধিক সময় দরকার)।

— নির্দেশগুলো কী ধরনের? — আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— মস্ক্‌ভোরেৎস্কি অঞ্চলের নির্বাচকরা শহরের ভেতরে বড় দুটি স্কোয়ার পুনর্নির্মাণের কাজ তরান্বিত করার অনুরোধ জানায়। প্রতিনিধিদের প্রয়াসে বৃহৎ পরিকল্পনাটি ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে। মস্কোবাসীদের নির্দেশ অনুসারে নির্মিত হয়েছে ১৯ হাজার ২০০ নম্বরের অতিরিক্ত একটি টেলিফোন স্টেশন, খোলা হয়েছে খাদ্যদ্রব্যের কয়েকটি বড় বড় দোকান। সমস্ত কাজই সম্পন্ন হয়েছে প্রতিনিধিদের সাহায্যে।

এরূপই হচ্ছে নির্মাণকার্য এবং নির্মাণ সামগ্রী শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিশনের ক্রিয়াকলাপের চরিত্র। আমি নিজে উক্ত কমিশনটির সম্পাদক।

— প্রখ্যাত ইংরেজ রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ জেরাল্ট প্যারি বলেছেন যে সমস্যা সমাধানে নির্বাচকের ভূমিকা প্রতিনিধির হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার মধ্যেই সীমিত... — বলেন ম্যারিয়ন। — আপনি এ প্রসঙ্গে কী বলতে পারেন?

— নির্বাচকদের সঙ্গে গণ-প্রতিনিধিদের স্থায়ী ও ফলপ্রসূ যোগাযোগ রয়েছে। মস্কো শহর সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা নিয়মিতভাবে নির্বাচকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন, নিজেদের কাজ সম্পর্কে অবগত করেন, তাদের নির্দেশ কীভাবে পালিত হচ্ছে সে বিষয়ে বলেন। গত দু'বছরে এ ধরনের চার সহস্রাধিক সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি প্রতি মাসে একবার ক'রে নির্বাচকদের সঙ্গে মিলিত হই। বছরে দু'বার তাদের কাছে নিজের কাজের রিপোর্ট পেশ করি।

আমার সাম্প্রতিক রিপোর্টে নির্বাচকদের জানাই যে তাদের নির্দেশ অনুসারে ভূগর্ভ রেলের নতুন লাইনটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে— এই লাইন মস্কোর কেন্দ্রস্থলকে শহরের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করবে। বলেছি যে মস্কোর এক ময়দা কারখানায় কিছু শব্দরোধক যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে, এবং তা করা হয়েছে কর্মীদেরই অনুরোধে।

— এজভেস্টোস টেকনিকেল সামগ্রী কারখানার কর্মীরা তিন বার প্রার্থীরূপে আপনার নাম মস্কো শহর সোভিয়েতে পেশ করেছে। এত আস্থার কারণটি কী? — আমি জিজ্ঞেস করি নিকোলেঙ্কোকে।

— কারণটি নিহিত মানুষের আস্থা রক্ষায়। আস্থা রক্ষা করতে হয় সবকিছুতে — কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে, জীবনে। আর প্রতিনিধি নারী কিংবা পুরুষ তাতে কিছু এসে যায় না, তাঁর সামাজিক অবস্থাও এখানে কোন ভূমিকা পালন করে না।

— কী ধরনের পরিবারে আপনার জন্ম হয়? কীভাবেই বা আপনি এত দূরে এগুতে পেরেছেন?

— আমি এখন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোক, যদিও আমার জন্মকর্ম শ্রমিক পরিবারে — বাবা নির্মাণকর্মী, মা রেলে কাজ করতেন। সাত বছরের স্কুল শেষ করার পর পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুলে ভর্তি হই। পরে কাপড় কারখানায় কাজ করি। চাকুরি না ছেড়ে ইনস্টিটিউটের

কোরেসপণ্ডেন্স কোর্স শেষ করি। ইঞ্জিনিয়র হই। দশ বছর আগে কারখানার ডাইরেক্টর নিযুক্ত হই...

— প্রতিনিধির কাজ খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং তার জন্য প্রচুর সময় দরকার। আপনি একজন কারখানা পরিচালক, দুই সন্তানের মা, কেন আবার প্রতিনিধি হতে সম্মত হলেন? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— কারণ সামাজিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার চাহিদা অনুভব করি। ছোটবড় যেকোন সমস্যা সমাধান করতে পারলে, মানুষকে সাহায্য করতে পারলে আমি পরম তৃপ্তি লাভ করি। এরূপ সুযোগ আপনার কাছে প্রলোভনজনক নয় কি?..

দেশে মহিলা কমিউনিস্ট কত জন?

— প্রশ্নটি করেন ম্যারিয়ন।

— উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে রাশিয়ার খুব কম নারীই কমিউনিস্ট পার্টিতে ভর্তি হয়। জার আমলে মহিলা কমিউনিস্টরা জেল খাটত, সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হত। তারা অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে, বৈপ্লবিক জাহাজের ডেক-এ কামানের মুখে বুক পেতে দাঁড়ায়, বিপ্লব সম্পর্কে বই লেখে...

'তাদের ছাড়া আমরা বিজয় লাভ করতে পারতাম না, — ১৯২০ সালে এ ধরনের নারীদের বিষয়ে বলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।— কিংবা কোন মতে বিজয় লাভ করতে পারতাম... তারা অপরিসীম বীরত্বের পরিচয় দেয় এবং আজও তারা বীরত্ব প্রদর্শন করছে... তারা অটলভাবে লড়ছে এবং লড়ছে এই জন্য যে তারা সোভিয়েতসমূহকে রক্ষা করতে চায়, এই জন্য যে স্বাধীনতা লাভ করতে ও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে চায়।'

এখন এই নারীদের কেউ-ই প্রায় জীবিত নেই, তবে তাদের পুণ্য স্মৃতি সোভিয়েত দেশের মানুষের মনে আজও অম্লান। তাদের নাম বহন করছে বিভিন্ন শহরের রাস্তাঘাট, কলকারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মস্কোর পুরনো এক অঞ্চলে দুটো রাস্তা আছে। একটা রাস্তা বহন করছে ছাত্রী লিউসিক লিসিনোভার নাম। এই তরুণীটি ১৯১৭ সালের

নভেম্বরে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ের সময় পার্টি প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত হন।

অন্য রাস্তাটির নাম — রজালিয়া জেম্‌লিয়াচ্‌কা স্ট্রিট। রজালিয়া জেম্‌লিয়াচ্‌কা ছিলেন একজন পেশাদার বিপ্লবী। ১৯০৫ সালে তিনি ছিলেন বলশেভিক পার্টির মস্কো কমিটির সম্পাদক। জার কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি জেল থেকে পলায়ন করেন।

অক্টোবর বিপ্লবের সময় রজালিয়া জেম্‌লিয়াচ্‌কা মস্কোর রগোজ্‌স্কো-সিমোনভস্কি অঞ্চলের শ্রমিকদের সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। গৃহযুদ্ধের বছরগুলোতে লাল ফৌজে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে কাজ করেন, নিজে লড়াইয়ে অংশ নেন। শান্তির সময়ে বড় বড় পার্টি ও রাষ্ট্রীয় পদে আসীন থাকেন, — এমনকি গণ-কমিশনার পরিষদের (সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের) সহ-সভাপতিও হয়েছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

...বিপ্লবের প্রাক্কালে বলশেভিক প্রচারকরা — তাদের মধ্যে নারীরাও ছিল — আত্মগোপন ক'রে কলকারখানায় যেত প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে নির্যাতিত ও সবচেয়ে পদদলিত অংশ — শ্রমিকাদের সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রামে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে। তাদের প্রচেষ্টা সফল হত। এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করে ১৯১৪ সালে লেনিনের উদ্যোগে মেহনতী নারীদের জন্য 'রাবোৎনিৎসা' নামক প্রথম একটি পার্টি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। সস্তা কাগজে ছাপানো মলাটহীন ছবিহীন পত্রিকাটি রাশিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পত্রিকাটির ঠিক প্রকাশের আগে পুলিশ সম্পাদকমণ্ডলীর প্রায় সমস্ত সদস্যকে গ্রেপ্তার করল।

— কেন?

— কারণ তাতে ফ্যাশনের বিষয়ে কিংবা কীভাবে কোন্ খাবার তৈরি করতে হয় সে বিষয়ে কোন প্রবন্ধাদি থাকত না। সমাজে এবং পরিবারে রাশিয়ার নারীদের অধিকারহীনতার কথা ছেপে পত্রিকাটি নারীর শ্রেণী চেতনাকে জাগিয়ে তুলছিল।

পত্রিকার সংগঠক ও সম্পাদক ছিলেন ক্লাভ্‌দিয়া নিকোলায়েভা, যাঁর জীবনীটি অনেক মহিলা-বিপ্লবীর জীবনীর মতোই ঘটনা সমৃদ্ধ।

১৯০৯ সালে ১৬ বছর বয়সী ক্লাভদিয়া লেনিনের পার্টিতে ভর্তি হন। জার পুলিশ বহু বার তাঁকে গ্রেপ্তার করে, জেলে ফেলে রাখে।

জারতন্ত্র উচ্ছেদের পর নিকোলায়েভা নির্বাসন থেকে পেত্রগ্রাদে ফেরেন, আবার 'রাবোৎনিৎসা' পত্রিকার সম্পাদক হলেন। ক্লাভদিয়া নিকোলায়েভা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও দায়িত্বপূর্ণ পার্টি পদে ছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বহু বছর তিনি সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিষদের সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন।

প্রথম সোভিয়েত সরকারে সামাজিক ভরণপোষণ বিষয়ক গণ-কমিশনার (মন্ত্রী) ছিলেন আলেক্সান্দ্রা কল্লন্তাই। তাঁর জন্ম হয় এক জার জেনারেলের পরিবারে, তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই তিনি বলশেভিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শুরু করেন। তিনি লেনিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন, তাঁর নির্দেশ পালন করেন। কল্লন্তাই সৈনিক ও নৌ-সৈনিকদের মধ্যে সক্রিয় প্রচারকার্য চালান, গ্রেপ্তার হন। ১৯১৭ সালে তিনি পেত্রগ্রাদে অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রস্তুতি ও পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করেন।

আলেক্সান্দ্রা কল্লন্তাই — বিশ্বের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত। তিনি ছিলেন চমৎকার একজন সোভিয়েত কূটনীতিজ্ঞ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে, মেক্সিকোর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

— বহু কাল আগে আমি একটি ফিল্ম বা নাটক দেখেছিলাম। তার নামটি ছিল 'আশাপূর্ণ ট্র্যাজেডি'। অনেককিছুই বুঝি নি। মহিলা কমিশনার, বুদ্ধিজীবী, আর তাঁর পাশে অভদ্র অদম্য নৌ-সৈনিকের ভিড়... নারী আবার ওদের মধ্যে কেন?

— বিখ্যাত সোভিয়েত নাট্যকার ভ্‌সেভোলোদ ভিশনেভস্কির নাটক অবলম্বনে তৈরি 'আশাপূর্ণ ট্র্যাজেডি' নামক ছবিটি বহু বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দর্শকরা দেখে আসছে। নাটকটি অনেক দেশের থিয়েটারেও মঞ্চস্থ হচ্ছে। নাটকের প্রধান নায়িকা — যুদ্ধ-জাহাজের কমিশনার, অসাধারণ সাহসিকতা আর বিপুল নৈতিক শক্তির অধিকারী

এক মহিলা। তিনি নৈরাজ্যবাদী বিদ্রোহ দমন ক'রে যুদ্ধ-জাহাজের বৈপ্লবিক নাবিকদের সংহত করতে সক্ষম হন।

কমিশনারের চরিত্রটি নিছক সাহিত্যিক কল্পনা নয়। নাট্যকার এক বাস্তব মানুষের চরিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই মানুষটি হলেন প্রখ্যাত সোভিয়েত লেখিকা, বিপ্লবের সৈনিক লারিসা রেইস্‌নের।

রেইস্‌নের — জনৈক অধ্যাপকের কন্যা। ১৯১৮ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। প্রতিভাধর এই মহিলাটি তাঁর সেই জটিল সময়কে যথাযোগ্যভাবে বুঝতে পারেন এবং সাহিত্যিক আসরাদি ছেড়ে ক্রন্‌স্টাড্‌টের নৌ-সৈনিকদের মধ্যে প্রচারাভিযানের কাজে মনোযোগ দেন।

লারিসা রেইস্‌নের ভোলগা নৌ-বাহিনীর সৈনিকদের লড়াইয়ে অংশ নেন। বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে, কামানের গোলাগুলি আর বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে লড়াই ক'রে এই মহিলাটি নৌ-সৈনিকদের সামনে সাহসিকতার দৃষ্টান্ত রাখেন। রেইস্‌নের ভোলগা নৌ-বাহিনীর সদরদপ্তরের কমিশনার নিযুক্ত হন। গৃহযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলি নিয়ে লেখা তাঁর বইগুলো পরিণত হয় বিপ্লবের ইতিবৃত্তে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বীরাঙ্গনারা সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্যাতন ও শোষণ থেকে আপন মাতৃভূমির মুক্তির ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে। তাদের আরব্ধ কাজ আজ চালিয়ে যাচ্ছে বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজে বসবাসকারী তরুণ বংশধরেরা।

কমিউনিজমের জন্য আত্মোৎসর্গী কাজ এবং পার্টির সদস্য পদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রয়েছে। পরিসংখ্যান তথ্য সম্বলিত এই বইটি খুলেই দেখা যাক। ১৯২০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজারের সামান্য বেশি, ১৯৪০ সালে প্রায় ৫ লক্ষ, আর এখন পার্টিতে আছে ৪০ লক্ষ নারী, কিংবা সমস্ত সোভিয়েত কমিউনিস্টের এক-চতুর্থাংশ।

পার্টির দশম কংগ্রেসের (১৯২১) প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন কুল্লে উনিশ জন মহিলা (২·৮ শতাংশ), আর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসে (১৯১৯) মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ১২৫৫ জন (২৫·১ শতাংশ)। পার্টির ২৬তম কংগ্রেসে মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ১৩২৬ জন (২৬·৬ শতাংশ)।

হাজার হাজার মহিলা কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসগুলোর প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বিভিন্ন পেশা এবং জাতির বহু নারী নির্বাচিত হন নেতৃস্থানীয় পার্টি সংস্থাগুলোতে।

অনেক মহিলা কমিউনিস্ট কাজ করছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনে, সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে পার্টির প্রাদেশিক, জেলা, শহর ও আঞ্চলিক কমিটিগুলোতে, প্রাথমিক পার্টি সংগঠনসমূহে। এ সমস্তকিছু কি দেশের রাজনৈতিক জীবনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথাই বলে না? এলিজাবেথ বাউয়ের কি সত্যের অপলাপ করেন নি?

— কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর লেখার সত্যতাও অস্বীকার করা যায় না, — একটু হাসেন ম্যারিয়ন। — তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন 'সোভিয়েত নারী' পত্রিকার ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদক নেলিয়া রামাজানভার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ঘটনাটি। 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে নারীর সংখ্যা কি যথেষ্ট?' — মিসিস বাউয়ের-এর এই প্রশ্নটির উত্তরে রামাজানভা বলেন: 'হ্যাঁ, আমি মনে করি যথেষ্ট। আমি নিজে পার্টির সদস্য, এবং পত্রিকার কাজ ও স্ত্রী আর মা হিসেবে আমার বিভিন্ন দায়িত্ব ছাড়াও আমি পার্টি ক্রিয়াকলাপেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকি।' তাঁর এই সহজ জবাবটি শুনে এলিজাবেথ বাউয়ের বিস্মিতই হয়েছিলেন।

'আপনাদের দেশে শিশুরা আছে রাজার হালে'

সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের পর এই কথাগুলো বলেছিলেন খ্যাতনামা ইতালীয় লেখক জান্নি রদারি। বিদেশী অতিথিরা সোভিয়েত শিশু প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুদের সেবাযত্ন রাষ্ট্রীয় নীতির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এককালে প্রখ্যাত ব্রিটিশ সমাজকর্মী, ক্যাণ্টারবেরি মঠের ডিন হিউলেট জনসন সুন্দর একটা কথা বলেন: সোভিয়েত দেশে কেবল একটিমাত্র বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী আছে, এবং তারা হল — শিশু।

ক্রেমলিন থেকে সংবাদ প্রচার

আমি ম্যারিয়নকে একটি সংবাদ প্রচারের কথা বলি। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ৩১তম অধিবেশন ঘোষিত আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষে ক্রেমলিন থেকে আমিই সেই সংবাদ প্রচার করি। সোভিয়েত ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ পালন সংক্রান্ত বিশেষ কমিশনের নেতৃত্ব দেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের প্রথম উপ-সভাপতি (বর্তমানে তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি। — অনু.) নিকোলাই তিখোনভ। তাঁর সহকারী নির্বাচিত হয়েছিলেন সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি আলেক্সেই শিবায়েভ ও সোভিয়েত নারী কমিটির সভাপতি ভালেন্তিনা নিকোলায়েভা-তেরেশ্‌কোভা।

আমি ক্রেমলিনে এই কমিশনটির অধিবেশনগুলোতে উপস্থিত ছিলাম।

কমিশনের ৬৫ জন সদস্যের মধ্যে ছিলেন — সোভিয়েত ইউনিয়নের

অর্থমন্ত্রী ভাসিলি গাবুজেভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষামন্ত্রী মিখাইল প্রকোফিয়েভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের উপ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইয়েলেনা নোভিকভা, অনেকগুলো অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রের সরকারের সদস্যরা। কমিশনে নির্বাচিত হন সুতাকলের শ্রমিকা ও পাঁচ সন্তানের মা গালিনা জাস্ত্রজিনা এবং লেখক সের্গেই মিখালকোভ, যাঁর বই পড়ে সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা।

— এত ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গড়ার কারণটি কী ছিল? সম্ভবত, সোভিয়েত ইউনিয়নে 'শিশু সমস্যা' পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোর মতোই তীব্র? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— না, ব্যাপারটি মোটেই সে-রকম নয়। সমস্যা অবশ্য আছে, তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

'ঠিক সোভিয়েত ইউনিয়নেই সর্বাধিক পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে শিশুর অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের দশটি মানবিক নীতির সবগুলি। সোভিয়েত জনগণ, সরকার এবং দেশের সমস্ত সামাজিক সংগঠন শিশুদের সুখের আদর্শে, শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী,' — বলেন আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের সভাপতি ফ্রিডা ব্রাউন।

তিনি আরও বলেন যে আজ দুনিয়া শিশুদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে, মানুষ যেন আবার নতুন ক'রে সেই বিপুল বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছে যার মধ্যে বাস করছে বিশ্বের ১৫০ কোটি শিশু। শিশুদের এক অংশ সুখী, তারা উপভোগ করে পরিবার ও সমাজ প্রদত্ত সমস্ত সুযোগসুবিধা, আর অন্যদের জন্য অনাহার, শোষণ এবং এমনকি মৃত্যু হচ্ছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

পৃথিবীতে প্রায় ২৬ কোটি শিশু শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ৪ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু কাজ করে, — তাদের নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করা হয়, ২০ কোটি শিশু খেতে পায় না।

কুড়ি বছরেরও বেশি কাল আগে জাতিসংঘ শিশুর অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রটি গ্রহণ করে। কিন্তু তার নীতিগুলোর সঙ্গে এবং 'মানবজাতির সেরা যাকিছু আছে তা সে শিশুদের দিতে বাধ্য' — এই প্রধান ধারাটির সঙ্গে এ সমস্তকিছুর কোন সঙ্গতি নেই।

— সোভিয়েত রাষ্ট্র কীভাবে শিশুদের সেবাযত্ন করে?

— 'যাকিছু সেরা পাবে কেবল শিশুরা' — এই নীতিটি দেশে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হতে শুরু করে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর-পরই। নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে তখন অতি জটিল

সব সমস্যা সমাধান করতে হচ্ছিল। ওই সময় প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ২৬৯টি মারা যেত এক বছরও না বেঁচে, ৪৩ শতাংশ শিশু পাঁচ বছরও বাঁচত না।

অনাহার, রোগ আর নিরক্ষরতা থেকে শিশুদের রক্ষার কাজটি রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হয়। গৃহযুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সামরিক হস্তক্ষেপ আনীত দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয় সত্ত্বেও সে-নীতি বাস্তবায়িত হতে থাকে।

— কিন্তু তখন কী করা সম্ভব ছিল?

— মহাফেজখানায় আমি সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম বছরগুলোর দলিলাদির সঙ্গে পরিচিত হই। তখন শিশুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি ডিক্রি (আইন) গৃহীত হয়। ১৯১৯ সালের মে মাসে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন 'বিনামূল্যে শিশুদের খাদ্যদান বিষয়ক' ডিক্রি স্বাক্ষর করেন। এর ভিত্তিতে ১৬ বছর অবধি বয়সের ৮০ লক্ষ ছেলেমেয়ে রেশন পেতে থাকে। দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত এক সারি ব্যবস্থার কল্যাণে পুরো একটি পুরুষকে বাঁচানো গেছে।

— কিন্তু এরূপ কঠোর সময়ে দুর্ভিক্ষ ছাড়াও শিশুদের অন্য একটি শত্রু থাকে — আশ্রয়হীনতা। আপনারা এই সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করেন?

— প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধের ফলে ৪৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে অনাথ হয়ে পড়ে, বাড়িঘর হারিয়ে বসে।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিশু কল্যাণমূলক একটি কমিশন গঠিত হয়। এর চেয়ারম্যান ছিলেন প্রখ্যাত রাষ্ট্র ও পার্টি নেতা ফেলিক্স দের্জিনস্কি। কমিশনের অস্তিত্বের প্রথম দু'বছরে নির্মিত হয় শত শত অনাথাশ্রম আর শ্রম উপনিবেশ, যেখানে মা-হারা বাপ-হারা শিশু আর কিশোররা কেবল পেট ভরে খাবারই পেত না, সেবাযত্নও লাভ করত।

গোর্কি শিশু উপনিবেশের পরিচালক, বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষাবিদ আন্তন মাকারেঙ্কো ব্যাপক সংখ্যক হা-ঘরে আইনভঙ্গকারীকে মানুষ ক'রে শিক্ষা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অশ্রুতপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল: 'মানুষের কাছে যথাসম্ভব বেশি দাবি এবং তার প্রতি যথাসম্ভব বেশি শ্রদ্ধা।'

প্রতিভাধর শিক্ষাবিদ 'মানুষের মধ্যে কেবল উত্তমের অবতারণা করতে'

চেষ্টা করেন, ছাত্রের মধ্যে সর্বাগ্রে দেখতেন সদ্‌গুণ আর ভাল প্রবণতা। গোর্কি শিশু উপনিবেশের বাসিন্দারা পরবর্তীকালে হয় শ্রমিক ও শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়র — তাদের জন্য খোলা ছিল সমস্ত ধরনের পেশার দ্বার।

— কবে আপনাদের দেশে শিশুদের আশ্রয়হীনতার অবসান ঘটে?

— ৩০-এর বছরগুলোর মাঝামাঝি সময়ে। মাকারেঙ্কো লেখেন: 'দেশে ভবঘুরে শিশুদের দেখে আমাদের শত্রুরা যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করত এবং কুৎসা রটাত। তবে শিশুদের আশ্রয়হীনতার সঙ্গে সংগ্রামের ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে শিশুর মঙ্গলের জন্য সোভিয়েত সমাজ শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয়ে কুণ্ঠিত নয়, এবং সে তা করছে শিশুকে অবমানিত না ক'রে, তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখে।'

এটা অবশ্য সত্যি যে তখনকার সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং আজকের সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈষয়িক ক্ষমতার মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। আজ এই ক্ষমতা শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু 'যাকিছু সেরা পাবে কেবল শিশুরা' নীতিটি অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

— আমি সোভিয়েত শিশুর আজকের অবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। শিশুর অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের নীতিগুলো কীভাবে পালন করা হচ্ছে?

— সমাজতন্ত্রের পরিবেশে শিশুর প্রতি সমাজের সম্পর্কটি প্রতিফলিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে। যদি শিশুর অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের নীতিসমূহের সঙ্গে সংবিধানের ধারাগুলোর তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে জাতিসঙ্ঘ গৃহীত এই আন্তর্জাতিক দলিলটি মূর্তরূপ লাভ করেছে সোভিয়েত দেশের বুনিয়াদী আইনে।

— কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারেন?

— যেমন ধরুন, ঘোষণাপত্রের নবম নীতিটি: 'সর্ব প্রকার নিষ্ঠুরতা ও শোষণ থেকে... শিশুকে রক্ষা করতে হবে।' সোভিয়েত রাষ্ট্রে অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের ৪ দিন পরেই এক সরকারী আইনের বলে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। স্বভাবতই, আজও বলবৎ এই আইনটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ৪২ ধারায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘোষণাপত্রের চতুর্থ নীতিটি বলছে যে শিশু ও তার মা 'বিশেষ সেবাযত্ন আর সুযোগসুবিধা' লাভ করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষার বিশেষ এক ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় রয়েছে ২২,৫০০

নারী চিকিৎসা পরামর্শ সংস্থা, শিশু ক্লিনিক, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস ও বৈজ্ঞানিক-গবেষণা প্রতিষ্ঠান। দেশে শিশুদের পক্ষে মারাত্মক রোগের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

ঘোষণাপত্রের সপ্তম নীতিতে বলা হয়েছে যে 'অন্ততপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের অধিকার আছে'। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ৪৫ ধারাতে বলা হচ্ছে যে সমস্ত পর্যায়ে সোভিয়েত নাগরিকদের অবৈতনিক শিক্ষালাভের অধিকার আছে। তাতে তরুণদের বাধ্যতামূলক সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে এবং বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক বিকাশের বিষয়েও বলা হচ্ছে।

অন্য কথায়, আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষের চৌহদ্দীতে যাকিছু দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি হিসেবে, আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তা সোভিয়েত দেশে বহুকাল আগেই বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

— কিন্তু আপনাদের এখানেও এমন সব সমস্যা রয়েছে যা সমাধান করতে হবে...

— হ্যাঁ ম্যারিয়ন, সমস্যা আছে। ক্রেমলিনে 'শিশু কমিশনের' অধিবেশনেও এ বিষয়ে বলা হয়েছে। দেশে কিন্ডারগার্টেন ও শিশু লালনাগারে যায় প্রত্যেক তৃতীয় প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক শিশু, কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বত্র ওগুলোতে কুলাচ্ছে না, বিশেষত নতুন শহরসমূহে। তাছাড়া এমনও সব পরিবার আছে যেখানে শিশুদের ঠিকমতো দেখাশোনা করা হয় না এবং এর ফলে বহু শিশুই নষ্ট হয়ে যায়। তরুণ পরিবারের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা ব্যবস্থাও ভাল কাজ করছে না...

তবে আমাদের সমাজে এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

মা এবং সন্তান

— সোভিয়েত ইউনিয়নে মাতৃত্ব নারীর এক সামাজিক কর্তব্য বলে স্বীকৃত। তা নারীর স্বাস্থ্য ও শ্রম রক্ষা বিষয়ক বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা সুনিশ্চিত। মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষার জন্য আছে বিভিন্ন আইন, বৈষয়িক ও নৈতিক সহায়তা।

— ধরুন কোন নারী সন্তানের অপেক্ষা করছে, — বলেন ম্যারিয়ন। — কীসে এই সহায়তার প্রকাশ ঘটে?

— অন্তঃসত্ত্বা নারী তার আবাসিক এলাকার ক্লিনিকের কিংবা তার প্রতিষ্ঠান বা কারখানার ক্লিনিকের ডাক্তারের কাছে যায়। তার নাম রেজিস্ট্রি করা হয় এবং নিয়মিতভাবে তাকে ক্লিনিকে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য যেতে বলা হয়। তার রক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়, তাকে চিকিৎসামূলক ব্যায়াম করতে হয়, 'ভাবী মায়েদের স্কুলে' বক্তৃতা শুনতে হয়।

যে-সমস্ত অন্তঃসত্ত্বা নারীর জটিল প্যাথোলজি রয়েছে তাদের অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় — তারা চিকিৎসা লাভ করে ক্লিনিক ও হাসপাতালের অন্তঃসত্ত্বা নারীদের প্যাথোলজি বিভাগে। যাদের নিগেটিভ রেজ়ুস-ফ্যাক্টর আবিষ্কৃত হয়েছে, কিংবা যারা কার্ডিওভাসকুলার রোগ ইত্যাদিতে ভুগছে তাদের জন্য বিশেষ প্রসবালয় বা মাট্যারনিটি হোম রয়েছে। আর যে-সমস্ত নারীর জটিল ও বিপজ্জনক প্রসবের সম্ভাবনা রয়েছে তাদের স্বাস্থ্যের দিকেও চিকিৎসকরা বিশেষ নজর রাখেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীর শ্রম রক্ষার বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। গর্ভবতী নারীদের, যাদের দুধের শিশু এবং এক বছর অবধি বয়সের ছেলেমেয়ে আছে সেই নারীদের ডাক্তারের সুপারিশ অনুসারে সহজতর কাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাতে তাদের গড় বেতনে কোন তারতম্য ঘটে না।

আমি আগেই বলেছি যে গর্ভাবস্থা হেতু এবং সন্তান প্রসবের জন্য নারীরা অবশ্যই সবেতন ছুটি পেয়ে থাকে। আর ডেলিভারি জটিল হলে নারীদের জন্য অতিরিক্ত ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রায় সমস্ত সোভিয়েত শিশুই জন্মগ্রহণ করে প্রসবালয়ে, ক্লিনিকে অথবা হাসপাতালে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়িতে আসার পর প্রত্যেক নবজাতককে স্থানীয় শিশু ক্লিনিকে রেজিস্ট্রি করা হয়: তার স্বাস্থ্যের প্রতি কড়া নজর রাখা হয়। প্রথম তিন দিনের মধ্যে মা ও সন্তানকে দেখতে আসেন ডাক্তার-পেডিয়াট্রিস্ট ও নার্স। সন্তানের জন্মের পর থেকে স্থানীয় শিশু ক্লিনিকের ডাক্তার তাদের জন্য 'পারিবারিক ডাক্তারে' পরিণত হন। তিনি নিয়মিতভাবে শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখেন, প্রয়োজন হলে তাকে দেখার জন্য ডাক্তার-বিশেষজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করেন।

শিশু সুস্থ হলে নার্স জীবনের প্রথম মাসে তাকে দু'বার দেখতে

আসেন। তবে বিশেষ অসুস্থ শিশুদের স্থানীয় শিশু ক্লিনিকের কর্মীরা জীবনের প্রথম দু'মাস ধরে সপ্তাহে একবার ক'রে দেখতে আসেন। শিশু অসুস্থ না হলে, তার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে থাকলে নার্স তাকে দেখতে আসেন মাসে একবার ক'রে।

-- আর টিকা, অ্যানালাইসিস, বিভিন্ন পরামর্শ?

-- সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক রোগগুলোর বিরুদ্ধে প্রত্যেক শিশুকেই টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। ওই রোগগুলো হচ্ছে: ঘুঙড়ি কাশি, ডিফথিরিয়া, হাম, ধনুষ্টঙ্কার, বসন্ত, পোলিওমেলাইটিস, যক্ষ্মা। টিকা, জটিল অ্যানালাইসিস, শিশুর চিকিৎসা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ — এক কথায় কোনরূপ চিকিৎসা সহায়তার জন্য পরিবারকে এক পয়সাও খরচ করতে হয় না।

শিশুর যদি অসুখ করে তাহলে কর্মরত মা ১০ দিনের সবেতন ছুটি পান (যদি শিশুকে হাসপাতালে স্থানান্তরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয়)। যে-সমস্ত নারীর স্বামী নেই (অর্থাৎ যাদের সন্তান আছে, কিন্তু কখনও বিবাহ হয় নি), যারা বিধবা এবং যারা স্বামীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তারা সন্তানের সেবাশুশ্রূষার জন্য অধিকতর দীর্ঘ কালের সবেতন ছুটি পেয়ে থাকে।

— শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েত চিকিৎসা-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সাফল্য কী?

— এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যটি হচ্ছে — প্রাক্-বৈপ্লবিক সময়ের তুলনায় শিশু মৃত্যুর হার প্রায় ৯ গুণ হ্রাস পেয়েছে। আগের অনেকগুলো প্রচলিত রোগের, সর্বাগ্রে সংক্রামক রোগের প্রকোপও কমেছে। কেবল গত ২০ বছরেই ডিফথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা হ্রাস পেয়েছে ৬৫০ গুণ, পোলিওমেলাইটিসে — শতাধিক গুণ, ঘুঙড়ি কাশিতে — ৪৫ গুণ, হামে — ৭ গুণ। সেই সঙ্গে আমরা শিশুদের শারীরিক বিকাশের সমস্ত সূচকের উন্নতিও লক্ষ্য করছি।

শিশুর শিক্ষাদীক্ষার জন্য পরিবারের প্রয়োজন আছে কি?

ছেলেমেয়েদের মা-বাবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তাদের আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জড় ক'রে সমাজের জন্য সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত ব্যক্তিত্ব গড়লে

হয়তো সুবুদ্ধিরই পরিচয় দেওয়া হবে? শিশুকে পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষার ভুলত্রুটি থেকে — মা-বাবার স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থপরতা থেকে, কূপমণ্ডূকতা ও অন্যান্য কলঙ্ক থেকে অব্যাহতি দিলে হয়তো ভাল কাজই করা হবে?

নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঊষাকালে — অর্ধ-শতাব্দী আগে - বিজ্ঞানীদের এই বিতর্কটি খোদ জীবনই যথাসময়ে ও চূড়ান্তভাবে বাতিল করে দেয়। শিশুকে তার মা-বাবার স্নেহমমতা ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করার মানে হচ্ছে তার নৈতিক ট্র্যাজেডি ঘটানো, তার চিন্তাধারা ও বোধশক্তি বিকাশের গতির উপর অতি কুপ্রভাব ফেলা। সেই সঙ্গে এর মানে হচ্ছে খোদ মা-বাবাদেরও 'হরণ করা', সমৃদ্ধ ভাবাবেগ থেকে, তারা যে সন্তানের মধ্যে নিজেদের আত্মিক সত্তা লাভ করতে পারবে সেই চিন্তাটি থেকে তাদের বঞ্চিত করা, বার্ধক্যে তাদের নিঃসঙ্গতায় নিপতিত করা।

এক কথায়, সত্য কথাটি হচ্ছে এই যে মাতাপিতা ছাড়া সন্তানদের সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। পশ্চিমে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে সোভিয়েত শিশুরা শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে মা-বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

সোভিয়েত রাষ্ট্র পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের জন্য শর্ত গড়ে দিচ্ছে এবং একই সঙ্গে পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য নিত্য নতুন দাবি হাজির করছে। সবারই জানা আছে যে এরূপ শিক্ষাদীক্ষার ফলাফল সমাজের উপর গিয়ে পড়ে এবং তা যথেষ্ট পরিমাণে সমাজের নৈতিক প্রগতি নির্ধারণ করে। একটি মাত্র উদাহরণ: তরুণদের অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য পরিবারও যে বিপুল পরিমাণে দায়ী তা আজ প্রমাণিত।

তাই এটা খুবই সঙ্গত যে সোভিয়েত ইউনিয়নে গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবার ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

— কীসে তার প্রকাশ ঘটে?

— মা-বাবারা যখন তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভাবে, তখন সাধারণত দুটি প্রশ্ন তাদের বেশি চিন্তিত করে: তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হলে কেমন হবে এবং কী হবে?

মা-বাবারা সর্বদা তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচনের

ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু সর্বাগ্রে পরিবারেই গড়ে উঠে শিশুর নৈতিক চেহারা, জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিবাহ ও দাম্পত্য সংক্রান্ত আইনে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে পরিবারের দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে:

'আপন সন্তানদের প্রতি সম্পর্কে পিতা ও মাতার সমান অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। মাতাপিতারা তাদের সন্তানদের কমিউনিজমের নির্মাতার নৈতিক সংহিতার নীতি অনুসারে মানুষ করে তুলবে, তাদের শারীরিক বিকাশের ব্যাপারে, সমাজের পক্ষে উপকারী কাজের জন্য শিক্ষা ও প্রস্তুতি দানের ব্যাপারে যত্নশীল হবে।'

অবশ্য শিক্ষাদীক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে মা-বাবাদের ধ্যানধারণা যতটা ব্যবহারিক-সাংসারিক চরিত্র বহন করে, ততটা বৈজ্ঞানিক চরিত্র বহন করে না। একটি জিনিস এখানে লক্ষণীয়: আগে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষায় বাবার প্রভাবই বেশি ছিল, কিন্তু এখন মায়ের ভূমিকা আর মর্যাদাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।

মায়ের আদর্শে এমনসব গুণ মূর্তরূপ লাভ করেছে যা মানুষের নৈতিক চেহারা নিরূপণ করে। তাকে হতে হবে উদার, ন্যায়পরায়ণ, শৃঙ্খলানিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও ভাল সঙ্গী।

বাবার আদর্শে ছেলে বা মেয়ে কী হবে সেই চিন্তাটিই বিশেষ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। বাবা এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারটিকে সর্বদা জড়িত করে তার ছেলেমেয়ের উন্নত চিন্তাধারা গড়ার সঙ্গে: সমাজের কাজে লাগতে হবে, দক্ষতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে হবে, স্বনির্ভর—মানসিক ও শারীরিক শ্রমের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এই ভাবে পিতামাতার আদর্শ মোটের উপর সমাজের আদর্শগুলোর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে যে পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষায় ব্যক্তির প্রতি সামাজিক দাবিদাওয়াও থাকে।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আন্তন মাকারেঙ্কো বলেছিলেন যে আধুনিক সোভিয়েত পরিবার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভাবধারাসমূহের, কমিউনিস্ট আদর্শের বাহক। 'আমাদের ছাত্রকে, সে যে-ই হোক না কেন, কেবল আত্মবিকাশের কাজে ব্যস্ত থাকলেই চলবে না, কেবল উদার ও সৎ ব্যক্তি হলেই চলবে না। তাকে সর্বাগ্রে হতে হবে আপন কর্মিদলের সদস্য, সমাজের সদস্য, সে কেবল নিজের কাজের জন্যই নয়, তার সঙ্গীসাথীদের কাজের জন্যও দায়ী থাকবে।'

— মানুষ গড়ার কাজে সমাজ কীভাবে পরিবারকে সাহায্য করে?

— কেবল পরিবার এবং স্কুল শিশুর বিচিত্র চাহিদা পূরণ করতে পারে না। সেই জন্য রাষ্ট্র, ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন স্কুল-বহির্ভূত শিক্ষা-ব্যবস্থা বিকাশের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। সোভিয়েত শিশুদের জন্য আছে ৪৮০০ পাইওনিয়র প্রাসাদ আর ক্লাব। এগুলো হচ্ছে নতুন ধরনের শিশু প্রতিষ্ঠান, যেখানে কাজ করেন অভিজ্ঞ শিক্ষকরা, যেখানে স্কুলের পরে শিশুদের সঙ্গে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তকিছু আছে। যেমন, মস্কোর পাইওনিয়র প্রাসাদের কথাই ধরুন। এখানে একসঙ্গে সমবেত হতে পারে প্রায় দশ হাজার ছেলেমেয়ে। পাইওনিয়র প্রাসাদে তাদের জন্য রয়েছে মহাকাশবিদ্যার মিউজিয়ম, ফোটো স্টুডিও, দাবা চক্র, নাচের ক্লাব...

উদীয়মান পুরুষের সুসমঞ্জস বিকাশের স্কুল-বহির্ভূত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও বৃহৎ এক ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশে আছে কিশোর প্রকৃতিবিদদের ৭৯৩টি কেন্দ্র, কিশোর প্রযুক্তিবিদদের ১২৭৩টি কেন্দ্র, ৬১৯৬টি শিশু ক্রীড়া স্কুল, ছয় সহস্রাধিক সঙ্গীত শিল্প ও নৃত্য বিদ্যালয়, শত শত শিশু ক্লাব। এখানে ছেলেমেয়েদের ভাবতে, সৃষ্টি করতে শেখানো হয়। যেমন, নভোসিবির্স্ক বৈজ্ঞানিক শহরের কিশোর প্রযুক্তিবিদদের ক্লাবের সদস্যদের — তারা সবাই স্কুলে পড়ে — লেখা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির পত্রিকাসমূহে। লেনিনগ্রাদে কিশোর ভূগোলবিদদের 'প্লানেতা' ('গ্রহ') ক্লাবের সদস্যদের কাছে মহাসাগরবিদ্যা বিভাগটি বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছে, — ওখানে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাজ করেন বিজ্ঞানী-ভূগোলবিদরা।

— ছেলেমেয়েরা যখন প্রাঙ্গণে থাকে তখন কী করে?

— এই প্রশ্নটি মা-বাবা আর শিক্ষকদের সমানভাবেই চিন্তিত করছে। তাদের সাহায্য করে একটি সোভিয়েত নিয়ম: রাষ্ট্রীয় কমিশন নির্মাতাদের কাছ থেকে একমাত্র তখনই বাড়ি গ্রহণ করে যদি তার প্রাঙ্গণে শিশুদের খেলার জায়গা থাকে। একটি উদাহরণ দিই। মস্কোর কুনৎসেভো অঞ্চলের নতুন একটি আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা — বিভিন্ন পেশার লোকেরা — শিশুদের বিশ্রামের সমস্যা সমাধানের কাজে মন দিল। বাসিন্দাদের পেশাগত সম্ভাবনা সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে কিছু প্রশ্নতালিকা ছড়িয়ে দেওয়া হল। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে শিশুদের অবসর যাপনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হল, যাতে স্থান পেল

খেলাধুলা, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান। এই ভাবে বড়রা তাদের সময়ের একাংশ শিশুদের জন্য ব্যয় ক'রে তাদের অবসর যাপনকে অধিক ফলপ্রসূ ও মধুর করে তুলল।

লেনিনগ্রাদের 'প্রমেতেই' নামক ক্রীড়া ও শ্রম শিবিরটির অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করি। দশ বছর আগে মেকানিকেল ইনস্টিটিউটের ছাত্র সের্গেই আলেক্সেয়েভ একটি অভিনব প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, শহরের কোন একটি অঞ্চলের যে-সমস্ত ছেলেমেয়ের নাম পুলিশের কাছে রয়েছে তাদের গ্রীষ্মের সময় লেনিনগ্রাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হোক। এই প্রস্তাব অনুসারেই গড়া হয় 'প্রমেতেই' ক্রীড়া ও শ্রম শিবিরটি। ওখানে ছেলেমেয়েরা তিন-চার ঘণ্টা খেতের কাজে ব্যস্ত থাকত, আর বাকি সময় কাটাত বই পড়ে, খেলাধুলা ক'রে।

গ্রীষ্মের প্রথম তিন মাসের ফলাফল বেশ আশার সঞ্চার করল। অঞ্চলের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধ অনেকটা কমে গেল।

এখন 'কঠিন' ছেলেমেয়েদের জন্য গ্রীষ্মকালীন শিবির ও শীতকালীন ক্লাব আছে শহর ও জেলার প্রতিটি অঞ্চলে।

— আপনাদের দেশে শিক্ষাদীক্ষার লক্ষ্য কী?

— সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষা আকাদমি কয়েক বছর ধরে ১৭ থেকে ২০ বছর বয়সের ২২,৮০০ তরুণ-তরুণীর মধ্যে (এরা স্কুল শেষ করেছে, টেকনিকেল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে) এক ধরনের গবেষণা চালায়। বিজ্ঞানীরা জানতে চান — তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ, তাদের আত্মিক চাহিদা কী, তাদের সামাজিক মূল্যবোধ কেমন?

তরুণ-তরুণীদের কথা অনুসারে, জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে পরিচ্ছন্ন বিবেক, কর্তব্য বোধ, চিত্তাকর্ষক কাজ। তারা মনে করে যে সুখের চূড়ান্ত শর্ত হচ্ছে সামাজিক সুবিচার। একশো জন তরুণ মস্কোবাসীর কেউ-ই বলে নি যে টাকা-পয়সাই হচ্ছে তার জীবনের লক্ষ্য। অধিকাংশ উত্তর ছিল এ ধরনের: 'সমাজের সেবা করতে চাই', 'উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চাই', 'মনের মতো ও মানুষের উপকারে লাগতে পারে এমন কাজ পেতে চাই'।

'জীবনে তুমি কী সবচেয়ে বেশি কামনা কর?' — এরূপ প্রশ্নের উত্তরে শোনা যায়: 'জ্ঞান', 'প্রতিভা', 'অনেক ভাল ও বিশ্বস্ত বন্ধু', 'পৃথিবীর মানুষের জন্য সুখ ও শান্তি'।

বিজ্ঞানী মার্গারিতা কপিলোভা এবং তাঁর দশ সন্তান

মার্কিন কল্পকাহিনী লেখক আইজেক আজিমভ বলেন: ১৯৯৯ সালে নারী জাতি প্রকৃত মুক্তি লাভ করবে, কেননা তখন তারা পরিবার ও মাতৃত্ব থেকে মুক্ত হবে। আসুন, এরূপ এক মহিলার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই যিনি মনেপ্রাণে এ যুক্তি অস্বীকার করেন। তাঁর নাম মার্গারিতা কপিলোভা। তিনি চিত্র-তারকা নন, অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নও নন। তবে পত্রপত্রিকায় তাঁর নামটি প্রায়ই চোখে পড়ে। বিদেশী সাংবাদিকরা মার্গারিতা কপিলোভাকে সাধারণত এরূপ প্রশ্ন করে:

--- দশ ছেলেমেয়ের শিক্ষাদীক্ষা এবং নিজের বৈজ্ঞানিক কাজ আপনি একসঙ্গে চালান কী করে? কে আপনায় সাহায্য করে?

...থাকেন তিনি রিগায়। তাঁর আছে ছয় কামরার বড় একটি ফ্ল্যাট যেখানে সমস্ত দেয়াল বইয়ে সাজানো, যেখানে শোনা যায় পিয়ানোর অনুচ্চ সুর। ফ্ল্যাটটি খুবই সাদামাঠা এবং তাতে আছে কেবল প্রয়োজনীয় জিনিস। পরিবারটির জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক — এ হচ্ছে দশ ও ততোধিক সন্তানের ২ লক্ষ ৮৩ হাজার সোভিয়েত পরিবারেরই একটি।

মার্গারিতা কপিলোভার জীবন বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি চাকরি করেন। মায়ের দায়িত্ব পালন করতে এবং সমাজের পক্ষে উপকারী শ্রমে অংশ নিতে তাঁকে সাহায্য করে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা। তিনি বিভিন্ন সামাজিক সহায়তা ও শ্রম-সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন।

কয়েকটি উদাহরণ দিই। মার্গারিতা কপিলোভা গর্ভাবস্থা হেতু এবং সন্তান প্রসবের জন্য ন'বার চার মাস ক'রে সবেতন ছুটি পেয়েছিলেন। যখন তাঁর যমজ সন্তান হল তখন ছুটির মেয়াদ ২ সপ্তাহ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

আইন অনুসারে, সন্তানের জন্ম হলে মাকে এককালীন ভাতা দেওয়া হয়, আর চতুর্থ এবং প্রত্যেক পরবর্তী সন্তান জন্মের জন্য মাকে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সন্তানের সংখ্যা অনুযায়ী। বহু সন্তানের জননী হিসেবে কপিলোভা পেন্সনও ভাল পাবেন।

* * *

এটা সাধারণত স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয় যে সমাজের পক্ষে উপকারী শ্রমের ক্ষেত্রে নারী যত বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে তার সন্তানের সংখ্যাও তত কম হবে। কিন্তু কপিলোভা এর সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, পেশা নির্বাচন ও আপন প্রতিভা স্ফুরণের ব্যাপারে নারীকেও পুরুষের সঙ্গে সমস্ত সুযোগসুবিধা উপভোগ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে মাতৃত্বের সুখ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করলে চলবে না।

'প্রিয় কাজের প্রতি, পেশার প্রতি মানুষের সম্পর্কই সর্বাগ্রে নির্ধারণ করে মানুষের ব্যক্তিত্ব,' -- মনে করেন কপিলোভা। তিনি বলেন যে বৈজ্ঞানিক কাজ ছেড়ে তাঁর পক্ষে বাঁচা অসম্ভব। তিনি ৬০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক রচনা লিখেছেন। ১৯১৯ সালে কপিলোভা তাঁর নিবন্ধ সমর্থন ক'রে আরও হাজার হাজার সোভিয়েত নারীর মতো ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেছেন।

'বীর জননী' অর্ডার প্রাপ্ত মহিলাটি বলেন যে এতে অসাধারণ কিছুই নেই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রিগা মেডিকেল ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে এত কাজ ক'রে দশটি ছেলেমেয়ে তিনি মানুষ করছেন কীভাবে? অনেক সময় একটি সন্তান নিয়েই কর্মরত মা হাঁফিয়ে উঠে...

মার্গারিতা কপিলোভা প্রতিভাধর ও শৃঙ্খলানিষ্ঠ মহিলা। 'কপিলোভা হচ্ছেন বিজ্ঞানের জগতে একজন পণ্ডিত ও সাহসী অনুসন্ধানকারী,' -- তাঁর সম্পর্কে বলেন তাঁর গাইড। 'আমাদের সবাইকে তিনি অতি ধীরস্থির লোক বলে গণ্য করেন,' 'তিনি ভীষণ অধীর,' — বলেন তাঁর সহকর্মীরা। আর এবার শোনা যাক মার্গারিতা কপিলোভার নিজের ব্যাখ্যাটি: 'বিশ্রামের সময়ও আমি অনেক কাজ সেরে নিতে পারি। আর পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা হচ্ছে — সন্তানের চোখে মা-বাবার সঠিক জীবনযাপন। এবং দৈনন্দিন সর্বজনীন শ্রম।'

— আমাদের পরিবারে অবশ্যই কোন ঝি নেই, — আমায় বলেন মার্গারিতার স্বামী লেভ নিকোলায়েভিচ, যিনি পেশায় হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়র-ডিজাইনার। — আমার শাশুড়ী আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। তবে প্রায়ই তিনি ছেলেমেয়েদের নন, ছেলেমেয়েরাই তাঁর সেবাযত্ন করেছে।

কেনাকাটি ও গৃহস্থালির নানা কাজে আমি স্ত্রীকে সাহায্য করি, ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখাই...

আর এ হচ্ছে কপিলোভদের জ্যেষ্ঠ কন্যা নাতাশার বক্তব্য:

— আমাদের পরিবারে সবাই পরিশ্রমী, সবাই নিজের কাজ নিজে করে। ছোটরা দুপুরের খাবার খায় স্কুলের ক্যান্টিনে, আর বড়রা — তাদের কর্মক্ষেত্রে। রাত্রে আমরা পরিজ খাই, তা রান্না করতে পারে ভাইবোনদের যে কেউ। যে আগে পড়াশোনার কাজ শেষ করে সে-ই পরিজ তৈরি করে। এতে ২০ মিনিটের বেশি লাগে না। খাওয়ার পর প্রত্যেকে নিজ নিজ প্লেট ধোয়। বোতাম ছিঁড়ে গেলে নিজেকেই তা সেলাই করে নিতে হয়। আর কেউ তা না পারলে শিখে নেয়। আমাদের পরিবারে শিক্ষা প্রথম স্থান অধিকার করে...

* * *

আমার সহকর্মী ইন্না রুদেঙ্কো ও মার্গারিতা কপিলোভার মধ্যে বহু বছরের বন্ধুত্ব। ইন্না আমায় তাঁর সাংবাদিকের নোটবইটি দেখালেন। তাতে লেখা আছে দশ সন্তানের মা কীভাবে তাঁর অবসর সময় কাটান। 'সম্প্রতি কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম? কয়েক বার দোমা ক্যাথিড্রালে গিয়ে অর্গান বাজনা শুনেছি, জাপানী ব্যালে আর রিগা থিয়েটারে একটি নাটক দেখেছি, ফরাসি গায়কদের গান শুনেছি। সম্প্রতি চারজন হার্প-বাদিকার বাজনাও শুনেছি, তা আমায় ভীষণ অভিভূত করে দেয়। কয়েক দিনের জন্য স্বামীর সঙ্গে লিথুয়ানিয়ায় গিয়েছিলাম, বিখ্যাত ত্রাকায়ে দুর্গ দেখেছি, কিছু জাদুঘরে গেছি...'

ইন্না রুদেঙ্কো কপিলোভার বিষয়ে আমায় বলেন: 'শ্রমের প্রতি ভালবাসা — হ্যাঁ। মাতৃত্ব — অবশ্যই। তবে এছাড়া আরও আছে অদম্য তারুণ্য ও আশাবাদ।'

আর তাঁর দশ সন্তানের বিষয়ে কী বলা যায়?

নিজের ছেলেমেয়ের বিষয়ে কপিলোভা বলেন: 'সোভিয়েত সংবিধানে লেখা আছে: 'পরিবার রাষ্ট্রের রক্ষণাধীনে থাকবে।' আপন পরিবারের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে এ কেবল একটা ঘোষণাই নয়, বাস্তবে অর্জিত সাফল্যের প্রতিফলনও। আমাদের ছোট তিন ছেলেমেয়ে — ভিতিয়া, নাদিয়া, ভালিয়া — এখনও স্কুলে পড়ে, সাত

জন স্কুল শেষ করেছে। ছেলে সাশা পেশা ও প্রযুক্তিগত কলেজ শেষ করার পর ফিটার মিস্ত্রি হয়েছে, দুজন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে, মেয়েদের একজন ইনস্টিটিউট শেষ করেছে। তারা কেবল শিক্ষাই লাভ করছে না, পেশাও আয়ত্ত করছে। তাদের সবাই চাকরি পাবে। এতে কোন সন্দেহই নেই।

প্রেম ক'রে অথবা পণ রেখে?

— আপনাদের দেশে লোকে জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছে কীভাবে? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন। — আমি তরুণদের কথা বলছি...

— সোভিয়েত পরিবারের সমস্যা অধ্যয়নকারী বিজ্ঞানীদের ঐক্যমত অনুসারে, সামাজিক, জাতীয়, ধর্মীয় ও অন্যান্য কারণ তরুণদের খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে না।

আজ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত তরুণ-তরুণীরা আপন সঙ্গী খুঁজে পায় শ্রম, শিক্ষা ও বিশ্রামের সঙ্গে জড়িত ক্ষেত্রগুলোতে — অফিসে, গ্রন্থাগারে, ক্রীড়া শিবিরে। মা-বাবার সহায়তায় পরিচিত হয় কেবল ২ শতাংশ তরুণ দম্পতি।

আর বৈষয়িক দিক সম্পর্কে কী বলা যায়? সোভিয়েত মানুষের জীবন থেকে উত্তরাধিকার কথাটি প্রায় বিলোপ পেয়েছে। মা-বাবারা অবশ্যই বিয়ের সময় নবদম্পতিকে পোশাক আসবাবপত্র বাসনকোসন ইত্যাদি উপহার দিয়ে থাকে। তবে তারা নবদম্পতিকে নিজস্ব পুঁজি দেয় না, — সোভিয়েত দেশে এ ধরনের কোন জিনিস নেই। তরুণ দম্পতির বৈষয়িক অবস্থা নির্ভর করে তাদের নিজেদেরই উপর। তারা যদি ভাল কাজ করে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে, তাহলেই বেশি উপার্জন করতে পারবে... ঠিক সেই কারণেই আর্থিক দিক খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না।

— বিবাহ বন্ধনে প্রধান জিনিসটি কী?

— সোভিয়েত বেলোরুশিয়ার রাজধানী মিন্স্কে পরিচালিত বৃহৎ এক সমাজ-বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে ৯৪ শতাংশ বর ও কনে 'ভালবাসা এবং একমাত্র ভালবাসাকেই' বিবাহের নৈতিক আদর্শ বলে গণ্য করে। তার সঙ্গে যোগ করা যায় বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা। কেবল

৩ শতাংশ তরুণ-তরুণীই হিসাবকে বিবাহের সম্ভাব্য কারণ বলে বর্ণনা করেছে।

ম্যারিয়ন আমার কথা শুনে বললেন:

— সমাজ-বিজ্ঞানীদের প্রশ্নতালিকাটি দেখলে মন্দ হয় না।

আদর্শ বর, খুঁতখুঁতে বধূ

— এটা 'লিতেরাতুর্নায়া গাজেতা' নামক সাহিত্যিক সংবাদপত্রের একটা সংখ্যা। এতে 'আদর্শ বর কিংবা খুঁতখুঁতে বধূ' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। প্রশ্নতালিকার জবাব দিচ্ছে এক হাজার ছাত্রছাত্রী। প্রবন্ধটি লিখেছেন অর্থশাস্ত্রের ক্যান্ডিডেট প. ইয়ের্মিশিন। এতে প্রশ্নতালিকার উত্তরগুলোর বিষয়ে বলা হচ্ছে। আমি আপনায় পড়ে শোনাচ্ছি।

'বিবাহ সম্পর্কে আমার ধারণা'। এরূপ ছিল প্রশ্নতালিকার শিরোনামা। তা দেওয়া হয় সিমফেরোপল (ক্রিমিয়া) শহরের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বিতীয় বর্ষের এবং বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এক হাজার ছাত্রকে। এর উদ্দেশ্য ছিল — তরুণ-তরুণীরা কোন্ বয়সটিকে বিবাহের পক্ষে সেরা বয়স বলে মনে করে তা জানা, তাদের মতে সুখী পরিবারের ভিত্তি কী, বিবাহ বিচ্ছেদের প্রতি তাদের কীরূপ মনোভাব, তারা কত সন্তান চায় সে-বিষয়ে অবগত হওয়া। এবং এ সমস্তকিছুই সমাজের কোন্ স্তরে জন্ম তা অনুসারে, নির্বাচিত পেশার চরিত্র অনুসারে।

সর্বাগ্রে তরুণদের তাদের ভবিষ্যৎ স্বামী বা স্ত্রীর বিশেষ আকর্ষণীয় তিনটি — এবং কেবল তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করতে বলা হয়। স্বভাবতই, বিভিন্ন ধরনের উত্তর পাওয়া গিয়েছিল। এক হাজার প্রশ্নতালিকার মধ্যে কেবল দশটিতেই উত্তরগুলোর পূর্ণ মিল ছিল।

উত্তরগুলোতে মুখ্য স্থান অধিকার করে স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক। পুরুষদের সবাই — ভবিষ্যৎ কৃষিবিদ, মেশিনচালক, পশুবিদ, ফলোৎপাদনকারী ও হিসাবরক্ষক — তাদের ভাবী স্ত্রীর প্রধান গুণগুলোর মধ্যে পরিবারের প্রতি সম্পর্ক প্রকাশকারী বৈশিষ্ট্যগুলোর উপরই বিশেষ জোর দেয়। অনেকগুলো উত্তরে তিনটি

গুণের মধ্যে দুটি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে পরিবারের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। প্রথম স্থানে — স্বামী ও সন্তানের প্রতি ভালবাসা, দ্বিতীয় স্থানে — বিশ্বস্ততা, তৃতীয় স্থানে — শ্রমশীলতা, গৃহস্থালির কাজ চালানোর ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির ক্ষমতা।

তরুণীরাও বরদের সেই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে খুব সচেতন যা পরিবারের প্রতি তাদের (অর্থাৎ বরদের। — অনু.) সম্পর্ক প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে দুটি দাবিই বেশি ঘন ঘন উচ্চারিত হয়: 'স্নেহশীল' ও 'ভাল সংসারী' লোক।

দ্বিতীয় স্থানে — চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি: সরলতা, সংবেদনশীলতা, উদারতা, ন্যায়পরতা, আত্মসংযম, সহৃদয়তা, নমনীয়তা...

প্রত্যেক চতুর্থ ভবিষ্যৎ ডাক্তার, প্রত্যেক দ্বিতীয় কৃষিবিদ ও মেশিনচালক ভাবী স্ত্রীর চরিত্রে সর্বাগ্রে দেখতে চায় সততা, ভুলত্রুটির সঙ্গে আপোসহীনতা। কনেরাও অনুরূপ দাবি হাজির করে।

প্রত্যেক তৃতীয় তরুণ ও প্রত্যেক দ্বিতীয় তরুণী পেতে চায় বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, ভদ্র জীবনসঙ্গী। তাই যে-সমস্ত তরুণ অকালে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে তারা সংকটে পড়তে পারে।

আমাদের নামহীন প্রশ্নতালিকায় তরুণীরা নিজের জন্য বিবাহের এরূপ বয়স নির্ধারণ করেছে: ২০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে —২৫ শতাংশ, ২০-২৩ বছর — ৬১ শতাংশ, ২৩-২৬ বছর — ১২ শতাংশ, ২৬ বছরের পরে — ২ শতাংশ। পারিবারিক জীবন, মা-বাবার সামাজিক অবস্থার প্রভাব বিবাহের বয়সের উপর অনুভূত হয় না বললেই চলে। বিয়ে করার জন্য তরুণদের মোটেই কোন তাড়া নেই: ২০ বছরের আগে বিয়ে করতে চায় জিজ্ঞাসিতদের ১৫ শতাংশ, ২০-২৩ বছর বয়সে —১৬ শতাংশ, ২৩-২৬ বছর বয়সে — ৪৯ শতাংশ, ২৬ বছরের পরে —২০ শতাংশ।

তরুণ-তরুণীদের প্রায় অর্ধেক মনে করে যে স্বামী স্ত্রীর চেয়ে ২-৪ বছরের বড় হলে ভাল হয়; প্রত্যেক তৃতীয় জন মনে করে —৪-৬ বছর বড় হলেই ভাল। শহর এবং গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য মত-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় নি।

পরিবারের সদস্যসংখ্যার ব্যাপারে উচ্চ ও বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষালাভে নিযুক্ত তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যায়। অধিকাংশই (অর্ধেকের বেশি) দুই সন্তানের মা-বাবা হতে চায়, প্রত্যেক তৃতীয় তরুণ ও প্রত্যেক চতুর্থ

তরুণী — তিন সন্তানের। দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালে সবাই কিন্তু তাদের ইচ্ছা পূরণ করে না।

জিজ্ঞাসিতদের অর্ধেকেরও বেশি মনে করে যে সুখী দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক সমঝোতা, প্রত্যেক তৃতীয় জন মনে করে যে সুখী দাম্পত্য জীবনের মূলে রয়েছে দুটি জিনিস: পারস্পরিক সমঝোতা ও বৈষয়িক সচ্ছলতা।

উপরে বর্ণিত তথ্যগুলো এটাই প্রমাণিত করে যে আধুনিক তরুণ-তরুণীরা বিশেষ দায়িত্বের সঙ্গেই পরিবার গড়ার কাজে হাত দেয়।

মিশ্র বিবাহ বন্ধন কি মজবুত?

— এবং এরূপ বিবাহের প্রতি সমাজের কী মনোভাব? — প্রশ্নটি আমরা করলাম মিকলুখো-মাক্লাই নৃকুলবিদ্যা ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ লিউদ্‌মিলা তেরেন্তিয়েভাকে।

— যেকোন জাতির ভেতর থেকে জীবনসঙ্গী নির্বাচন — এ হচ্ছে একটা মানবিক স্বাধীনতা। কোন সমাজে যদি অন্তর্জাতীয় বিবাহ ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হয় তাহলে সে-সমাজ গণতান্ত্রিক বলে গণ্য হতে পারে না।

— এ অর্থে আপনাদের সমাজ গণতান্ত্রিক কি? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— নিজেই বিচার করুন, — জবাব দেন তেরেন্তিয়েভা। — সোভিয়েত ইউনিয়নে মিশ্র বিবাহের সংখ্যা এখন লক্ষ লক্ষ। আমি তা বলছি বিশেষ আনন্দের সঙ্গে।

— কেন?

— বছরে বছরে গবেষকরা নতুন নতুন তথ্য লাভ করছেন। সোভিয়েত নৃকুলবিদরা চমৎকার এক 'গবেষণাগারের' অধিকারী, — সে হচ্ছে তাঁদের বিশাল দেশ যেখানে বাস করে শতাধিক জাতি ও জাতিসত্তা। এ হচ্ছে প্রথম কথা। আর দ্বিতীয়ত, মিশ্র বিবাহ জাতিতে জাতিতে সুদৃঢ় মৈত্রীর স্বাক্ষর বহন করে।

— কিন্তু অন্তর্জাতীয় বাধাবিঘ্ন কীভাবে বিলোপ পেল?

— ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় মিশ্র

বিবাহ ছিল বিরল ব্যাপার। বিপ্লবের পরে সোভিয়েত সংবিধান জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিককে সমানাধিকার দিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও ধর্মীয় কুসংস্কার ক্রমশ বিলোপ পেতে থাকে। জাতি ও জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সাধনে সাহায্য করেছে অভিবাসন প্রক্রিয়া। ২০-এর বছরগুলোর শেষ দিক থেকে — তখনই আরম্ভ হয় দেশের শিল্পায়ন — শুরু ক'রে ১৯১৯ সাল অবধি সময়ের মধ্যে শহরগুলোতে এসেছে ৬ কোটি নতুন বাসিন্দা। তাদের অধিকাংশই তরুণ বয়সের লোক। কয়েকটি বৃহৎ নির্মাণক্ষেত্রে আমি ৭০টি জাতি ও জাতিসত্তার প্রতিনিধির দেখা পেয়েছি।

— জাতিসমূহের মিলন সাধনের পথে কোন ভাষাগত বাধা আছে কি?

— না, এরূপ কোন বাধা নেই। সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার আছে। তারা মাতৃভাষায় কথা বলে ও লেখে। তবে তাদের মধ্যে মেলামেশার মাধ্যম হচ্ছে রুশ ভাষা। তাও তাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করছে।

— মিশ্র বিবাহ আগেও হয়েছে, তবে তাতে 'উদ্যোক্তা' ছিল সাধারণত পুরুষরা...

— এখনও ঠিক তাই। পুরুষরাই প্রথমে পাণিগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। তবে তফাৎটা হচ্ছে এই যে আজ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয় সমানাধিকারের ভিত্তিতে। সোভিয়েত নারী পুরুষের সঙ্গে কেবল সমানাধিকারই উপভোগ করে না, সে অর্থনৈতিক দিক থেকেও স্বাধীন।

— কিন্তু এ সমস্তকিছু সত্ত্বেও জাতীয় ও ধর্মীয় কুসংস্কারের একটা প্রভাব নিশ্চয়ই আছে?

— আপাতত আছে বৈকি। তবে তা ক্রমশই হ্রাস পেয়ে চলেছে। সোভিয়েত আইন স্বীকার করে যে সমগ্র মানবজাতি হচ্ছে এক জীবতাত্ত্বিক প্রজাতি এবং 'উৎকৃষ্ট' ও 'অপকৃষ্ট' জাতি বলতে কোনকিছু নেই। আর এ-দেশে বর্ণগত কিংবা জাতীয় সমানাধিকার অমান্য করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অপরাধ।

নিরীশ্বরবাদী প্রচারের কল্যাণে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের সময় ধর্মের প্রভাব ক্রমশই কমে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বল্টিক উপকূলের প্রজাতন্ত্রসমূহে রুশদের সঙ্গে স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের বিবাহের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় প্রাক্তন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত লিথুয়ানীয় এবং প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত লাতভীয়দের মধ্যে।

-- যে পরিবারে পিতা ও মাতা বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি সেই পরিবারের জীবনটি কীভাবে গড়ে উঠে? অন্তর্জাতীয় পরিবার মজবুত কি?

সমাজবিদরা বলেন যে সোভিয়েত অন্তর্জাতীয় পরিবারগুলোতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা সমজাতীয় পরিবারগুলোর চেয়ে ঢের কম। এর কারণটি হয়তো এই যে মিশ্র বিবাহ সম্পন্ন হয় অনেক ভাবনাচিন্তার পর, তার 'পক্ষে' ও 'বিপক্ষে' সমস্তকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করার পর।

— মিশ্র বিবাহে যে-সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারা কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়?

- কারো জাতীয়তা বৈধভাবে নির্ধারিত হয় ১৬ বছর পূর্ণ হলে — তখন তরুণ-তরুণীরা পাসপোর্ট পায় (সোভিয়েত ইউনিয়নে দেশের ভেতরে পাসপোর্ট ব্যবস্থা আছে। -- অনু.)। তরুণ নাগরিক নিজেই নিজের জাতীয়তা নিরূপণ করে। সে মা কিংবা বাবার জাতীয়তা গ্রহণ করে।

এই সমস্যাটি তরুণরা সমাধান করে বিভিন্ন উপায়ে। জাতীয়তা নির্বাচনের ব্যাপারে সেই নৃকুলগত পরিবেশও প্রভাব ফেলে যেখানে পরিবার বাস করে। তাছাড়া আছে মা-বাবার জাতিদের মধ্যে কত কালের যোগাযোগ রয়েছে, পারিবারিক ঐতিহ্যের শক্তি, ভাষার নৈকট্য ইত্যাদি। যেমন ধরুন, ইউক্রেনে শহরে বসবাসকারী ইউক্রেনীয়-রুশ পরিবারের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ইউক্রেনীয় বলেই অভিহিত করে, আর এই প্রজাতন্ত্রের বাইরে অনুরূপ পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই নিজেদেব রুশ বলে গণ্য করে।

-- দেশে অন্তর্জাতীয় বিবাহের সংখ্যা কি বাড়ছে?

— হ্যাঁ বাড়ছে। এই কিছুকাল আগেও সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতি দশম বিবাহ ছিল মিশ্র। আর এখন পরিবারের মোট সংখ্যায় তার পরিমাণ ১৪ শতাংশে গিয়ে পেঁাছেছে। লাতভিয়া, কাজাখস্তান, ইউক্রেনের মতো প্রজাতন্ত্রগুলোতে প্রতিটি পঞ্চম বিবাহ — অন্তর্জাতীয়। হালের বছরগুলোতে মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রসমূহেও মিশ্র বিবাহের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

— অন্তর্জাতীয় বিবাহ সম্পর্কে বিজ্ঞানী-নৃকুলবিদদের, জনগণের মতামত কী?

— সোভিয়েত ক্ষমতার ষাট বছরে এ দেশে গড়ে উঠেছে মানুষের নতুন এক ঐতিহাসিক জাতিগোষ্ঠী — সোভিয়েত জনগণ। প্রতিটি অন্তর্জাতীয় বিবাহ এই মহান জাতিগোষ্ঠীটিকে দৃঢ় করে তুলছে। আমরা নৃকুলবিদরা দেশে একই সঙ্গে ঘটমান দুটি প্রক্রিয়া গবেষণার কাজে অংশগ্রহণ করছি, এবং তা হচ্ছে কীভাবে প্রতিটি জাতি বিকাশ লাভ করছে ও কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে মিশ্র বিবাহ সম্পর্কে মতামতের বিষয়ে যা বলা যায় তা হচ্ছে এই: সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তা এরূপ বিবাহকে ভাল চোখেই দেখে। সোভিয়েত নৃকুলবিদরা মিশ্র বিবাহে দেখতে পান জাতি ও জাতিসত্তাসমূহের আন্তর্জাতিক, সর্বসোভিয়েত গুণাবলির স্ফুরণ। এখানে নিজের বিষয়ে একটা কথা বলতে চাই: আমার পরিবারে মিলিত হয়েছে কয়েকটি জাতির লোক।

— কোন্ কোন্ জাতির? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— বলছি। আমি রুশ, জন্ম হয় সাইবেরিয়ায়, আমার স্বামী ইহুদি, তাঁর জন্ম লেনিনগ্রাদে। পোষ্য কন্যা লিউদমিলা (তার মা, আমারই আপন বোন, যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে মারা যান) বিয়ে করেছে একজন জার্মানকে, তিনি জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নাগরিক। আর ভাইপোর দিকের নাতি ইউরি বিয়ে করেছে এক তাতার মেয়েকে। তারা বৈকালে থাকে, তাদের এক মেয়ে আছে, নাম নাতাশা। আমরা নিজেদের ঐক্যবদ্ধ মহান এক পরিবারের, মানুষের নতুন ঐতিহাসিক জাতিগোষ্ঠী — সোভিয়েত জনগণের সদস্য বলে মনে করি।

— সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিবারের সংখ্যা কত? — একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন ম্যারিয়ন।

— ৬ কোটি ৬০ লক্ষের বেশি। প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৪ জনের সামান্য কম। স্বামী-স্ত্রীর গড় বয়স: মায়েদের ৩০-৩৪, বাবাদের ৩৩-৩৭ বছর। এই 'গড়' পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই কাজ করে।

— কিন্তু একটা কথা আপনায় মানতেই হবে, নাতাশা। শ্রমদিন যখন শেষ হয় তখন কোন আইনই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গৃহস্থালির দায়িত্ব বণ্টনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। চাকুরে নারীকে প্রতিদিন বাড়িতে ফেরার পরও অনেক বেশি কাজ করতে হয়। তা নয় কি? পারিবারিক দর্পণে সোভিয়েত নারীরা নিজেকে কীভাবে দেখে?

— আপনি সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় ঘা মেরেছেন, ম্যারিয়ন, — বললাম আমি। — এমনকি সবচেয়ে নিখুঁত আইন থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ সমানাধিকারের দর্পণে নারীদের আপাতত পুরুষদের চেয়ে খারাপই দেখাচ্ছে। তাদের সমানাধিকার দেওয়া যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে দায়দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করা অনেক কঠিন...

মার্কিন অধ্যাপক হলাণ্ড রবার্টস্ ন্যায়সঙ্গতভাবে যদিও বলেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীর অবস্থা পাশ্চাত্যের নারীদের কাছে ঈর্ষার বস্তু, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে নারী আর পুরুষের মধ্যে 'দায়দায়িত্ব বণ্টনের' গুরুতর সমস্যাগুলো বিলোপ পায় নি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে — নারীদের অধিক ব্যস্ততা, অনুন্নত সার্ভিস-ব্যবস্থা...

— সমস্যাগুলো দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্র কী করছে?

— রাষ্ট্র এ ব্যাপারে সর্বদাই গভীর মনোযোগ প্রদান করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে স্পষ্টভাবে লেখা

রয়েছে: 'দৈনন্দিন জীবনে নারীর অসমান অবস্থার পূর্ণ অবসান ঘটাতে হবে।' এই উদ্দেশ্যে অনেককিছুই করা হয়েছে। কুড়ি বছরে জনগণের জন্য সার্ভিস-ব্যবস্থার আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে সাত গুণ, দ্বিগুণ বেশি শিশু কিন্ডারগার্টেন আর লালনাগারে যেতে আরম্ভ করেছে। কেবল গত দশ বছরেই সোভিয়েত পরিবারগুলোতে বৈদ্যুতিক ভ্যাকিউয়াম ক্লিনার আর ওয়াশিং মেশিনের সংখ্যা বেড়েছে ৩ গুণ, রেফ্রিজারেটরের সংখ্যা — ৬ গুণ।

গৃহস্থালির কাজকর্ম সহজ করার উদ্দেশ্যে বৈষয়িক শর্ত গড়া হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ নতুন ফ্ল্যাট নির্মিত হবে যেখানে থাকবে সব রকমের সুযোগসুবিধা। তাতে বাড়ির কাজে সময় ব্যয় হবে দেড় গুণ কম। বৃদ্ধি পাচ্ছে গৃহস্থালিতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির পরিমাণ। সার্ভিস-ব্যবস্থা উন্নত হবে। কিন্ডারগার্টেন আর লালনাগারগুলোতে শিশুর সংখ্যা বাড়বে।

এক কথায়, নারীর দৈনন্দিন জীবন সহজতর করার উদ্দেশ্যে সমস্ত ব্যবস্থাই গৃহীত হচ্ছে।

কে অ্যাপ্রন পরছে?

পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত চাকুরে নারীর নতুন ভূমিকা গৃহস্থালির কাজ সম্পাদনে এবং ছেলেমেয়েদের লালনপালনে 'পুরুষ' ও 'নারীর' দায়িত্ব সম্পর্কিত পুরনো ধারণাটি সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। নারীদের কাজ হচ্ছে ছেলেমেয়ে মানুষ করা, ঘরকন্না করা, পরিবারের সমস্ত সদস্যের সেবা করা, আর পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে অন্ন সংস্থান করা, পরিবারকে রক্ষা করা — এ ধরনের সেকেলে ধ্যানধারণা জীবন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত।

তবে সেই সঙ্গে আমাদের জানা আছে যে পরিবার পরিচর্যার কাজে নারীরা পুরুষদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি সময় ব্যয় করে।

— তা সমাজবিজ্ঞানীরা কী বলেন?

— সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানী আ. পপোভা (ইনি 'পারিবারিক শ্রম-সহযোগিতা এবং সমাজতন্ত্রে তার বিকাশ' গ্রন্থের লেখিকা) বলেছেন যে পরিবার হচ্ছে এমন একটি ক্ষুদ্র কর্মিদল যেখানে শ্রমের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তবে তা বলা যায় কেবল

তত্ত্বগতভাবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা কিন্তু, বলছেন সমাজবিজ্ঞানী, প্রায়ই পরিবারে নারী ও পুরুষের স্থান সম্পর্কে পুরনো ধ্যানধারণা লক্ষ্য করে থাকি।

মস্কোর লেনিনীয় কমসোমল মোটর কারখানায় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল সমাজবিজ্ঞানী ৪১৩৪ জন নারীর মধ্যে একটা গবেষণা পরিচালনা করেন। দেখা গেল যে ৫৮২ জন নারী প্রতিদিন গৃহস্থালির কাজে ১ থেকে ২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে, আর ১৯৫৯ জন — ৪ ঘণ্টারও বেশি।

কারখানায় জিজ্ঞাসিত ৬৩৬২ জন পুরুষের মধ্যে ২৪৭০ জন গৃহস্থালির কাজে ১ থেকে ২ ঘণ্টা সময় খরচ করে, ৪ ঘণ্টার বেশি সময় ব্যয় করে কেবল ৪৮৯ জন। জিজ্ঞাসিতদের প্রায় পঞ্চমাংশ — ১৩৪০ জন পুরুষ — বাড়িতে কিছুই করে না।

গৃহস্থালির কাজে এবং সমাজের পক্ষে উপকারী শ্রমে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের মাত্রার সমীকরণ প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে চলছে নবীন পরিবারগুলোতে।

বেলোরুশিয়ার রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা কেন্দ্র মিনস্কের সহস্রাধিক নারী ও পুরুষের মতামত অধ্যয়ন ক'রে অতি চিত্তাকর্ষক একটি তথ্য লাভ করেছে: দেখা গেছে, যেখানে গৃহস্থালির কাজে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সমান দায়িত্ব বহন করে সেখানে সুখী পরিবারের সংখ্যা অসফল পরিবারের চেয়ে দশ গুণ বেশি।

— নারীর দৈনন্দিন জীবন সহজতর করার জন্য কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন কর হচ্ছে?

— অনেক প্রতিষ্ঠানে তরুণদের দাম্পত্য জীবনের জন্য, সংসারের কাজের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। অনেকগুলো বিবাহ দপ্তরের অভিজ্ঞতাও খুব মূল্যবান — ওখানে বিয়ে রেজিস্ট্রির আগে বর ও কনেকে বিশেষ কোর্সে পরিবারের কর্তব্যের সঙ্গে, ছেলেমেয়ে মানুষ করার প্রশ্নাদির সঙ্গে এবং স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্বের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়।

সর্বদা রেডিও-টেলিভিশনে বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান, বিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা এবং সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় ব্যাপক আলোচনা — এ সমস্তকিছুও খুব ফলপ্রসূ।

পরিবারের অর্থ ও কর্তব্য সঠিকভাবে বোঝার ব্যাপারে এক

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গণ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেখানে রয়েছে পারিবারিক জীবন বিষয়ক অনুষদ।

এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত অতি তাৎপর্যপূর্ণ একটা ধারার উল্লেখ করতে হয়, ১৯৩৬ সালের বুনিয়াদী আইনে তা ছিল না। ওই ধারাটিতে বলা হয়েছে: নারীরা যাতে মাতৃত্বের সঙ্গে শ্রমের সমন্বয় সাধন করতে পারে তার জন্য শর্ত গড়তে হবে। আমার মতে, তা দৈনন্দিন জীবনে নারীদের অসমতা থেকে মুক্তি পেতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। পুরুষদের চিন্তাধারা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে অনেক জটিল কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পুরুষরা সংসারের কাজে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ব্যাপারে নারীদের পূর্বাপেক্ষা ঢের বেশি সাহায্য করবে।

আজ সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন: পুরুষরা সবক্ষেত্রেই এখন নারীদের আগের চেয়ে বেশি সাহায্য করছে।

-- আর পরিবারের প্রধান কে?

— এখন অনেক পরিবারেই, বিশেষত নবীন পরিবারগুলোতে পুরুষরাই 'শ্রম বিভাগের' সমস্যাটি নিয়ে ভাবছে। সমাজবিজ্ঞানীরা এমনকি গুণেও দেখেছেন যে বর্তমানে প্রতি পাঁচটি পরিবারের মধ্যে দুটিতেই 'প্রধান' হচ্ছে নারীরা।

পারিবারিক আয় ও ব্যয়

ম্যারিয়ন সোভিয়েত পরিবারের বাজেট সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন আমি ঠিক করলাম যে মস্কোর অটোমেটিক লাইন কারখানার টার্নার বরিস তিতোভ ও তাঁর স্ত্রী জিনার (তিনিও একই কারখানায় কাজ করেন) সঙ্গে ম্যারিয়নের আলাপ করিয়ে দেব। এই পরিবারটির সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়, আমারই চোখের সামনে বড় হয়েছে তাঁদের ছেলেমেয়ে। আর বরিসের সঙ্গে আমার অপূর্ব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এই লোকটিকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। তাঁর জন্ম হয় মস্কোয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে। তাঁর বাবা ছিলেন শ্রমিক। ১৯৪১ সালে নাৎসিদের হাত থেকে রাজধানী রক্ষার লড়াইয়ে তিনি নিহত হন। তখন বরিসের বয়স মাত্র নয় মাস।

পিতৃহীন বরিসকে মানুষ করেন মা। তাঁর শৈশব কাটে যুদ্ধোত্তর কঠোর বছরগুলোতে। বরিস পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুল শেষ ক'রে কারখানায় আসেন। হলেন টার্নার। এই ভাবে শুরু হয় শ্রমিক মানুষটির জীবনী।

...নিমন্ত্রণ পেয়ে ম্যারিয়ন ও আমি এক শনিবার সন্ধ্যায় বরিসের বাড়িতে গেলাম। কারখানা প্রদত্ত তাঁর আধুনিক ফ্ল্যাটটি ছ'তলায়। আমরা লিফ্‌টে করে উপরে উঠলাম।

আমি লক্ষ্য করেছি, এই পরিবারে ম্যারিয়নের খুব ভাল লেগেছে - কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ করেন নি। পরিবারে পাঁচ জন সদস্য: স্বামী-স্ত্রী বরিস ও জিনা, বরিসের মা ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না, দুই ছেলেমেয়ে— ষোলো বছরের তাতিয়ানা ও বারো বছরের ভালেরি। জিনা কারখানায় চাকরি শুরু করেন শ্রমিকা হিসেবে। চাকরি না ছেড়ে ইনস্টিটিউট শেষ ক'রে ইঞ্জিনিয়র-অর্থনীতিবিদ হলেন। এখন তিনি কারখানার পরিকল্পনা বিভাগের অধিকর্তা।

— আর আপনি, বরিস? — সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন ম্যারিয়ন, তিনি চান নি যে ব্যাপারটি অশোভন দেখাক।

— বিয়ে ক'রে সন্তানের বাপ হওয়ার পরও আমি পড়াশোনা চালিয়ে গেছি। চাকরি না ছেড়ে কারখানার মেশিনটুল কলেজের সান্ধ্য বিভাগ শেষ করেছি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষকে ছাড়িয়ে গেছে এমন ঘটনা এ-দেশে আজ সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। পরিসংখ্যান তথ্য দেখলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

— তাতিয়ানা কী হবে? সে স্কুল শেষ করছে? আর ভালেরি?

আমাদের বলা হল যে তাতিয়ানা এখনও কোনকিছু ঠিক করতে পারে নি: নির্মাতা হবে না শক্তি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হবে। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ভালেরি মনে করে যে সে ঠিক করে ফেলেছে কী হবে — সে হবে নাবিক।

...আমরা কফি খেতে খেতে পারিবারিক বাজেটের বিষয়ে কথা বলছিলাম। ম্যারিয়ন সে বিষয়েই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন।

জিনা বুঝিয়ে বললেন যে রুশ পরিবারে কড়ায় গণ্ডায় আয়ব্যয়ের কোন হিসাব রাখা হয় না, — এ ধরনের রেওয়াজ নেই। সাধারণত প্রধান প্রধান খরচেরই একটি মোটামুটি হিসাব রাখা হয়।

পরিবারের মাসিক আয় ৪৫০ রুবল। তাতে আছে স্বামী-স্ত্রীর বেতন আর ভেরা ভাসিলিয়েভনার পেন্সন।

ফ্ল্যাট ভাড়া বাবদ মাসে খরচ হয় ২৫ রুবল। বিজলী, গ্যাস, জল আর হিটিং ব্যবস্থার খরচও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। খাওয়া খরচ — ২৫০ রুবল। বাকি থাকছে ১৭৫ রুবল। এই অর্থ ব্যয়িত হয় পোশাকপরিচ্ছদ, জুতো, আসবাবপত্র, খবর কাগজ আর পত্রিকা (পরিবার ৬খানা সংবাদপত্র ও ৪খানা পত্রিকার গ্রাহক) এবং নতুন বই কেনার কাজে। সংগ্রহের জন্য ডাকটিকিট (বরিস ডাকটিকিট সংগ্রাহক), সিনেমা-থিয়েটারের টিকিট কেনার খরচও এ থেকে জোগানো হয়।

আমি ম্যারিয়নকে বললাম যে সোভিয়েত ইউনিয়নে মাসিক বেতনই পরিবারের সমগ্র বাজেট নয়। মাসিক বেতন হচ্ছে মেহনতীদের আয়ের তিন-চতুর্থাংশ। দেশে শ্রমিক ও কর্মচারিদের গড় বেতন মাসে ১৬০ রুবল। তার সঙ্গে যোগ করতে হয় সামাজিক ভোগ্য তহবিল থেকে প্রদত্ত অর্থ। তাতে মাসে দাঁড়ায় ২১৯ রুবল।

— সামাজিক ভোগ্য তহবিল মানে? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন। — বুঝলাম না...

জিনা অর্থনীতিবিদ। তিনিই বুঝিয়ে দিলেন। সামাজিক ভোগ্য তহবিল হচ্ছে রাষ্ট্রের বাজেট থেকে কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থ। এর সাহায্যে রাষ্ট্র প্রধান প্রধান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য নাগরিকদের রমান সুবিধা জোগানোর চেষ্টা করছে। স্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষা, পেশা লাভ ইত্যাদি — এ সমস্তকিছুর জন্য ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করে। কিন্ডারগার্টেন, শিশু লালনাগার, স্কুল, পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুল, টেকনিকেল কলেজ, ইনস্টিটিউট, ক্লিনিক, হাসপাতাল, প্রসবালয় ইত্যাদির জন্য অর্থ জোগায় সামাজিক তহবিলগুলো। এই তহবিল থেকেই বৃদ্ধরা পেন্সন পায়, ছাত্ররা বৃত্তি পায়, কর্মীরা ছুটির সময় বেতন পায়।

জিনা তারপর যোগ করেন:

— দু'বার আমি গর্ভাবস্থা হেতু ও সন্তান প্রসবের জন্য ছুটিতে চলে গিয়েছিলাম। তখন আমি পূর্ণ বেতন পাই।

— স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে ছেলেমেয়ে দুজনের লালনপালন কীভাবে চলে?

— তাতিয়ানা আর ভালেরি উভয়ই তিন থেকে সাত বছর বয়স অবধি কিণ্ডারগার্টেনে গেছে, — বলেন জিনা।

— ঠাকুর্মা থাকা সত্ত্বেও?..

ভেরা ভাসিলিয়েভনা একটু হাসলেন:

— আমরা সবাই মিলে তা-ই ঠিক করেছিলাম। দলের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ভাল বিকাশ ঘটে। তারা যখন স্কুলে ভর্তি হল তখন তারা অনেককিছুই জানত।

— শিশু লালনাগার আর কিণ্ডারগার্টেনে মাসে আপনাদের কত দিতে হত?

— দুজনের জন্য ২৪ রুবল...

ম্যারিয়ন আলাপ চালিয়ে যেতে চান:

— অবসর সময়ে আপনারা কী করেন?

— মানুষ কেবল খেয়ে-পরেই বেঁচে নেই, — হাসেন বরিস। — সবচেয়ে নতুন মডেলের রেফ্রিজারেটর আর ট্র্যানজিস্টর, গালিচা কিংবা বাসনপত্রের সেট মানুষের স্থান নির্ধারণ করে না। আমি মনে করি, মানুষের জন্য প্রধান জিনিস হচ্ছে তার আত্মিক জগৎ।

আমি একজন পাকা ডাকটিকিট সংগ্রাহক, ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের সর্ব-ইউনিয়ন সমিতির সদস্য। ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে করতে আমি চিত্রকলাকে ভালবেসে ফেলেছি। প্রায়ই বিভিন্ন প্রদর্শনী, ত্রেতিয়াকোভ চিত্রশালা আর পুশকিন মিউজিয়মে যাই। বই পড়তে ভালবাসি। প্রতিদিন কাজের পরে বইয়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ নিই নতুন কোনকিছু বেরিয়েছে কিনা।

— আর খেলাধুলা?

— আমি খেলাধুলার প্রতি উদাসীন, — বলেন জিনা। — তবে বরিস ভলিবল আর টেবিল টেনিসের ভক্ত। তাতিয়ানা সাঁতার দিতে, গুলি ছুঁড়তে আর ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে...

— ঘোড়ায় চড়া — সে যে ষোলোআনা ব্রিটিশ খেলা, — বলেন ম্যারিয়ন...

— তা কেন বলছেন? — আপত্তি জানান জিনা। — আমরা রুশরাও অশ্বক্রীড়া ভালবাসি। আর আমাদের পরিবার বিভিন্ন জীবজন্তু পোষতে ভালবাসে।

আমাদের দেখানো হল বাড়ির 'চিড়িয়াখানাটি'। করিডরে স্বচ্ছ

জলপূর্ণ আলোকোজ্জ্বল কয়েকটি অ্যাকুয়ারিয়াম। তাতে সবুজ উদ্ভিদের ফাঁকে ফাঁকে রঙবেরঙের মাছ ঘোরাফেরা করছে। তারপর বৈঠকখানায় দেখতে পেলাম ছোট জাতের একটি কচ্ছপ, টিম নামে একটি কুকুর।

— মাছ ছাড়া, জীবজন্তু ছাড়া একঘেয়ে লাগে, — বলেন বরিস।

— আপনার হবি, জিনা?

— থিয়েটারের মরশুম শুরু হলে আমাদের বাড়িতে পাওয়া মুশকিল।

এমন সময় ম্যারিয়ন অতি অপ্রত্যাশিত একটি প্রশ্ন করলেন, — সবাই একটু অপ্রস্তুত বোধ করল।

— আপনাদের পরিবারে কে অ্যাপ্রন পরে? — আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

— আমাদের পরিবারে প্রত্যেকের 'আপন আপন বিভাগ' রয়েছে, — জবাব দেন বরিস। — প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

— তা আপনাদের পরিবার বিশ্রাম করে কীভাবে? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

বরিস ও জিনা তাঁদের বিশ্রামের বিষয়ে বললেন। গ্রীষ্মের ছুটির সময় তাঁরা ছেলেমেয়েকে নিয়ে মস্কোর অনতিদূরে একটি বিশ্রামাগারে গিয়েছিলেন। ওখানে থাকা-খাওয়ার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ খরচ জুগিয়েছে কারখানা। জিনার র‍্যাডিকুলাইটিস রোগ তীব্র আকার ধারণ করলে তিনি চিকিৎসার জন্য ককেশাসে যান। ওখানে থাকা-খাওয়া বাবদ তাঁকে দিতে হয়েছিল মাত্র ৪০ রুবল — মোট খরচের এক-তৃতীয়াংশ। চিকিৎসায় উপকার পেয়েছিলেন। আর বরিস একবার চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন কৃষ্ণ সাগরের তীরস্থ 'পিৎসুন্দা' স্বাস্থ্যনিবাসে (তাঁর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল), সমস্ত ব্যয় বহন করে ট্রেড ইউনিয়ন।

তিতোভদের পরিবারটি ভ্রমণবিলাসী। প্রতি সপ্তাহে তাঁরা মস্কোর উপকণ্ঠে বেড়াতে যান, শীতে ওখানে ভাল স্কি করা যায়। আর গরমের সময় স্টীমারে ক'রে মস্কো নদী ধরে কোথাও না কোথাও চলে যান। খরচ জোগায় ট্রেড ইউনিয়ন।

— এবং এবার শেষ প্রশ্ন, মিঃ টিটোভ। আপনি কি মনে করেন যে আপনার পরিবারটি টিপিকেল?

— অবশ্যই।

— এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের কারণটি কী?

— কারণটি হচ্ছে এই যে কারখানায় কর্মরত আমার সঙ্গীসাথীদের বেতনে যদিও পার্থক্য আছে তাঁদের জীবন কিন্তু আমাদের চেয়ে খারাপ নয়: সবার জন্য রয়েছে সমান সুযোগসুবিধা, — শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, ছেলেমেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে, চিকিৎসা ও বিশ্রামের ক্ষেত্রে, আত্মিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সবাই সমান অধিকার উপভোগ করে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি?

ম্যারিয়ন ও আমি মস্কোর এক প্রান্তে। 'স্তুদেনচেস্কায়া' নামক ভূগর্ভ রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা উঁচু উঁচু শাদা বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে চলেছি। এখানেই একটি বাড়িতে থাকেন জনসংখ্যা তথ্যবিদ, আইনশাস্ত্রের ক্যান্ডিডেট গালিনা লিতভিনভা। ম্যারিয়ন আমায় দেশে জন্মের হারের সঙ্গে, পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। আমি ভাবলাম যে এ ব্যাপারে একজন জনসংখ্যা তথ্যবিদের কাছে যাওয়াই ভাল হবে। ম্যারিয়ন তাহলে বিশেষজ্ঞের মতামত শুনতে পাবেন।

গালিনা লিতভিনভা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ফ্ল্যাটটি বেলোরুশ গালিচা দ্বারা সজ্জিত (জিন্স পরিহিত লালচে-চুল গৃহকর্ত্রী জাতিতে বেলোরুশ, তিনি আপন প্রজাতন্ত্রের শিল্পীদের তৈরি সামগ্রী ভালবাসেন)।

তাঁকে প্রশ্ন করি আমরা দুজনে — কখনও আমি, কখনও ম্যারিয়ন।

— সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্মের হার পরিবর্তিত হচ্ছে কি? যদি তা-ই হয় তাহলে এই পরিবর্তনের গতি কীরূপ?

— বিংশ শতাব্দী হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক বিপ্লবের শতাব্দী। এর মানে হচ্ছে, এই শতাব্দীতে জন্মের হার ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ন্ত্রিত, তা আর কোন স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়। 'ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী' সন্তানের জন্ম দিচ্ছে এমন নারীর সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। বরঞ্চ উল্টো, এমন পরিবারের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে যারা নিজেই নির্ধারণ করে তাদের কতটা সন্তান হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও কথাটি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। গত ৫০ বছর ধরে ক্রমশই অধিক সংখ্যক নারী ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তানের জন্ম

নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তা স্বভাবতই জন্মের হারকেও প্রভাবিত করছে। শতাব্দীর গোড়ার দিককার সঙ্গে তুলনায় জন্মের হার এখন দুই গুণেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।

এ কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নেরই নয়, বিশ্বের সমস্ত শিল্পোন্নত রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য। শহরে তার প্রকাশ ঘটছে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। যেমন, ১৯১৯ সালে আমাদের দেশে জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যেখানে গড়ে ১৮·৪টি শিশুর জন্ম হয়েছে, সেখানে শহরে—১৭·২ আর গ্রামে—২০·৩টি।

— জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য সোভিয়েত নারীরা কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করে?

— সোভিয়েত ইউনিয়নই বিশ্বে সর্বপ্রথম পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে নাগরিকদের অধিকার মেনে নেয় এবং দীর্ঘকাল এক্ষেত্রে তার কোন জুড়ি ছিল না। প্রাক্-বৈপ্লবিক রাশিয়ায় যে-সমস্ত আইনের বলে গর্ভনাশ ও কনট্রাসেপটিভ সামগ্রীর প্রসার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ১৯২০ সালেই সেই আইনগুলো বাতিল করা হয়, হাসপাতালে হাসপাতালে অবৈতনিক গর্ভনাশ ব্যবস্থা চালু করা হয়।

সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্ভনাশ যদিও বৈধ ব্যাপার, তা কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত মানবিক উপায় বলে গণ্য করা হয় না। তাই নারী-পুরুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের কনট্রাসেপটিভ সামগ্রী রয়েছে। লোকে সাধারণত দেশে উৎপাদিত কেমিকেল ও মেকানিকেল সামগ্রীই ব্যবহার করে থাকে।

দেশে আমদানি করা কনট্রাসেপটিভ টেবলেটও রয়েছে, তবে আমাদের এখানে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করে নি। তার কারণটি হচ্ছে: সোভিয়েত চিকিৎসকরা বহুকাল থেকেই বলে আসছেন যে এই ধরনের টেবলেট ব্যবহার করা নারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে, ভাবী বংশধরদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব একটা নিরাপদ নয়। চিকিৎসকদের কথা ভিত্তিহীন নয়। এর সঙ্গে যোগ করতে চাই যে দেশে নারীদের বন্ধ্যাকরণের অনুমতি দেওয়া হয় একমাত্র তখন, যখন সন্তান প্রসবে নারীর স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা থাকে।

— গড়পড়তা সোভিয়েত পরিবারে সন্তানের সংখ্যা কত?

— সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে বহুজাতিক দেশ, তাই এ দেশে পরিবারও বিভিন্ন ধরনের। ১৯১৯ সালে সমগ্র দেশে যেখানে ১৬ থেকে ৫০ বছর অবধি বয়সের প্রত্যেক নারীর গড় সন্তান সংখ্যা ছিল ২·৪টি,

সেখানে রাশিয়া ফেডারেশন, ইউক্রেন আর লাতভিয়ায় ছিল কেবল ২·০টি, জর্জিয়া ও মোল্‌দাভিয়ায়--২·৬টি, কিরগিজিয়ায় — ৪·৮টি, উজবেকিস্তানে — ৫·৭টি, তুর্কমেনিয়ায় — ৫·৯টি, তাজিকিস্তানে — ৬·২টি।

— অদূর অতীতেও রুশ আর ইউক্রেনীয় পরিবারগুলোতে বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করত। এখন আর সে ঐতিহ্য নেই। এর কারণটি কী?

— অতীতে দেশের প্রায় সমস্ত জাতিরই ঐতিহ্য ছিল বহু সন্তানের জন্ম দেওয়া। তবে আজ অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত শহরের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, শিক্ষা প্রসারের ফলে এবং নারীদের সামাজিক উৎপাদনে আকর্ষণের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বেশির ভাগ ভূখণ্ডে জন্মের হার কমে গেছে।

— কিন্তু মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহে এই কারণগুলোর জন্য জন্মের হার হ্রাস পায় নি কেন?

— এখানে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহ ইতিহাসের বিচারে অতি অল্প কালের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক উপজাতীয় সমাজ-ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে পেশছেছে। তাই এখানে সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের গতি ও আয়তন দৈনন্দিন জীবনের রূপান্তর প্রক্রিয়াকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, এ কথা মনে রাখা উচিত যে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের আগে মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহ সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ডেমোগ্রাফিক বিকাশের অতি নিম্ন স্তরে অবস্থান করছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি জাতি জন্ম হারের বিরুদ্ধে মৃত্যুর হার বৃদ্ধির দরুন আক্ষরিক অর্থে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। সেই জন্য অতি উচ্চ জন্ম হার জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচিত হত।

ফরাসী সংবাদপত্র 'মণ্ড্'-এর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রধান লেওনিদ ব্রেজনেভ বলেন যে মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহে জন্মের হার বৃদ্ধি '...সর্বাগ্রে এটাই প্রমাণ করে যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে আমাদের প্রজাতন্ত্রগুলো বিপুল অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে, আর রাশিয়ার প্রাক্তন প্রত্যন্ত প্রদেশগুলোর জনগণ প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করেছে, ব্যাপক বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে'।

— পরিবার পরিকল্পনার প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে কি? হস্তক্ষেপের মাত্রা কীরূপ?

— সোভিয়েত আইন অনুসারে, পরিবারে সন্তানের সংখ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে প্রত্যেক নাগরিকের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের উচ্চ গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আগ্রহী। তবে 'অপ্‌টিমেল ব্যালেন্স' অর্জন একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যদি অত্যধিক সংখ্যক পরিবারে ২-৩টি ক'রে সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

জানুস কি দুমুখো?
বিবাহ বিচ্ছেদ: তিনজন সমাজবিজ্ঞানীর মত

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতি বছর উদ্যাপিত হয় ২৫ লক্ষ বিবাহ উৎসব। একই সঙ্গে জনগণের প্রতি হাজার জনে ৩·৫টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়।

— দম্পতিরা কেন বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়? বিবাহ বিচ্ছেদের প্রধান কারণগুলো কি?—আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনজন খ্যাতনামা সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানীকে। তাঁরা হলেন: নিকোলাই ইউর্কেভিচ, ভিক্তর পেরেভেদেনসেভ, আনাতোলি খার্চেভ। ম্যারিয়ন ও আমি তাঁদের উত্তরগুলো মন দিয়ে শুনলাম।

অধ্যাপক নিকোলাই ইউর্কেভিচ বলেন:

-- প্রাক্তন দম্পতিরা সচরাচর যে কারণগুলো দেখায় তার মধ্যে আছে: অতিরিক্ত মদ্যপান, অমানবিক ব্যবহার, পরদার গমন, স্নেহ-মমতা-ভালবাসার অভাব, চরিত্রের অমিল।

— এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারা যায় না,—আলাপে যোগ দেন অধ্যাপক আনাতোলি খার্চেভ।—বিবাহ দপ্তরে জিজ্ঞাসিত অধিকাংশ তরুণ যুগল (৯৩ শতাংশ) মনে করে যে দৃঢ় পরিবারের ভিত্তি হচ্ছে—প্রেম ও ভালবাসা। তবে, গবেষণা অনুসারে, বিবাহে অসন্তুষ্ট দম্পতিদের মধ্যে আবার অধিকাংশই কিন্তু প্রেম করে বিয়ে করেছে। এ ব্যাপারটাকে অবশ্য পণপ্রথার স্বপক্ষে একটি উত্তম যুক্তি বলে ধরে নেওয়া যায় না: সমাজতান্ত্রিক সমাজে এ ধরনের বিবাহ বন্ধন অতীতের ঘটনায় পরিণত হয়ে গেছে। বিবাহ পরবর্তী অসন্তোষের পেছনে অন্ততপক্ষে আরও দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণটি—ভালবাসা বিবাহের সঙ্গে জড়িত 'আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো অতিরিক্ত রঙিন করে তুলে', আর এর ফলে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে মানুষের ধারণা এবং

পারিবারিক জীবনের বাস্তব কষ্টকাঠিন্যের মধ্যে বিরোধিতা তীব্র আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় কারণ—অনেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ভুল বশত, তারা প্রকৃত অনুভূতির মোহকে প্রেম বলে ধরে নেয় যার জন্য পরে পরিবার টিকতে পারে না। বিবাহের জন্য তরুণদের প্রস্তুতি এবং পরিবারকে মনস্তাত্ত্বিক সহায়তাদানের কাজটি আমরা কিছুটা দেরিতে আরম্ভ করেছি। এখন কৃত ভুলের ফল ভোগ করতে হচ্ছে।

— সোভিয়েত ইউনিয়নে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ার কারণটি হচ্ছে সমাজে ও পরিবারে নারীর অবস্থার গরমিল, — বলেন অধ্যাপক ইউর্কেভিচ।

সোভিয়েত নারীরা কাগজেপত্রে এবং কার্যক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার উপভোগ করে। সমান শ্রমের জন্য নারীরা পুরুষের সমান মজুরি পায়। তাদের স্বনির্ভরতার অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে। এই ভাবে নারীও এখন পুরুষেরই মতো পরিবারের ভরণপোষণকারী।

এ হল গিয়ে অর্থনৈতিক দিক। কিন্তু শিক্ষাগত দিকও তো রয়েছে। চাকুরে মা—শিক্ষিতা, সদা ব্যস্ত, বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী—ব্যক্তি হিসেবে শিশুকে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান দিতে পারে।

— নিঃসন্দেহেই, — বলেন অর্থশাস্ত্রের ক্যান্ডিডেট ভিক্তর পেরেভেদেনসেভ।—নারীরা এখন তাদের স্বামীর কাছে উচ্চ মেধাগত ও নৈতিক গুণ দাবি করে। পরিসংখ্যান তথ্য থেকে জানা যায় যে বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে ৬১ শতাংশ দরখাস্তই পেশ করে স্বামীদের প্রতি বিরাগগ্রস্ত নারীরা।

অন্য একটি ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য করা যাক। পারিবারিক ক্ষেত্রটি ছাড়া জীবনের আর সমস্ত ক্ষেত্রেই নারীদের বাস্তব সমানাধিকার রয়েছে। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা এখনও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় নি। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন: প্রায়শ নারীকেই ঘরসংসারের সমস্ত কাজ সামলাতে হয়, অথচ তা ছিল সেই কালের বৈশিষ্ট্য যখন নারীরা সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করত না। আজ গৃহস্থালিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এবং সার্ভিস ব্যবস্থা বিকাশের কল্যাণে বাড়ির কাজে শ্রমের পরিমাণ অনেক হ্রাস পেয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবাহিত নারীদের উপর বিরাট একটি চাপ থেকেই যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই মানবেন যে উচ্চ শিক্ষিত ও মোটা টাকা উপার্জনকারী নারীরা পারিবারিক জীবনেও পূর্ণ সমানাধিকার লাভ করতে চায়।

এখানে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। কিন্তু স্বামীদের বৃহৎ একটি অংশ ইচ্ছাকৃতভাবেই পরিবারে নারীদের সেই পুরনো, অধীন অবস্থা টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। এটাও হচ্ছে বর্তমান দাম্পত্য বিরোধিতার অন্যতম প্রধান কারণ।

তবে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ আজ যা-ই হোক না কেন, আমি বিশ্বাস করি যে এ হচ্ছে এক সাময়িক ব্যাপার। আমার মতে, এক্ষেত্রে ঘটমান প্রক্রিয়াগুলো সামাজিক ইনস্টিটিউট হিসেবে কখনও পরিবারের বিলোপ ঘটাতে পারবে না।

সব শেষে অধ্যাপক খার্চেভ বলেন:

— বিবাহ বিচ্ছেদকে প্রায়ই প্রাচীন রোমের দুমুখো দেবতা জানুসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই দেবতার বিপরীত দিকে তাকিয়ে থাকা দুটি মুখ হচ্ছে ভাল আর মন্দর প্রতীক। বিবাহ বিচ্ছেদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে এক নাটকীয় ও বেদনাদায়ক ব্যাপার, তা সন্তানের অদৃষ্টকেও স্পর্শ করে। মন্দ যদিও সম্পূর্ণ বাস্তব বলে মনে হয়, ভাল কিন্তু প্রায়ই সমস্যাজনক। সেই সঙ্গে সর্বদা বিবাহ বিচ্ছেদের মানেই পরিবারের উচ্ছেদ নয়: নারী ও পুরুষরা আবার নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সোভিয়েত সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ নয়, এবং সেই সঙ্গে তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। আমাদের সমাজ বিবাহ ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণে সচেষ্ট। আমরা মজবুত, সুখী ও সুন্দর পরিবার গড়তে চাই।

আর আইন কী বলে?

— সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রসমূহের বিবাহ ও পরিবার বিষয়ক আইনে লেখা আছে যে 'স্বামী-স্ত্রীদের একজন কিংবা উভয়ের ইচ্ছানুসারে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা যেতে পারে'।

তালাক সম্পর্কিত সোভিয়েত আইন যে-নীতিটির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে এই যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাত্রেই সর্বদা বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, কেননা বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাধীনতা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আনুষ্ঠানিক বাধানিষেধের সাহায্যে পারিবারিক সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, এবং এই বিচারে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত বর্তমান আইন সঠিক ও গণতান্ত্রিক। নিজের অভিজ্ঞতা

থেকেই আমি তা জানি, ম্যারিয়ন। আদালত মাধ্যমে এক কালে আমারও স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়। আমি নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আমি তখন ছোট এক ছেলের মা।

— কিন্তু আপনাদের দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ আদালত মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় কেন?

— দম্পতির যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে থাকে না এবং তালাকের ব্যাপারে তাদের দুজনের সম্মতি থাকে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয় সিভিল রেজিস্ট্রার্স অফিসে।

স্বামী-স্ত্রীর যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে থাকে, তাদের একজন যদি বিবাহ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় এবং সম্পত্তি বিষয়ক বিবাদ থাকে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয় একমাত্র আদালতেই। আদালত দম্পতির মধ্যে মিটমাটের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে এবং পুনর্মিলনের জন্য ছ'মাসের মেয়াদ দিয়ে মামলা মুলতুবি রাখতে পারে। এক কথায়, পরিবার টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হলেই তালাক মঞ্জুর করা হয়।

— শিশু কার সঙ্গে থাকে; মা না বাবার সঙ্গে?

-- সে সিদ্ধান্তও নেয় আদালত। এ ব্যাপারে সাধারণত মাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। খোরপোশের পরিমাণও নির্ধারণ করা হয় আইন অনুসারে: একটি সন্তানের জন্য বেতনের এক-চতুর্থাংশ, দুই সন্তানের জন্য—এক-তৃতীয়াংশ, তিন ও ততোধিক সন্তানের জন্য—অর্ধেক। খোরপোশ আদায় করা হয় সন্তানদের ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া অবধি।

— আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পত্তি?

— সম্পত্তি বণ্টনের সঙ্গে জড়িত সমস্যাদিও আদালত সমাধান করে। এক্ষেত্রে যে-নীতিটি অনুসরণ করা হয় তা হল: যৌথ সম্পত্তিতে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়েরই সমান অধিকার আছে। এক কথায়, আদালত পুরুষ ও নারীর আইনগত, নৈতিক ও শ্রম সমতার নীতি অনুসরণ করে। বিবাহ বিচ্ছেদের সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে, কর্মাক্ষম স্বামী বা স্ত্রী, গর্ভস্থ সন্তান এবং ভবিষ্যৎ মায়ের স্বার্থ রক্ষার্থেও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। যেমন, সোভিয়েত আইন অনুসারে স্ত্রীর গর্ভাবস্থার সময় এবং সন্তান জন্মের পর এক বছরের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে পারে না।

অপূর্ণ পরিবার বিশেষ রক্ষণাধীনে

পরিবারের প্রতি সমাজের নীতিগত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ৫৩ ধারায়: 'পরিবার রাষ্ট্রের রক্ষণাধীনে... প্রাক্-স্কুলবয়স্ক শিশুদের জন্য ব্যাপক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান গড়ে ও তা বিকাশ ক'রে, সার্ভিস-ব্যবস্থা ও সামাজিক খাদ্য-ব্যবস্থা সংগঠন ও উন্নত ক'রে, সন্তানের জন্ম উপলক্ষে আর্থিক সহায়তা দিয়ে, বহু সন্তানের পরিবারগুলোকে সহায়তা ও সুবিধা প্রদান ক'রে, পরিবারকে অন্যান্য ভাতা ও সহায়তা দান ক'রে রাষ্ট্র পরিবারের যত্ন নেয়।'

অপূর্ণ পরিবার — অর্থাৎ যে পরিবারে সন্তানদের মানুষ করছে দম্পতির একজন — সাধারণ পরিবারের তুলনায় অতিরিক্ত কিছু সুযোগসুবিধা উপভোগ করে থাকে।

কয়েকটি উদাহরণ দিই। প্রাক্-স্কুলবয়স্ক শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠানাদির সংখ্যা হামেশা যদিও বেড়ে চলেছে, এখনও কিন্তু তাতে কুলোচ্ছে না। তবে শিশু লালনাগার কিংবা কিণ্ডারগার্টেনে জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় অপূর্ণ পরিবারকে, — এই ধরনের পরিবারের শিশুরাই সর্বাগ্রে সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।

যে-নারীর সন্তান আছে অথচ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে, তার সন্তানের অসুখ হলে সে সবেতন ছুটি পেয়ে থাকে।

অপূর্ণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের ট্রেড ইউনিয়ন থেকেও বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়: যেমন, বিনা খরচে গ্রীষ্মকালীন পাইওনিয়র শিবির, স্বাস্থ্যনিবাস ইত্যাদিতে যাওয়া থাকা ও খাওয়া, মায়ের সঙ্গে পারিবারিক বিশ্রামাগারে বিশ্রাম করা।

তাই দেখতেই পাচ্ছেন, পরিবার রক্ষার অনেক উপায় রয়েছে। আর অপূর্ণ পরিবার রাষ্ট্রের বিশেষ রক্ষণাধীনে। তা খুবই স্বাভাবিক: এ ধরনের পরিবারের চাই অতিরিক্ত সহায় ও সমর্থন।

দ্বিতীয় জাতীয় সম্পদ

— আপনি অবসর সময় কাটান কী করে?—আমায় জিজ্ঞেস করলেন ম্যারিয়ন।—আমি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছি না তো?

— মোটেই না। এ হচ্ছে অন্যতম সামাজিক সমস্যা। মানুষ কীভাবে এই 'সম্পদটির' সদ্ব্যবহার করতে পারে, তার সম্ভাবনা কীরূপ—এ ধরনের প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর পত্রপত্রিকায় তীব্র আলোচনা চলছে। যেমন, আমার কথাই ধরুন। আমি সুযোগ পেলেই ছেলেকে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারে যাই, তেল রঙ দিয়ে ছবি আঁকি, বই পড়ি। তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজ—শহরে ঘুরে বেড়ানো, নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করা।

একদিকে, মানুষকে তার ইচ্ছামতো অবসর যাপনে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো নেই। তার এমনকি অলস হয়ে থাকার অধিকার রয়েছে। অন্যদিকে, লোকে অনেক সময় জানে না, কীভাবে তারা তাদের অতিরিক্ত সময় ব্যবহার করবে।

— এ ব্যাপারে সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানীরা কী মনে করেন?—জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন: নিঃসন্দেহেই, অবসর সময় বোতল থেকে ঢালা জিনের মতো মানুষের উপকার ও অপকার দুটোই করতে পারে। নির্দিষ্ট সমাজে অবসর সময়ের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা হচ্ছে সমস্তকিছু তার উপরই নির্ভর করে।

— আপনাদের দেশে সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করা হচ্ছে?

— সোভিয়েত ইউনিয়নে অবসর সময়কে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে যথাসম্ভব

বেশি অবসর সময় পায় ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য তার সদ্ব্যবহার করে সে ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বদাই আগ্রহী ছিল এবং রয়েছেও।

— সোভিয়েত ইউনিয়নে কত ঘণ্টার কর্ম-সপ্তাহ?

— আজ অধিকাংশ সোভিয়েত মানুষের কর্ম-সপ্তাহ ৪১ ঘণ্টার সমান। তবে সেই সঙ্গে বলব যে সমস্যাটির তীব্রতা এখন মানুষের হাতে কম কিংবা বেশি অবসর সময় রয়েছে তাতে নয়। সময় যতটাই থাকুক, আসল কথা হচ্ছে—মানুষ যাতে যুক্তিসিদ্ধভাবে ও নিজের কল্যাণে ওই অবসর সময় যাপন করতে পারে তার জন্য সমাজ তাকে কী কী সুযোগ দিচ্ছে? এবং তাতে তার কত খরচ হবে?

সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের অবসর যাপনের জন্য যাকিছু করা হয়েছে বা হচ্ছে তার পেছনে কখনও কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিল না। দেশে প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থাগার (বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ গ্রন্থাগারে আছে ৪২০ কোটি বই), মিউজিয়ম (১৩০০), পেশাগত থিয়েটার (মোট—৫৭০, অধিকাংশই নিম্ন প্রবেশ মূল্যের জন্য লাভদায়ক নয়), বিশ্রামাগার, পর্যটন কেন্দ্র, স্বাস্থ্যনিবাস (মোট—১৪ হাজার), সংস্কৃতি প্রাসাদ, ক্লাব (আজ এগুলোর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি), স্ট্যাডিয়াম (৩২০০), ক্রীড়া প্রাসাদ, ক্রীড়া কক্ষ (এগুলোর সংখ্যা ৬১ হাজার) ইত্যাদি নির্মাণের কাজে কোটি কোটি টাকা নিয়োগ করে রাষ্ট্র কোন মুনাফা খোঁজে না।

এরূপ নীতির সামাজিক ফল—কোটি কোটি মেহনতী আজ ভালভাবে অবসর যাপনের সুযোগ লাভ করছে।

— চলুন, কোন একটা ক্লাবে যাওয়া যাক,—বলেন ম্যারিয়ন।

— ক্লাবের সদস্যরা যদি নারী হয় আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

— নিশ্চয়ই না।

'রাবোৎনিৎসা' ক্লাবের কাজের ধরন

একই সন্ধ্যায় আপনি যদি মহাকাশচরদের দেখা পেতে চান, 'নারীদের হৃদয় ও তার বৈশিষ্ট্য' এই বিষয়ে ডাক্তারের বক্তৃতা শুনতে চান, সুরকার আর্নো বাবাজানিয়ানের বাজনা উপভোগ করতে চান, আপনার ফ্ল্যাটের অভ্যন্তর ভাগ সাজানোর ব্যাপারে স্থপতির পরামর্শ লাভ করতে চান

এবং এমনকি ফুলের তোড়া তৈরির বিষয়েও উপদেশ পেতে চান, তাহলে আমাদের যেতে হবে মস্কোর লিখাচেভ মোটর কারখানার 'রাবোৎনিৎসা' নামক ক্লাবটিতে।

'রাবোৎনিৎসা' মস্কোর ৩০০টি ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত রয়েছে। তবে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে—তার সমস্ত সদস্যই নারী।

* * *

'রাবোৎনিৎসা' তার সমস্ত সান্ধ্যানুষ্ঠান আয়োজন করে কারখানার সংস্কৃতি প্রাসাদে। ক্লাবের সদস্যদেরই মতো দুটি নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে আমরা কয়েকটি প্রশস্ত হল বিশিষ্ট প্রাসাদের বহুতল ভবনটিতে প্রবেশ করলাম।

...বাজছিল অর্কেস্ট্রা, নাচছিল লোকেরা, খোলা ছিল বার। অর্ধ-গোলাকার একটি হলে কাঁচ লাগানো বিশাল দেয়ালের কাছে টেবিলের পাশে বসে ছিলেন পরামর্শদাতারা—শিক্ষাবিদ, ডাক্তার, আইনজ্ঞ, প্রসাধনবিদরা। সর্বদাই এমনটা লক্ষ্য করা যায়। সান্ধ্যানুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে এবং বিরতির সময় ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নির্ভরযোগ্য পরামর্শ পেতে পারে। আমাদের বলা হল যে নারীরা এখানে এসে তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়; এবং তা তাদের ফলপ্রসূ বিশ্রামে সহায়তা করে।

আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় ছিল। প্রথমে আমরা পরিচিত হই কারখানার কর্মী ইভান স্তেপানভের চিত্র প্রদর্শনীর সঙ্গে, আর তারপর শিখি কীভাবে ফুল, পাতা ও ডাল দিয়ে বিশেষ ধরনের তোড়া তৈরি করতে হয়।

...থিয়েটার হল। এখানে আয়োজিত হয় সমস্ত সান্ধ্যানুষ্ঠান। প্রায় হাজার লোকের আসন আছে তাতে। আমরা হলটিতে ঢুকলাম। শুভ্র মর্মর খচিত দেয়াল, নীল নরম চেয়ার, খাড়া অ্যাম্পিথিয়েটার; মঞ্চের অগ্র ভাগে—ক্লাবের প্রতীক: স্কার্ফ পরিহিত শ্রমিকার গ্রাফিক চিত্র।

হলে রঙবেরঙের পোশাক। অধিকাংশই নারী। তবে পুরুষদেরও—স্বামী ভাই বাবাদেরও—এখানে স্বাগত জানানো হয়। একই কথা বলা যায় শিশুদের বেলাও—যেকোন সময় মা-বাবার সঙ্গে তারা ক্লাবে আসতে

পারে, আর শিশু সঙ্গীত দলের কিংবা প্রিয় চিত্রাভিনেতাদের অনুষ্ঠান থাকলে তো কথাই নেই।

ক্লাবে যে-সমস্ত সান্ধ্যানুষ্ঠান আয়োজিত হয় তাতে সব রুচির কর্মসূচি থাকে। এরূপই হচ্ছে ক্লাবের কাজের ধরন। ক্লাবের সদস্যারা— মোটর কারখানার সমস্ত নারী—টার্নার ও মিলিং, মেশিন অপারেটর, ডিজাইনার ও অ্যাকাউন্টেন্ট, ইঞ্জিনিয়র ও বিভাগীয় পরিচালক। সাধারণত সান্ধ্যানুষ্ঠানের দু'-একদিন আগে সদস্যদের মধ্যে নিমন্ত্রণ-পত্র বিতরণ করা হয়—অবশ্যই বিনামূল্যে। ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য নারীদের কোন চাঁদা দিতে হয় না: সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে ট্রেড ইউনিয়ন।

'দিন গণা নয়, বে'চে থাকা'

এত কাল কেবল ম্যারিয়নই আমায় প্রশ্ন করেছেন। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম:

— ব্রিটেনে নারীদের জন্য পেন্সনের বয়স কত?

— ৬০ বছর,—উত্তর দেন ম্যারিয়ন।—তা নাতাশা, সোভিয়েত ইউনিয়নে বৃদ্ধারা কীভাবে বাস করে? তাদের অধিকার? সুযোগসুবিধা? বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করানো হয় কি? তারা পরিত্যক্ত কি? সবই জানতে চাই।

— এক্ষেত্রে, ম্যারিয়ন, আমার খুব একটা ভাল জ্ঞান নেই। জীবন এখনও মনে হচ্ছে অনন্ত, বার্ধক্য অনেক দূরে। আপনার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারেন দোম্‌না কমারোভা।

— তিনি কে?

— রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সামাজিক ভরণপোষণ মন্ত্রী।

আমি দোম্‌না কমারোভাকে ফোন ক'রে বললাম যে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি রাজী হলেন। পরদিন সকালে আমরা তাঁর অফিসে গেলাম। আমি ইণ্টারভিউ নিতে শুরু করলাম।

— সামাজিক ভরণপোষণ লাভের ব্যাপারে সোভিয়েত মানুষের কী কী বৈধ ও অর্থনৈতিক গ্যারাণ্টি আছে?

— এ ধরনের গ্যারাণ্টি সোভিয়েত রাষ্ট্র দিয়ে আসছে তার অস্তিত্বের প্রথম দিনগুলো থেকেই। কেবল ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যেই সামাজিক ভরণপোষণ আর সামাজিক বীমা সংক্রান্ত ৬০টিরও বেশি ডিক্রি গৃহীত হয়। তবে আসল ব্যাপারটি অবশ্য আইনের সংখ্যায় নয়, আইনগুলোতে কী বলা হয়েছে তাতে। প্রতিটি আইনে জোর দেওয়া

হয়েছে প্রধান অর্থনৈতিক গ্যারাণ্টির উপর: জনগণের সামাজিক ভরণপোষণের জন্য সমস্ত ব্যয় বহন করবে রাষ্ট্র, এবং এ বাবদ মেহনতীদের বেতন থেকে কোনরূপ চাঁদা নেওয়া হবে না। সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য সমস্ত অর্থ আসে সামাজিক ভোগ্য তহবিল থেকে—রাষ্ট্রীয় বাজেটের অংশ এবং প্রতিষ্ঠানাদির তহবিল থেকে।

— কোন নারী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে কীরূপ সহায়তা দেওয়া হয়?

— সমগ্র জনগণকে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয় বিনামূল্যে। চাকুরে লোক (নারী কিংবা পুরুষ যে-ই হোক না কেন) অসুস্থ হলে ভাতা পায়। ভাতার পরিমাণ—গড় বেতনের ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ অবধি—নির্ধারিত হয় কর্মকালের মেয়াদ অনুসারে। ডাক্তারের সুপারিশে দুর্বল স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিনামূল্যে কিংবা অল্প খরচে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে থাকার সুযোগ পায়।

— যেমন ধরুন, কোন নারী পুরনো রোগের দরুন কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। অথচ তার পেন্সনের বয়সে পেঁছতে এখনও অনেক বাকী।

— অন্য কথায়, পঙ্গুতার অবস্থা দেখা দিল। রোগ যদি খুব গুরুতর হয় এবং মানুষ কর্মক্ষমতা হারিয়ে বসে তাহলে ভাতার বদলে পেন্সন দেওয়া হয়ে থাকে।

সাধারণ রোগ জনিত পঙ্গুতা হেতু পেন্সন নির্ধারণের জন্য নারীর কর্মকালের মেয়াদ পুরুষের চেয়ে কিছুটা কম হলেও চলে। কর্মক্ষেত্রে অঙ্গহানি হেতু কিংবা পেশাগত রোগের দরুন কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে পেন্সন নির্ধারণ করা হয় কর্মকালের মেয়াদ বিবেচনা না করেই এবং সে পেন্সনের অর্থের পরিমাণ সাধারণ পেন্সনের তুলনায় অনেক বেশিই হয়। আবারও বলছি, ভাতা বা পেন্সন পাওয়ার জন্য সোভিয়েত মেহনতীরা তাদের বেতন থেকে বীমার আকারে কোন চাঁদা দেয় না। বৈষয়িক ভরণপোষণের জন্য সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে রাষ্ট্র এবং সামাজিক তহবিল।

— সামাজিক ভরণপোষণ আর সামাজিক বীমা বাবদ বছরে খরচ হয় কোটি কোটি রুবল। এই ব্যয়ের সবচেয়ে মোটা অংশ কোথায় যায়?

— পেন্সনে। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের পেন্সনভোগীর সংখ্যা ৪ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি।

— বয়স অনুসারে নারীরা যে পেন্সন পায় সে সম্পর্কে আপনি কী বলতে পারেন?

— এক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি সুবিধা উপভোগ করে। যেমন, নারীরা পেন্সন পায় ৫৫ বছর বয়সে, ২০ বছরের চাকরির পর, আর পুরুষরা — ৬০ বছর বয়সে, ২৫ বছরের চাকরির পর। যে-সমস্ত নারীরা কাপড় কারখানায় কাজ করে, খামারে মেশিনচালক হিসেবে কাজ করে তাদের পেন্সনের বয়স এবং কর্মকালের মেয়াদ আরও ৫ বছর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বহু সন্তানের মায়েদের জন্য বিশেষ সুবিধা আছে। যে-সমস্ত নারী পাঁচ ও ততোধিক সন্তান মানুষ করেছে তাদের ৫০ বছর বয়সে — ১৫ বছরের চাকুরি হতেই হবে — পেন্সন পাওয়ার অধিকার আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীদের পেন্সনের বয়স উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোর চেয়ে অনেক কম, যদিও আমাদের দেশে এবং ওই সমস্ত রাষ্ট্রে মানুষের গড় আয়ু প্রায় সমান।

— কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই মানবেন যে পূর্ণ শক্তি থাকতে নারীর পক্ষে অবসর গ্রহণ করা সহজ নয়: যেমন ধরুন, ৫০ বছর বয়সে...

— কেউ তো তাকে অবসর গ্রহণ করতে বলছে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীরা অবসর গ্রহণ করে কারো নির্দেশে নয়, আপন ইচ্ছানুসারে, এবং তারা জানে যে যখন খুশি আবার চাকরি পেতে পারে। সমাজতন্ত্রের পরিবেশে পেন্সনভোগী নারীদের তাদের পক্ষে সম্ভবপর শ্রমে অংশগ্রহণ — এ হচ্ছে এমন এক সমস্যা যেখানে সমাজ এবং নাগরিকদের স্বার্থের মধ্যে মিল রয়েছে। দেশে যেহেতু বেকারত্ব নেই এবং এমনকি কাজের লোকের অভাব অনুভূত হচ্ছে, সমাজ অভিজ্ঞ, উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের — পেন্সনভোগীদের শ্রম ব্যবহারে বিশেষ আগ্রহী। বিশেষ গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে অবসর গ্রহণ হেতু মানুষের জীবন ধারায় যে-পরিবর্তন আসে তা তার স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়, জীবনের গতি ও মনঃ প্রকৃতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই পেন্সনভোগীদের জীবনে সামাজিক একটি নীতি মূর্তরূপ লাভ করেছে: 'দিন গণা নয়, বেঁচে থাকা।'

অধিক সংখ্যক পেন্সনভোগী যাতে সামাজিক শ্রমে অংশগ্রহণ করে সেই উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ তাদের বৈষয়িক অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেমন, পাঁচ

দিনের কর্ম-সপ্তাহে তাদের অনেকের কর্মদিন ছ'ঘণ্টায় নিয়ে আসা হয়েছে, বার্ষিক সবেতন ছুটির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, বেতন না কমিয়ে কাজের পরিমাণ কমানো হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশেষ সিদ্ধান্ত দ্বারা পেন্সনের বয়স পার হওয়ার পর কাজের জন্য পেন্সনের সঙ্গে অতিরিক্ত একটা ভাতা যোগ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাতার পরিমাণ — পেন্সনের বয়স পার হওয়ার পর কাজের প্রতি বছরের জন্য মাসে ১০ রুবল।

গত ১৫ বছরে কর্মরত পেন্সনভোগীর (অর্থাৎ যারা চাকুরির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর পেন্সনভোগী হয়েছে) সংখ্যা ৮ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের মোট সংখ্যা এখন সাড়ে পঞ্চাশ লক্ষ। তাদের অধিকাংশই বেতন এবং একই সঙ্গে পেন্সনের পুরো টাকা পেয়ে থাকে। কর্মরত পেন্সনভোগীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি।

— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ২ কোটি নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে। তার কুফল আজও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে বিধবা নারীর সংখ্যা প্রচুর। যে-সমস্ত নারীর কেউ নেই অথচ স্থায়ী সহায়তা প্রয়োজন তাদের কী দশা হয়?

— রাষ্ট্র তাদের ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে। তারা বৃদ্ধ এবং পঙ্গুদের জন্য নির্মিত বোর্ডিং হাউসগুলোতে বাস করতে পারে। ওখানে তাদের কেবল পূর্ণ বৈষয়িক ভরণপোষণই জোগানো হয় না, চিকিৎসা সহায়তা এবং সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধা ও দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগসুবিধাও দেওয়া হয়।

লেনিনগ্রাদের পেন্সনভোগী নারীদের বিষয়ে

— মন্ত্রী দোম্না কমারোভা মোটামুটিভাবে সারা দেশের পেন্সনভোগী নারীদের বিষয়ে বলেছেন। কেবল একটি শহরের পেন্সনভোগী নারীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় কি? — বলেন ম্যারিয়ন।

— আমি আপনায় লেনিনগ্রাদের পেন্সনভোগী নারীদের বিষয়ে বলব। ওখানে ৪৫ লক্ষ বাসিন্দা, ৬ লক্ষাধিক পেন্সনভোগী নারী। আমি এই শহরে বাস করেছি এবং এমন বহু মহিলাকে চিনি যাঁরা চাকরি

থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন কিংবা শিগগিরই অবসর গ্রহণ করলেন।

— কখনই বিশ্বাস করব না যে বার্ধক্য নিরুপদ্রব। এমনকি সমাজ বৃদ্ধদের সেবাযত্ন করলেও তাদের জীবনে সমস্যা থেকেই যায়।

— নিশ্চয়ই! মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন যে পেন্সনভোগী মানুষের তিনটি প্রধান শত্রু হচ্ছে: নিঃসঙ্গতা, সমাজের পক্ষে উপকারী ক্রিয়াকলাপের অনুপস্থিতি এবং দৈহিক স্বস্তি লাভের বাসনা। চিকিৎসকদের মতে, তথাকথিত 'পেন্সন রোগ' মানুষের জীবনী শক্তি তীব্রভাবে হ্রাস করে, আপন অবস্থার জন্য অসন্তোষ এবং — তার পরিণামে — অকাল বার্ধক্য নিয়ে আসে।

সেই সঙ্গে লেনিনগ্রাদের সমাজবিজ্ঞানী আর বার্ধক্যবিদরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন: সংসারী নারীরা পুরুষদের চেয়ে সহজে নতুন সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে। তারা পেন্সন লাভের অনেক আগেই সেই জীবনের পরিকল্পনা গড়তে থাকে।

'আপন সন্তানদের যৌবনে যা দিতে পারি নি নাতি-নাতনীদের তা দেওয়ার চেষ্টা করব,' — এরূপই হচ্ছে লেনিনগ্রাদের প্রায় দেড় লক্ষ দিদিমা-ঠাকুর্মার পরিকল্পনা। পেন্সনভোগী সংসারী নারীদের মধ্যে ২৬ শতাংশ কাজ করে (নিঃসঙ্গ নারীদের মধ্যে এই সংখ্যাটি অনেক বেশি)। তারা সবাই বেতনের সঙ্গে পূর্ণ কিংবা আংশিক পেন্সনও পেয়ে থাকে।

— তা পেন্সনভোগীরা যদি কাজ না করে?

— রাষ্ট্র তাদের বছরে দু'মাস কাজ করার অধিকার দিয়েছে। তারা সেই অধিকারটি কাজে লাগায়। লেনিনগ্রাদের পেন্সনভোগী চাকুরে নারীদের গড় মাসিক বেতন ১৪০-১৫০ রুবল।

যে-সমস্ত পেন্সনভোগী নারী ও পুরুষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে কলকারখানায় গিয়ে খাটতে পারে না তাদের জন্য বাড়িতে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। যেমন, যেসব প্রতিষ্ঠান শহরের পেন্সনভোগী নারীদের এরূপ সুযোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে লেনিনগ্রাদের 'ত্রিবুনা' সেলাই কারখানাটির কথা উল্লেখ করা যায়। পেন্সনভোগীদের জোগানো হচ্ছে সেলাই মেশিন, কাপড়। কারখানাটির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করছে শহরের বিভিন্ন সেলাই প্রতিষ্ঠান, বয়ন কারখানা আর মেরামত কর্মশালা।

— চাকরি পেতে কোন অসুবিধা আছে কি?

— দেশে বেকারত্ব নেই, কর্মী লোকের সংখ্যা কম। তবে এক্ষেত্রে

অসুবিধা আছে বৈকি। আমি এভাবে বলব: পুরনো সমস্যাগুলোর স্থান নিচ্ছে নতুন সমস্যা। যেমন, সীমিত কর্মশক্তিসম্পন্ন পেন্সনভোগীদের চাকুরিতে নিয়োগের সমস্যাটি এখনও সমাধান করা যায় নি। এর জন্য যথেষ্ট সাংগঠনিক প্রয়াস আর প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়রিং ও টেকনিকেল কর্মীদের এবং ভাষা সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত পেশার লোকদের কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা আপাতত সীমিত: তাদের জন্য সন্তোষজনক কাজ খুঁজে পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। আর এ দিকে পেন্সনভোগীদের শিক্ষাগত মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত বড় বড় শহরগুলোতে তাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাই শহরে এই সমস্যাটি সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে।

লেনিনগ্রাদে এমন এক শ্রেণীর পেন্সনভোগী নারী আছেন—এবং সংখ্যায় তাঁরা অনেক—যাঁরা সমাজের কল্যাণে বিনা বেতনে কাজ করছেন। তাঁরা আপন পেশাকে ভালবাসেন।

— তাঁরা কী ধরনের কাজ করছেন?

— যেমন, অনেক প্রাক্তন শিক্ষিকা সন্ধ্যায় গৃহ-ক্লাবে (এরূপ ক্লাব আছে প্রতিটি আবাসিক এলাকায়) গিয়ে ক্লাস নেন, স্কুল ছাত্রদের সঙ্গে গণিতচর্চা করেন, তাদের বিদেশী ভাষা শিখতে সাহায্য করেন।

বহু প্রাক্তন ডাক্তার 'স্বাস্থ্য কক্ষ' খুলেন এবং সেখানে নিজেদের অঞ্চলের বাসিন্দাদের পরামর্শ দেন, চিকিৎসা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। লেনিনগ্রাদে বাস করেন প্রখ্যাত সার্জন, অধ্যাপিকা ইয়েলেনা উসোল্‌সেভা। তাঁর বয়স এখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। কিন্তু তিনি আজও এককালে তাঁরই দ্বারা সংগঠিত সার্জারি সেণ্টারে রোগীদের চিকিৎসা করছেন। অধ্যাপিকা উসোলসেভা খাটছেন বিনা বেতনে। মানুষের সেবা করে তিনি গভীর নৈতিক তৃপ্তি লাভ করেন।

— আর পেন্সনভোগীদের দৈনন্দিন জীবন?

— এ হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র, বিশেষ ক'রে অসুস্থ পেন্সনভোগীদের জন্য যারা বাড়ি থেকে বার হতে পারে না। বছর তিনেক আগে লেনিনগ্রাদ শহর সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি পেন্সনভোগীদের জন্য সার্ভিস-ব্যবস্থা উন্নয়নের বিষয়ে বিশেষ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিটি আঞ্চলিক গণ-প্রতিনিধি সোভিয়েতে একজন ক'রে ইনস্পেক্টর আছেন যিনি সার্ভিস-ব্যবস্থার দেখাশোনা করেন। আজ

পেন্সনভোগীদের বাড়ির ঠিকানায় পেন্সনের টাকা পেশৗছিয়ে দেওয়া হয়, দোকান, ক্যাণ্টিন ও লণ্ড্রি থেকে ফরমায়েশ মতো খাদ্যদ্রব্য, কাপড়চোপড় বাড়িতে দিয়ে আসা হয়। তাছাড়া বহু পেন্সনভোগীর ফ্ল্যাট বিনামূল্যে মেরামত করা হয়, তাদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এ সমস্তকিছু এখন অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

বহু স্কুল-ছাত্রও শহরের নিঃসঙ্গ পেন্সনভোগীদের দেখাশোনা করে, তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করে। ইয়েকাতেরিনা গলুবেভা নামে এক পেন্সনভোগী মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি স্বামী ও পুত্রকে হারান। ৯০০ দিনের লেনিনগ্রাদ অবরোধের সেই বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। ইয়েকাতেরিনা গলুবেভা আমায় বলেন: 'এমন কোন দিন যায় না যে ছেলেমেয়েরা আমার দরজায় বেল বাজায় নি বা টেলিফোন করে নি। তারা আমার জন্য জিনিসপত্র কিনে আনে, বাড়ির কাজে সহায়তা করে। উৎসবের সময়ও আমি একা নই — সর্বদা আপেলের কেক তৈরি করি, আমার 'অভিভাবরা' তা খেতে ভালবাসে। আমি বিস্মৃত নই এবং বাঁচতে চাই...'

লেনিনগ্রাদের পেন্সনভোগীরা ভ্রমণ করতে খুব ভালবাসে। প্রতি গ্রীষ্মে তারা আপন শহর ছেড়ে (যেখানে আছে ভাল ভাল মিউজিয়ম, থিয়েটার, সঙ্গীতশালা, গ্রন্থাগার আর সর্বোপরি বিশ্ববিখ্যাত হার্মিটেজ জাদুঘর) পথে বেরিয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে লেনিনগ্রাদ পর্যটন ব্যুরোর মতো সংস্থাগুলো। তা পেন্সনভোগীদের জন্য সস্তায় ভ্রমণের বন্দোবস্ত করে দেয়।

সম্প্রতি চারজন পেন্সনভোগী মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁরা প্রতি বছর ট্রেনের কুপে বা জাহাজের ক্যাবিন রিজার্ভ ক'রে দেশ ভ্রমণে যান। এই সক্রিয় ভ্রমণকারিণীদের (একজন রসায়নবিদ, অপর জন ডাক্তার, তৃতীয় জন শিক্ষিকা আর চতুর্থ জন লাইব্রেরিয়ান) মিলিত বয়স ২৫০ বছরেরও বেশি। তাঁদের দুজন—ইয়েলেনা নভিকভা আর মারিয়া ব্লুমেন্‌তাল—মধ্য এশিয়ার মিনারগুলোর বিষয়ে, ট্রান্স-কার্পেথিয়ার গভীর বনজঙ্গলের বিষয়ে, লাতভিয়ার রাজধানী রিগার দোমা ক্যাথিড্রালের সিম্ফোনিক অর্কেস্ট্রার বিষয়ে আমার কাছে অনেক গল্প করেন। এই গ্রীষ্মে তাঁরা চারজন ইয়েনিসেই নদী ধরে ডিকসন দ্বীপ (উত্তর মহাসাগর) অবধি যাবেন।

এই ধরনের লোকেরা বয়সে বৃদ্ধ হলেও মনে কিন্তু তরুণ।

মানুষের চেহারা

— আর এবার ফ্যাশনের কথা বলা যাক, — একদিন আমায় বললেন ম্যারিয়ন।

...ম্যারিয়ন ও আমি গেলাম সর্ব-ইউনিয়ন ফ্যাশন ভবনে, প্রচুর সংখ্যক নারী-পুরুষের সঙ্গে প্রবেশ করলাম প্রদর্শনী কক্ষে, একেবারে মঞ্চের কাছে প্রথম সারিতে বসলাম।

বাজনা শুরু হতেই নতুন ফ্যাশনের পোশাক প্রদর্শন শুরু হল।

— আপনার কী রঙ পছন্দ হয়? — আমায় ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— নীল...

— উল অথবা রেশম?

— খুব মিহি উল।

— বুঝলাম।

আমার মনে হল, আমরা যেন ষড়যন্ত্রকারী, আর সত্যি কথা বললে সমমতাবলম্বী।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই — যখন একটি পোশাকের ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করলাম — আমার এরূপ ধারণা দূর হয়ে গেল। পরে অবশ্য আমাদের মত মিলে যায়, তবে তা প্রদর্শনের শেষ দিকে। সঙ্গে সঙ্গে নয়...

প্রদর্শন সমাপ্ত হলে আমরা সাক্ষাৎ করলাম ফ্যাশন ভবনের প্রধান শিল্পী ল্যুদমিলা তুর্‌চানোভ্‌স্কায়ার সঙ্গে।

— আজ আমি একটি পোশাক দেখলাম। লোকে ওটা পরবে দু'বছর পরে বসন্তকালে। বলতে পারি না যে তা আমার খুব একটা পছন্দ হয়েছে, — বললাম আমি।

— আপনার কাছ থেকে আমি অন্য প্রতিক্রিয়া আশাও করি নি,— বলেন ল্যুদমিলা তুরচানোভস্কায়া। — আমরা এই সমস্ত মডেল তৈরি করেছি দু'বছর পরের চাহিদা বিবেচনা করে।

— 'আমরা' বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

— আমরা — এ হচ্ছে ৬০ জনেরও বেশি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শিল্পী-মডেলনির্মাতা যাঁরা বিশেষ ইনস্টিটিউট শেষ করেছেন। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের লঘু শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে সর্বমোট ৩৭টি ফ্যাশন ভবন। ওগুলো হচ্ছে বিভিন্ন জাতীয় ফ্যাশনের কেন্দ্র যেখানে জলবায়ু, রীতিরেওয়াজ, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিবেচনা করে পোশাকের মডেল তৈরি করা হয়।

সর্ব-ইউনিয়ন ফ্যাশন ভবন — সর্বাগ্রে এ হচ্ছে একটি মেথোডিক কেন্দ্র। আমরা প্রস্তুত করি তাত্ত্বিক সামগ্রী, গড়ি সম্ভাবনাময় মডেল, স্থানীয় ফ্যাশন ভবনগুলো এবং সেলাই শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যবহারিক সহায়তা দান করি, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক-গবেষণা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যৌথ সৃজনশীল কাজ পরিচালনা করি।

দেখলেন তো, কী দৃঢ় শিল্প ও উৎপাদনী ভিত্তির উপর গড়ে উঠছে আজকের সোভিয়েত ফ্যাশন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিবার নতুন চিন্তাধারা, নতুন মডেল জনসাধারণের দরবারে হাজির করার সময় আমরা বেশ চাঞ্চল্য বোধ করি, — নতুন ফ্যাশনের যাত্রাপথ সর্বদাই কণ্টকাকীর্ণ।

পোশাক মানুষের অভ্যন্তরীণ 'অহং' ফুটিয়ে তুলে। ফ্যাশন মানুষকে তার দাস বানায় না, তা কেবল মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন ঘটাতে বলে এবং সে কাজটা করতে হয় একমাত্র নিজস্ব শৈলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

— তা আপনারা ভবিষ্যতের মডেল আঁচ করেন কীভাবে?

— অনেককিছু নির্ভর করে মডেল প্রস্তুতকারী শিল্পীর স্বজ্ঞার উপর। তবে সুবিদিত প্রবচনটির সত্যতায়ও আমরা বিশ্বাস করি: স্বজ্ঞার প্রসূতি হচ্ছে সংবাদ। প্রতি বছর পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের মডেল নির্মাতারা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মডেল স্রষ্টাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভবিষ্যৎ মডেল নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতের আদানপ্রদান ঘটে।

তবে ভবিষ্যৎ মডেলের পূর্বাভাস প্রতিষ্ঠিত কেবল শিল্পীর স্বজ্ঞার

উপরই নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরও। পোশাক, জুতো আর বয়ন সামগ্রীর ডিজাইনাররা এখনই জানেন ১৯৮৪ সালে শিল্প কী ধরনের কাপড় উৎপাদন করবে (আমাদের মতে, এতেই প্রকাশ পাচ্ছে সোভিয়েত পরিকল্পনা-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা)। তাঁরা এও জানেন যে তখন মেহনতীদের প্রকৃত বেতন কতটা বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যৎ মডেল তৈরির সময় এমনকি সোভিয়েত মানুষের তখনকার সাংস্কৃতিক মানও বিবেচিত হয়। মডেল তৈরি করতে গিয়ে রুচির বৈচিত্র বিচার করা হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয় ঐতিহ্য আর জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবা হয়। এটা স্পষ্ট যে কারাকুম মরুভূমি সীমান্তে অবস্থিত আশ্‌খাবাদে যা আরামদায়ক ও সুন্দর মনে হয় তা সুমেরুর নরিল্‌স্ক শহরের বাসিন্দাদের পক্ষে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে—সোভিয়েত ইউনিয়নের লঘু শিল্প মন্ত্রণালয়ের কান্তি কমিশনের দ্বারা—অনুমোদিত নমুনাগুলো প্রেরিত হয় শিল্প ফার্মের ডিজাইন ব্যুরোতে। এই নমুনাগুলোর ভিত্তিতে শিল্পের প্রযুক্তিগত ও বৈষয়িক সম্ভাবনা অনুযায়ী পরবর্তী বছরে উৎপাদনযোগ্য পোশাকের প্রধান মডেলসমূহে পরিবর্তন ও প্রকারভেদ ঘটানো হয়।

তবে এর মানে এ নয় যে কান্তি কমিশন অনুমোদিত এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে গৃহীত নমুনা সর্বদা উৎপাদনের জন্য অটল আইনের মর্যাদা লাভ করবে। সদা পরিবর্তনশীল ফ্যাশনের জগতে তা মোটেই সম্ভব নয়,—সেখানে অদলবদলের প্রশস্ত পরিসর থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যে-সমস্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় তা অনুসারে দোকানসমূহ ক্রেতার চাহিদা বিবেচনা ক'রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে পোশাকে কিংবা তার সেলাইয়ের কাজে উপযুক্ত পরিবর্তন দাবি করতে পারে।

স্বভাবতই ফ্যাশন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয় না, এবং ক্রেতার যদি মনে হয় যে তিনি কোন জিনিস কিনছেন স্রেফ পছন্দ হওয়ার কারণেই, বিশেষজ্ঞরা কিন্তু জানেন যে এই পছন্দের পেছনে রয়েছে ব্যাপক সংবাদ মাধ্যম: ফ্যাশনের পত্রিকা, প্রদর্শনী কক্ষে ও টেলিভিশনে আগামী মরশুমের মডেলের প্রদর্শন, বেশকিছু সংখ্যক শৌখীন ক্রেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা যাঁরা আজকের ফ্যাশনের চেয়ে আগামীকালের ফ্যাশনই অধিক পছন্দ করেন। এই ক্রেতা দলটির কথা মনে রেখেই বিশেষ কিছু দোকান খোলা হয়েছে যেখানে আগামী বছরের মরশুমগুলোর জন্য

অল্পসংখ্যক পরীক্ষামূলক পোশাক বেচা হয়ে থাকে। এই ভাবেই গড়ে উঠে ফ্যাশন এবং ক্রেতার চাহিদা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ফ্যাশনদার সামগ্রী উৎপাদনে প্রচুর বৈজ্ঞানিক শক্তিও কাজে লাগানো হচ্ছে। ২৩টি বৈজ্ঞানিক-গবেষণা ইনস্টিটিউট কেবল নতুন ধরনের কাপড়, চামড়া ইত্যাদি গড়ার কাজে নিযুক্ত রয়েছে। ১২৯টি শিল্প ফার্ম বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলাফল অনুসারে সেই পরীক্ষামূলক সামগ্রীগুলো উৎপাদন করে যা, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, ভবিষ্যৎ ফ্যাশনের ভিত্তি রচনা করে।

মস্কোর সেরা নাপিত

আমি ঠিক করলাম ম্যারিয়নকে নিয়ে আমি নিজের নাপিতের কাছে যাব। তবে টেলিফোন ক'রে জানতে পারলাম যে মারিনা নেমসোভা কাজে নেই। তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন—'মস্কোর সেরা নাপিত' বলে অভিহিত হওয়ার অধিকার লাভের জন্য লড়ছেন।

...রাজধানীর নতুন সার্কাসের বিশাল মঞ্চ। এখানে প্রজেক্টরের উজ্জ্বল আলোতে, তুমুল করতালির মধ্যে চলছিল মস্কো শহরের নাপিতদের ২১তম প্রতিযোগিতা।

খাড়া অ্যাম্পিথিয়েটারের মাঝখানের অন্ধকার পথটি ধরে ম্যারিয়ন ও আমি প্রথম সারিতে গিয়ে বসলাম। সেখান থেকে মঞ্চে রাখা আয়না-লাগানো কাজের টেবিলগুলো বেশি দূরে নয়। সঙ্গীতের সুর বাজছে। ফুট-লাইটের কাছে লম্বা একটি টেবিলের পাশে বসে আছেন ১২ জন সদস্য বিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলী, নারী ও পুরুষের কেশসজ্জা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, প্রসাধনবিদরা।

ফ্যান চলছে। কুড়ি বছর বয়সী মারিনা কাজ করছেন আমাদের কাছ থেকে কয়েক মিটার দূরে। দীর্ঘকায় তরুণীটির চুলগুলো কাঁধে এসে পড়েছে, তাঁকে দেখলে মনে হয় স্কুলছাত্রী। মারিনা কমলা রঙের পোশাক পরিহিত এক ম্যানেকিনের কেশসজ্জায় ব্যস্ত। দৈনন্দিন কেশসজ্জা—তাই বলা হয় কর্মসূচিতে। সময়—১০ মিনিট। ১১৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বী আর প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

আমি ম্যারিয়নকে মারিনার বিষয়ে বললাম,—তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কয়েক বছরের পরিচয়।

মারিনার জন্ম হয় নাপিত পরিবারে। ছোটবেলা প্রায়ই তিনি মা-র স্যালুনে আসা-যাওয়া করতেন। একটি জিনিস তাঁকে সর্বদা বিস্মিত করত: ক্লান্ত মহিলা কেশসজ্জার জন্য চেয়ারে বসতেন, আর কেশসজ্জার কাজ শেষ হলে তিনি যখন উঠতেন তাঁকে দেখাত হাসিখুশি, ফিটফাট। তখন থেকেই মারিনাকে অদম্য এক বাসনা পেয়ে বসল—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাপিতের পেশা আয়ত্ত করতে হবে।

পনেরো বছর বয়সের স্কুলছাত্রী মারিনা অষ্টম শ্রেণী শেষ করার পর নাপিতের কোর্সে ভর্তি হলেন। একই সঙ্গে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলেন তরুণ শ্রমিকদের সান্ধ্য স্কুলে। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করলেন। এই ভাবে, মারিনা মনে করেন, তিনি সময় বাঁচালেন: পেশাও আয়ত্ত করলেন, শিক্ষাও লাভ করলেন।

তাঁর নিয়মটি হচ্ছে এরূপ: নিখুঁত কাজ করা, মানুষের চেহারায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় যাকিছু আছে তা ফুটিয়ে তোলা, তার আত্মিক জগৎ অভিব্যক্ত করা। নির্ভুলভাবে সম্পাদিত কেশসজ্জা যদি চেহারার সঙ্গে খাপ না খায় তাহলে সে হবে বড় ত্রুটি। নাপিতকে মনস্তত্ত্ববিদ হওয়া চাই। আসল ব্যাপার—মানুষকে বোঝা, তার 'চেহারাকে' বোঝা। তাহলেই নৈপুণ্য আর কল্পনা কাজ দেবে। কল্পনাকে মারিনা প্রথম স্থানে স্থাপন করেন—কাজে, তাঁর লেখা কবিতায়, নৃত্যে।

তবে এবার প্রতিযোগিতায় ফেরা যাক।

শোনা গেল ঘোষকের কণ্ঠ: 'আপনাদের সময় শেষ!' শিল্পীরা তাঁদের কাজ সমাপ্ত করলেন। তারপর মঞ্চে হাঁটতে লাগল একজনের পর একজন ম্যানেকিন। হাতে টেনিসের র‍্যাকেট, বই, পরনে কর্মব্যস্ত নারীর পোশাক।

'মানুষের সুন্দর হওয়ার কেবল একটা সম্ভাবনা আছে, আর আকর্ষণীয় হওয়ার আছে—একশোটি,'—দৈনন্দিন কেশসজ্জা প্রদর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি আন্না সুরোভ্‌সেভা।

কিছুক্ষণ পরে আমি তাঁর সঙ্গে বিলাত থেকে আগত অতিথিনীর আলাপ করিয়ে দিই, সংক্ষিপ্ত একটি ইণ্টারভিউ দিতে অনুরোধ করি।

— আমরা নাপিতদের প্রতিযোগিতায় এই প্রথম। এর উদ্দেশ্যটা কী? — এ ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন।

— এরূপ প্রতিযোগিতা দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গত কুড়ি বছর ধরে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বহুমুখী। নাপিতদের নৈপুণ্য আর সাফল্য প্রদর্শন করা। ফ্যাশনের ধারা, এই শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন সমস্তকিছু দেখানো। কেশসজ্জা — এ সত্যিই শিল্প। প্রতিযোগিতা নাপিতদের এবং তাদের কাছে আগত লোকেদের ভাল ও সূক্ষ্ম রুচিবোধ গড়তে সাহায্য করে।

— মস্কোয় নাপিতের সংখ্যা কত?

— ১৬ হাজার, তার মধ্যে ৯৫ শতাংশই নারী।

— নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য কী করা হচ্ছে?

— প্রতিবছর মস্কোর আড়াই হাজার নাপিত অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কোর্সে ভর্তি হয়। তারা চাকরি না ছেড়ে বিনা খরচে সেখানে দক্ষতা অর্জন করে। হালের বছরগুলোতে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড ও যুগোস্লাভিয়ার ক্ষৌরকারদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বেশ মজবুত হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতা বিনিময় করি। আজ সোভিয়েত নাপিতদের নৈপুণ্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

— আচ্ছা বলুন তো, ওঁরা কারা? ওঁরা কি পেশাদার ম্যানেকিন?

— মজার কথা তো হচ্ছে সেটাই, ওঁরা পেশাদার ম্যানেকিন নয়। কেশসজ্জার মডেল প্রদর্শনকারী নারীরা বিভিন্ন পেশার লোক। কেউ শ্রমিকা, কেউ ইঞ্জিনিয়র, কেউ ডাক্তার, কেউ লাইব্রেরিয়ান, কেউ বিজ্ঞানী। ওঁরা হচ্ছেন শিক্ষিত নারী। ওঁদের অধিকাংশ পড়াশোনা করছেন।

— আপনি কি বলতে চান যে এই প্রতিযোগিতা 'নারীর সমস্যা' সমাধানের কাজে অর্জিত সাফল্যও প্রদর্শন করে? — জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।

— বললে ক্ষতিটা কি? তা সোভিয়েত নারীর নতুন চেহারাটি দেখিয়ে দেয়, এবং প্রতিবছর ভিন্নভাবে। এখানে নাপিতের ভাববার অবকাশ আছে। তার সামনে কঠিন কাজ: কেবল মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যই নয়, তার জটিল চিত্তাকর্ষক অন্তর্জগৎও ফুটিয়ে তোলা।

— সাধারণ সোভিয়েত স্যালুনে কেশসজ্জার জন্য কত লাগে?

— এক রুবল। তা সবাই খরচ করতে পারে।

...ফের শুরু হল প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় রাউন্ড। এবার সান্ধ্যকালীন

কেশসজ্জা। সময়—৩৫ মিনিট। প্রেক্ষাগৃহ নীরব, সবাই ফলাফলের অপেক্ষায়। আমরা দেখছিলাম কীভাবে মারিনা সান্ধ্যকালীন শাদা পোশাক পরিহিত এক তরুণীর কেশসজ্জা করছেন। তিনি কাজ করছেন ধীরেসুস্থে, যেন তাড়াহুড়ো না করে। কিন্তু মারিনার মা-বাবা (গোটা পরিবার কাজ করে একই স্যালুনে) আর বর ওলেগ ছিলেন খুব উদ্বিগ্ন। তাঁরা তিনজন বসে ছিলেন প্রথম সারিতে।

মারিনা আগে যে-সমস্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন তাতে তাঁদের কেউ-না-কেউ অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। দু'বছর আগে সুজ্‌দাল শহরে অনুষ্ঠিত হয় রাশিয়া ফেডারেশনের নাপিতদের প্রতিযোগিতা। তখন প্রথম স্থান লাভ করেন পেন্‌জা শহরের এক তরুণী, আর দ্বিতীয় স্থান—মারিনা। মা-বাবা ও ওলেগ নাপিতদের সর্ব-ইউনিয়ন প্রতিযোগিতায়ও উপস্থিত ছিলেন (আবার দ্বিতীয় স্থান)। আর এবার—এ হচ্ছে কেবল রাজধানীর প্রতিযোগিতা।

শেষ রাউন্ড। চুল-কাটা। সময়—৬০ মিনিট। তারপর তিনটি কাজের ফলাফল। প্রতিটির জন্য ৩০ নম্বর ক'রে। সর্বমোট ৯০ নম্বর।

বিচারকমণ্ডলী কী বলবেন?

মারিনা নেমসোভা পেলেন সর্বোচ্চ নম্বর—৮৮·৮। চমৎকার কাজের জন্য, নৈপুণ্যের জন্য এবং ফ্যাশন সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্য তিনি 'মস্কোর সেরা নাপিত' খেতাবটি পেলেন। তাঁকে দেওয়া হল স্ফটিক কাচের একটি ফুলদানি।

...ম্যারিয়ন ও আমি যখন হল ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম সান্ধ্যকালীন পোশাক পরিহিত নারীরা সঙ্গীতের তালে তালে মঞ্চের উপর হাঁটছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষিকা, ডিজাইনার, নকসাকারী, বিক্রেতা, আইনজ্ঞ, নির্মাতা... এই তো তাঁদেরই একজন—উজ্জ্বল সবুজ পোশাক পরিহিত দীর্ঘকায় এক মহিলা, সাধারণ তাঁর কেশসজ্জা, আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি কেবল চোখগুলো দিয়ে হাসলেন।

— ম্যারিয়ন,—বললাম আমি।—এই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাঁর মুখ, চাল আর সৌন্দর্য কাকে না মুগ্ধ করবে? যেমনটা শুনেছেন, তিনি সাধারণ এক প্রযুক্তিবিদ। ১৪ কোটি সোভিয়েত নারীর একজন। আপনি সোভিয়েত নারীর পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখতে চেয়েছিলেন। নিন, দেখুন।

— তা খুবই সুন্দর, অপূর্ব...